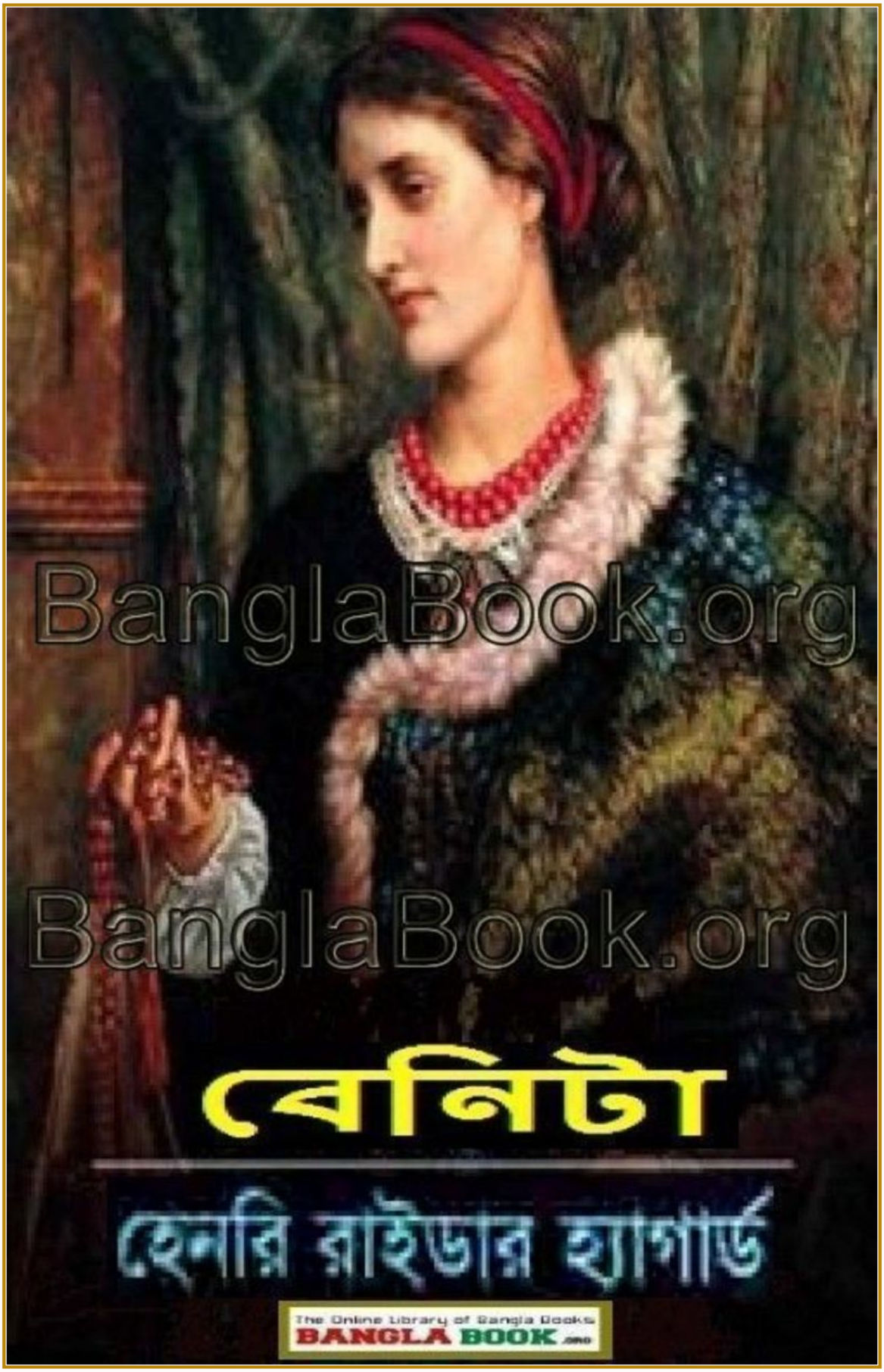
BanglaBook.org
BanglaBook.org
বেনিটা
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের

বেনিটা

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

ভাগ্য বড়ই বিচিত্র। বেনিটার ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন।
দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মেছে সে, কিন্তু অর্ধেক জীবনই
কাটাতে হলো ইংল্যান্ডে। ফিরে এল বাবার কাছে,
ভালোবাসার মানুষটাকে হারানোর দুঃখ বুকে নিয়ে।
হৃদয়ের ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিল পর্তুগিজদের অভিশপ্ত
গুপ্তধনের গল্প। বুড়ো বাবা আর তাঁর পার্টনার অর্থপিশাচ
মেয়ারকে নিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করতে রওয়ানা হলো সে।
ঘুণাক্ষরেও টের পেল না, কী আছে মেয়ারের মনে।
চলছিল খোঁজ, এমন সময় হামলা করল মাটাবিলিরা
রহস্যময় এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ধরা পড়ল ওদের হাতে।
ঝোপ বুঝে কোপ মারল মেয়ার
মরতে বসল বেনিটার বাবা।
এবার?
নিজে বাঁচবে না বাবাকে বাঁচাবে বেনিটা? এমন একজনের
সাহায্য পেল, যাকে কোনোদিন দেখেইনি সে।

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

পঁচিশ কি ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। মোযাম্বিকের কুইলিমেনের কয়েকজন আদিবাসীর কাছ থেকে এক অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যবসায়ী জানতে পারল, যাম্বেযি নদীর তীরে কোনো এক জায়গায় লুকানো আছে প্রচুর সোনা। এই গুপ্তধনের মালিক পর্তুগিজরা। এরা ষোড়শ শতাব্দীতে বাস করত ওই জায়গায়। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে খুন হয় সবাই। তবে মরার আগে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে ফেলে সব সোনা।

ঘটনাটা জানার পর দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠল ব্যবসায়ী লোকটা। যোগাড় করল এক সম্মোহনকারী এবং অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী অল্প-বয়সী একটা ছেলেকে। সম্মোহন করা হলো এই ছেলেটাকে। মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় দুর্ভাগা পর্তুগিজদের কাহিনী বলল সে।

ওকে গুপ্তধনের ব্যাপারে প্রশ্ন করল সম্মোহনকারী। পর্তুগিজরা কোথায় কীভাবে সোনাদানা লুকিয়েছে বলে দিল ছেলেটা। দেরি না-করে ছুটল ব্যবসায়ী আর সম্মোহনকারী লোকটা। পুরো জায়গাটা খুঁড়ল ওরা, কিন্তু সোনাভর্তি থলেগুলো পেল না। ওগুলোকে অনেক আগেই অন্য কোথাও নিয়ে গেছে যাম্বেযির স্রোত।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কুইলিমেনে ফিরে এল ব্যবসায়ী। তবে একেবারে খালি হাতে নয়। কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলেটাকে আবার সম্মোহন করল ওরা। সোনাভর্তি থলেগুলো যাম্বেযির স্রোতে ভেসে কোথায় গেছে বলে দিল ছেলেটা।

কিন্তু ততদিনে জানাজানি হয়ে গেছে ব্যবসায়ীর গুপ্তধন-শিকারের ঘটনা। খেপে উঠল আদিবাসীরা। পর্তুগিজদের গুপ্তধনের ব্যাপারে একটা কুসংস্কার চালু আছে ওদের মধ্যে। ওরা বিশ্বাস করে, গুপ্তধনটা অভিশপ্ত; সেটার পিছনে কেউ লাগলে অভিশাপটা ওদের উপর পড়বে।

কাজেই ব্যবসায়ী আর সম্মোহনকারীকে ধাওয়া করল আদিবাসীরা। প্রাণ নিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচল দুই গুপ্তধন-শিকারী।

আদিবাসীদের ভয়ে এরপর আর কেউ পর্তুগিজদের গুপ্তধনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। আদিবাসীরা নিজেরাও সেই গুপ্তধনের কাছে যায় না।

যাম্বেযির তীরে কোনো এক জায়গায় লুকানো রইল সেই অভিশপ্ত সম্পদ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। চুরুট টানছে একটানা। মাঝেমধ্যে চোরাদৃষ্টিতে দেখছে বেনিটাকে। সবই খেয়াল করছে মেয়েটা। কিন্তু না-দেখার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছে বার বার।

লোকটাকে চেনে সে। পরিচয় হয়েছে আগেই। নাম রবার্ট সিমার। গায়ের রঙ ফর্সা। মাথার ঘন চুলগুলো ধূসর। চোখের মণি দুটো নীল। নাকের নীচে মোটা গোঁফ। গাল-চিবুক-গলা মসৃণ করে কামানো। কাঁধ দুটো চওড়া। দেহ সুঠাম, বাড়তি মেদহীন। বয়স বেশি হলে ত্রিশ। খাঁটি ইংরেজ।

জাহাজে করে ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাচ্ছে বেনিটা ক্লিফোর্ড। জাহাজটার নাম যানযিবার। রবার্ট সিমার হচ্ছে বেনিটার সহযাত্রী।

আজ ডিনারের পর থেকেই কেমন অস্থির লাগছে বেনিটার। তাই হাওয়া খেতে নিজের কেবিন ছেড়ে ডেকে এসেছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছিল তারাভরা-আকাশের-পটভূমিতে যানযিবারের কালো ধোঁয়ার অদ্ভুত নকশা। হঠাৎ করেই দেখতে পেল রবার্টকে।

চোখের কোণ দিয়ে আরও একবার লোকটাকে দেখল বেনিটা। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর দিকেই আসছে রবার্ট। বুকের ভিতরে কেমন করে উঠল বেনিটার।

মেয়েটার পাশে এসে থামল রবার্ট। চুরুটটা শেষ না-করেই ছুঁড়ে মারল সমুদ্রের পানিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনিটা জিজ্ঞেস করল, 'স্মোকিং-রুম থেকে এলেন, মিস্টার সিমার?'

'না।' রবার্টের কণ্ঠ ভরাট, কিন্তু উদাসী।

'তা হলে নিশ্চয়ই সেলুনে ছিলেন এতক্ষণ? শুনলাম আজ রাতে নাকি সেখানে নাচের আসর হবে?'

'আমিও শুনেছি সেরকম। তবে নাচানাচি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'আর ভালো লাগে না ওসব। আপনি নিশ্চয়ই নাচবেন? অনেকেই নাচতে চাইবে আপনার সঙ্গে।'

মুচকি হাসল বেনিটা। 'চাইলেই তো আর হবে না। আমার সঙ্গে নাচতে হলে পেতে হবে আমাকে।'

'মানে!'

'ঠিক করেছি সেলুনেই ঢুকবো না আজ রাতে।'

'কেন?'

'জানি না শুনলে কী ভাববেন...খুব ভয় করছে আমার।'

'বলেন কী!...ও, বুঝেছি। ডিনার করেছেন?'

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা শুনে আশ্চর্য হলো বেনিটা। 'করেছি। কেন?'

'অনেক সময় হজমে গোলমাল হলে অস্থির লাগতে থাকে। তখন অদ্ভুত সব চিন্তা-ভাবনা পেয়ে বসে আমাদের। আপনারও বোধ হয় সেরকম হয়েছে। বদ-হজমের ওষুধ জানা আছে আমার। বলবো?'

পেট ভরে কখনোই খায় না বেনিটা। আজও খায়নি। সুতরাং বদ-হজমের প্রশ্নই আসে না। রবার্টের প্রশ্নের জবাবে ভদ্রতা করে বলল সে, 'বলুন।'

'বিসমাথ আর সোডা কার্বনেট।'

'ধন্যবাদ। দেখি যোগাড় করা যায় কি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুব দিগন্তে আঁধারের-চাদর ফুঁড়ে এমন সময় বেরিয়ে এল গোলাকার চাঁদ। আলোকিত হলো আকাশ। চাঁদের সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হলো মিটমিটে তারাগুলো। সমুদ্রের পানিতে এখন রূপালী আলোর প্রতিফলন। যানযিবারের মাস্তুল, দড়িদড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঢেউ-এর সঙ্গে তাল রেখে উঠছে-নামছে জাহাজটা। একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে দূরের তীর। জাহাজ আর তীরের মধ্যে অদ্ভুত এক লুকোচুরি খেলা চলছে যেন। কাফ্রিদের কয়েকটা কুটিরও দূরে দেখতে পেল রবার্ট আর বেনিটা। উঁচু গাছে ছাওয়া, চাঁদের আলোয় ধোওয়া কুঁড়েগুলো যেন স্বপ্ন-নীড়।

পুরো পরিবেশটা পাল্টে গেছে হঠাৎ। চারদিক এখন কেমন মায়াবী, স্বপ্নময়।

দূরের তীর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রবার্ট। চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাল বেনিটার দিকে। ভাবল, সব কিছু এত সুন্দর–সামনে দাঁড়ানো এই মেয়েটাও অলীক নয় তো?

বেনিটা সুন্দরী আর কমনীয়। কিন্তু ডানা-কাটা পরী নয়। ওর দেহ ভরাট, কিন্তু স্থূল নয়। বরং স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল। আর দশটা ইংরেজ মেয়ের মতো নয় ওর চেহারা। প্রথম দেখায় বিদেশী বলে ভুল হয়। ওর চোখের মণি দুটো কালো। কোঁকড়া চুলগুলোও কালো। চওড়া কপাল। নিখুঁত সুন্দর একজোড়া ঠোঁটের কোণে অপূর্ব সুন্দর রহস্যময় হাসি। সব মিলিয়ে মেয়েটা চুম্বকের মতো আকর্ষণীয়।

রবার্টের চোখের ভাষাটা পড়তে পেরে হেসে ফেলল বেনিটা। ওর ভয়টা কেটে গেছে। তীরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, 'আফ্রিকার খুব কাছে এসে পড়েছি আমরা।'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রবার্ট। তাকাল কাফ্রিদের কুটিরগুলোর দিকে। বলল, 'এই আফ্রিকা দেশটা খুব অদ্ভুত। এখানে যেমন পদে-পদে বিপদ, তেমনি ক্ষণে-ক্ষণে চমক।...কিছু মনে না-করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি আফ্রিকায় যাচ্ছেন কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'উত্তরটা অনেক বড়। শুনতে ভালো লাগবে না আপনার।'

'লাগতেও তো পারে!' দুটো ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে এল রবার্ট। সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসল ওরা দু'জন।

বলতে আরম্ভ করল বেনিটা, 'আমার জন্ম এই আফ্রিকায়। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা চলে আসে এখানে। নেটালে মা'র সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। তারপর প্রেম এবং শেষে বিয়ে।

'নেটালেই থাকতাম আমরা। তেরোটা বছর ছিলাম ওখানে।...ও, মা'র নামটাই বলিনি আপনাকে—ফেরেইরা বেনিটা। আমার নানীর নামও বেনিটা।

'নেটাল আর ট্রান্সভালে অনেক জমি-জমা ছিল নানার। ছিল হাজার হাজার গরু-বাছুর। জমিদার বলা যায় তাঁকে। তিনি ছিলেন অর্ধেক ডাচ, অর্ধেক পর্তুগিজ। আর নানী খাঁটি ইংরেজ। আমার বাবা ইংরেজ, মা ডাচ-পর্তুগিজ-ইংরেজ তিনটাই। তা হলে আমি হচ্ছি অর্ধেক ইংরেজ, কিছুটা ডাচ, আর চারভাগের একভাগ পর্তুগিজ।

'জাতে মিল থাক বা না-থাক, বাবা-মা'র মধ্যে মনের মিল ছিল না একটুও। বাবা ছিল মদ্যপ আর জুয়াড়ি। নানার থেকে মা যা-সম্পত্তি পেয়েছিল, তার প্রায় সবই বাবা উড়িয়েছে জুয়ার টেবিলে। এসব নিয়ে এক রাতে খুব ঝগড়া হয় বাবা-মা'র মধ্যে। বাবা তখন মাতাল। উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ চড় মেরে বসল মা'র গালে।'

'বলেন কী!'

'চড় খেয়ে মা কেঁদে ফেলল প্রথমে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে কঠোর গলায় বাবাকে বলল, "তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করবো না আমি। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।"

'পরদিন সকালে বাবার নেশা কাটল। আগের রাতে কী করেছে মনে করতে পেরে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ। বার বার ক্ষমা চাইল মা'র কাছে। মা একটা কথাও বলল না বাবার সঙ্গে।

'তখন সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে কোথাও যাবার কথা বাবার। মা'র রাগ ভাঙাতে না-পেরে নিরাশ হয়ে চলে গেল বাবা। একমুহূর্ত দেরি না-করে কাপড়চোপড় আর অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল মা। কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছিল, নিল সেগুলোও। সবশেষে সঙ্গে নিল আমাকে।

'একটা কার্টে চড়ে সোজা ডারবানে গেলাম আমরা। ওখানে একটা ব্যাঙ্কে মা'র নামে টাকা রেখেছিলেন নানা। সেগুলো তুলল মা। তারপর বাবাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখল। বেশ লম্বা-চওড়া চিঠি, যার আসল কথা হচ্ছে: "আর কোনোদিন দেখা হবে না আমাদের। বেনিটার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে সোজা আদালতে যাবো আমি। তুমি পথের কাঙাল, আইনি লড়াই-এ পারবে না আমার বিরুদ্ধে।" বাবাও জানত কথাটা। তাই "বাড়াবাড়ি" করেনি কখনও।'

'ইংল্যান্ডে কোথায় থাকতেন আপনারা?'

'লন্ডনে। আমার এক বিধবা-খালার কাছে। মাকে প্রায়ই চিঠি লিখত বাবা। প্রয়োজন মনে করলে কোনো কোনো চিঠি আমাকে পড়তে দিত মা। আমি যেগুলো পড়েছি তার সবগুলোতেই মা'র কাছে ক্ষমা চেয়েছে বাবা। আফ্রিকায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছে। কিন্তু ওসব চিঠি পড়ে একটুও নরম হয়নি মা'র মন। তারপর একদিন, আফ্রিকা থেকে ফিরে যাওয়ার বারো বছর পর, হঠাৎ মারা গেল মা,' থামল বেনিটা, মুখ নামিয়ে নিল।

'আমি...আমি দুঃখিত। কী হয়েছিল তাঁর?'

'জানি না। দুর্বল হয়ে পড়েছিল খুব। কিন্তু অসুখটা কী জানতে পারিনি আমরা।'

'তারপর কী হলো?'

'মা'র মৃত্যুর খবর জানিয়ে একটা চিঠি লিখলাম বাবাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে পাল্টা চিঠি দিল বাবা। পড়ে মনে হলো, খুব ভেঙে পড়েছে। তারপর একের-পর-এক চিঠি পাঠাল বাবা। সবগুলোয় একই অনুরোধ—"মা, তুই ফিরে আয় আফ্রিকায়। তোর বুড়ো বাপকে একা মরতে দিস্ না।" '

'কিন্তু...'

'জানি কী বলবেন,' রবার্টকে থামিয়ে দিল বেনিটা। 'একজন মাতালের কাছে ফিরে গিয়ে কী লাভ, তা-ই না? আমাকে পাঠানো প্রতিটা চিঠিতে বাবা লিখেছে, "মদ খেতাম আমি, কিন্তু আসলে মদ খেত আমাকে। আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে এই মদ। তোর মা চলে যাওয়ার পর আর কোনোদিন মদের বোতল ছুঁইনি।"

'একবার এক ম্যাজিস্ট্রেটের সই করা সার্টিফিকেটও পাঠাল বাবা। তাতে লেখা ছিল: "মিস্টার ক্লিফোর্ড মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।" তারপর একই সার্টিফিকেট যোগাড় করল এক ডাক্তারের থেকে। সেটাও পাঠিয়ে দিল। এরপরও বাবাকে বিশ্বাস না-করাটা অন্যায় হবে।'

'বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন—আপনার খালা বাধা দিল না?'

'দিয়েছে। অনেকবার বলেছে বাবা আসলে বাটপারি করছে। আমি কান দেইনি ওসব কথায়।...বাবার সঙ্গে ডারবানে দেখা হবে আমার। আমাকে নিতে আসবে বাবা।'

'সাহস আছে আপনার, মিস্ ক্লিফোর্ড। এতগুলো বছর ছিলেন লন্ডনে—সবাইকে ফেলে, সব কিছু ছেড়ে ফিরে যাচ্ছেন আফ্রিকায়। সেখানে হয়তো আপনার বাবাকে ছাড়া আর কিছুই পাবেন না।'

'পাবো,' কেমন অদ্ভুত শোনাল বেনিটার কণ্ঠ। 'জন্মেছি আফ্রিকায়, শৈশবও কাটিয়েছি সেখানে। অদ্ভুত এক মায়া পড়ে গেছে দেশটার ওপর। ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারবো না আপনাকে। লন্ডনের রাস্তা আর একঘেয়ে কুয়াশার চেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আফ্রিকার রোদজ্বলা খোলা-মাঠ অনেক বেশি টানে আমাকে। আমি প্রকৃতিকে দেখতে চাই। প্রকৃতির কাছে থাকতে চাই। কোলাহলের চেয়ে নীরবতা ভালো লাগে আমার।'

বেনিটার কথাগুলো শুনে চমৎকৃত হলো রবার্ট। আনন্দিত কণ্ঠে বলল, 'ক্লিফোর্ড নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়...'

'তা-ই নাকি?'

'চার বছর আগে সেখানে গিয়েছিলাম আমি। শিকার করতে। সঙ্গে ছিল আমার ভাই। কিন্তু কপাল খারাপ—কিছুই পাইনি শিকার করার মতো। আরও দক্ষিণে যেতে হলো আমাদেরকে। পথে দেখা হলো কয়েকজন আদিবাসীর সঙ্গে। ওরা বলল, যাম্বেযির তীরে একটা পাহাড়ের ওপর একটা গ্রাম আছে। পায়ে হেঁটে আমরা দু'ভাই রওনা হলাম গ্রামটার উদ্দেশে। সঙ্গে নিলাম যার যার রাইফেল আর খাবারের ব্যাগ। গ্রামের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

'একটা ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠামাত্র দেখতে পেলাম দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ওয়্যাগন। সামনেই একটা তাঁবু। তার মানে সাদা চামড়ার লোক আছে কাছেপিঠে। তাঁবুর ভেতরে আলো জ্বলছে। একদিকের কাপড় গুটানো। কাছে গেলাম আমরা দু'ভাই। ভেতরে উঁকি দিলাম।

'দু'জন লোক বসে আছে। একজন বুড়ো। গালে ধূসর দাড়ি। আরেকজনের বয়স চল্লিশের মতো। সুন্দর চেহারা। গালে কালো দাড়ি। দেখতে ইহুদিদের মতো। ওদের সামনে একটা টেবিল। সেটার ওপর কতগুলো সোনার-পুঁতি আর সোনার চুড়ি রাখা। খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো দেখছে ওরা।

'কালো দাড়িঅলা কীভাবে যেন দেখে ফেলল আমাদেরকে। টেবিলে ভর দিয়ে রাখা ছিল ওর রাইফেল। থাবা দিয়ে সেটা তুলে নিল সে। কিন্তু আমি আগেই রাইফেল তাক করে রেখেছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুলি করার আগে গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা বেশি বুঝে রাইফেল নামিয়ে নিল লোকটা। আমরা কে, কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি সব বুঝিয়ে বললাম ওদেরকে।...ও, কালো দাড়িঅলার প্রথম নামটা খেয়াল আছে আমার—জেকব।

'মিস্টার ক্লিফোর্ড, মানে বুড়ো লোকটা বললেন, পর্তুগিজদের গুপ্তধন খুঁজছেন তাঁরা। কিন্তু ব্যামব্যাটসি গ্রামের মাকালাঙ্গারা বার বার বাধা দিচ্ছে ওদেরকে।'

'কীসের গুপ্তধন?' বুঝল না বেনিটা। 'আর মাকালাঙ্গারাই বা বাধা দিচ্ছিল কেন?'

'আজ থেকে আড়াইশো-তিনশো বছর আগে একদল পর্তুগিজ প্রচুর পরিমাণ সোনা লুকায় যাম্বেযির তীরে। এ-গুপ্তধনকেই পর্তুগিজদের গুপ্তধন বলে লোকে। এবার আসি মাকালাঙ্গাদের ব্যাপারে। এরা হচ্ছে ব্যামব্যাটসি গ্রামের আদিবাসী। ওরা বিশ্বাস করে, গুপ্তধনটা অভিশপ্ত। কেউ সেটা উদ্ধার করার চেষ্টা করলে অভিশাপটা সবার আগে ওদের ওপর পড়বে।'

'ওই সোনার-পুঁতি আর সোনার-চুড়ি কোত্থেকে পেল মিস্টার ক্লিফোর্ড আর জেকব?'

'গ্রামের বাইরে কয়েকটা কবর আছে। কাদের জানে না কেউই। মিস্টার ক্লিফোর্ড আর জেকব মিলে সেসব কবর খুঁড়ে পেয়েছিলেন ওগুলো। তবে আমার মনে হয় পর্তুগিজদের গুপ্তধনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এসবের।' থামল রবার্ট। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেনিটার দিকে। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল, 'মাকালাঙ্গাদের সর্দারের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মিস্টার ক্লিফোর্ড আর জেকবকে গুপ্তধন খুঁজতে দিচ্ছেন না কেন? জবাবে তিনি বললেন, পৃথিবীর কোনো পুরুষ এই গুপ্তধন খুঁজে পাবে না। বরং একটা মেয়ে উদ্ধার করতে পারবে সেটা। তা-ও আবার যখন-খুশি-তখন নয়। একটা নির্দিষ্ট সময় নাকি আছে। লোকটা আরও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, ব্যামব্যাটসিতে ঘুরে বেড়ায় কারও প্রেতাত্মা। পাহারা দেয় পর্তুগিজদের ওই গুপ্তধন। একমাত্র ওই মেয়েটাকেই নাকি গুপ্তধন উদ্ধার করতে দেবে প্রেতাত্মাটা।'

'প্রেতাত্মা! কার প্রেতাত্মা?'

'একটা মেয়ের। কিন্তু মেয়েটা কে সেটা জানি না। মাকালাঙ্গাদের সর্দারের সব কথা ঠিকমতো বুঝিনি আমি। তা ছাড়া ভুলেও গিয়েছি অনেক কিছু। তবে মেয়েটা নাকি শ্বেতাঙ্গিনী। ওকে নাকি দেখেছেও কেউ কেউ। সূর্য ওঠার সময়, নইলে পূর্ণিমার রাতে দেখা দেয় মেয়েটা। দাঁড়িয়ে থাকে পর্বতের চূড়ায়।' কথা শেষ করে হেসে ফেলল রবার্ট।

'হাসছেন যে?' আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল বেনিটা।

'এমনভাবে কথাগুলো বলেছিল মাকালাঙ্গাদের সর্দার, বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম আমি। একদিন ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম পাহাড়ের নীচে। মেয়েটাকে দেখার আশায়।'

'দেখতে পেয়েছিলেন?'

'নাহ্! আমার মনে হয় সবই আসলে অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাকালাঙ্গাদের গালগল্প।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করল বেনিটা, 'গুপ্তধন ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে মিস্টার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে কথা হয়নি আপনার?'

'হয়েছে।'

'তিনি কী বলেছিলেন আপনাকে?'

'তিনি একজন অসফল লোক, কিছুই পেলেন না এ-জীবনে...এসব। আরও বললেন, তাঁর স্ত্রী কন্যা থাকে ইংল্যান্ডে। কোনো এক সময় নাকি খুব খারাপ একটা কাজ করেছিলেন তিনি। তাই তাঁকে ছেড়ে ওরা চলে গেছে। কথা শুনে মিস্টার ক্লিফোর্ডকে খুব অনুতপ্ত মনে হলো। জানতে চাইলাম, এই বয়সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুপ্তধনের পেছনে লেগেছেন কেন? তিনি বললেন, উদ্ধার করতে পারলে সব সোনা বেচে টাকাটা দিয়ে দেবেন স্ত্রীকে। তাতে হয়তো কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে তাঁর ভুলের।'

মুখ নিচু করে বসে রইল বেনিটা। অস্ফুট স্বরে কিছু বলল সে, ঠিকমতো বুঝতে পারল না রবার্ট।

কিছুক্ষণের জন্য নীরব রইল ওরা দু'জন। তারপর মুখ তুলে বেনিটা বলল, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যামব্যাটসিতে যাবো আমি। খুঁজে দেখবো সত্যিই কোনো গুপ্তধন আছে কি না সেখানে।'..

'আমিও যাবো, মিস্ ক্লিফোর্ড। আপনাকে আর আপনার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু ওই জেকবকে সঙ্গে নেয়া যাবে না। লোকটা মোটেও সুবিধার না।'

'হতে পারে,' ভ্রূ কুঁচকাল বেনিটা। 'জানি না আপনি যাকে জেকব বলছেন সে-ই বাবার পার্টনার কি না...'

'পার্টনার?'

'হ্যাঁ। একবার চিঠি লিখে জানাল বাবা, তার নাকি এক পার্টনার আছে। লোকটা জার্মান।'

'জার্মান? মানে ইহুদি?'

'জানি না।...আমার কথা, গুপ্তধনের কথা অনেক হলো। এবার আপনার ব্যাপারে কিছু বলুন। আপনি কেন যাচ্ছেন আফ্রিকায়?'

ঠোঁট উল্টাল রবার্ট। 'নিজের ব্যাপারে বলার মতো তেমন কিছুই নেই আমার। আমি আসলে...কাজ-কর্মহীন একটা ভবঘুরে। খুব ভালো রাইফেল-চালানো ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই পারি না।'

'নিজেকে এত ছোট ভাবা ঠিক না,' বেনিটার কণ্ঠে সান্ত্বনার সুর।

'যা-সত্যি সেটাই বললাম। ইচ্ছে করে কি কেউ নিজেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোট করে? তবে হ্যাঁ, একটা রাইফেল তুলে দিন আমার হাতে; যতদূরের টার্গেটই হোক, গুলি লাগাবোই আমি। যদি কখনও ইংল্যান্ডের সেরা ছ'জন শুটারের একটা তালিকা করা হয়, আমার নামও থাকবে সেই তালিকায়। তবে আমার দৌড় ওই শুটিং পর্যন্তই—চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই করিনি এ-জীবনে।'

'তা হলে আপনার চলছে কী ভাবে?'

'আমার এক চাচা কিছু টাকা-পয়সা রেখে গেছে আমার জন্যে। সেসব কাজে লাগিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি কোনোরকমে।...আফ্রিকায় গিয়ে ভালো একটা ব্যবসার খোঁজ করবো। পেয়ে গেলে জমানো সব টাকা পুঁজি করে নেমে পড়বো ওই ব্যবসায়।'

'আর যদি ব্যবসার খোঁজ না-পান?'

'তা হলে আর কী? আগেই বলেছি রাইফেল খুব-ভালো চালাতে পারি, হয়তো শিকার করাকে বেছে নেবো পেশা হিসেবে। ধনীরা যাবে শিকার করতে, ওদের জন্যে ভাড়া খাটবো আমি।'

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওরা।

হঠাৎ লম্বা করে দম নিল রবার্ট। কোনো একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যেন। বলল, 'আপনার সঙ্গে আজ কথা হবার আগে, দূরে দাঁড়িয়ে চুরুট টানতে টানতে এসবই ভাবছিলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলার পর মনে হচ্ছে জীবনটাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করা দরকার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

'নতুনভাবে?' অবাক হলো বেনিটা, ভ্রূ কুঁচকে তাকাল রবার্টের দিকে।

'হ্যাঁ, নতুনভাবে। আমি...এমন এক জালে আটকা পড়েছি, যেটা থেকে মুক্তির উপায় ভেবে বের করতে পারছি না কিছুতেই। আমি আসলে মুক্তি চাইছিও না।'

'মানে!' বেনিটার বিস্ময় বাড়ছে।

'মিস্ ক্লিফোর্ড...আমি...আমি...' খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে রবার্টকে। কয়েকবার ঢোক গিলল সে, অকারণেই কাশল। জোরে খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করল গলা। তারপর হঠাৎ বলে বসল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল বেনিটা।

'শোনো...কিছু বলার আগে আমাকে অন্তত কথা শেষ করতে দাও,' রবার্টের কণ্ঠে আকুতি। বেনিটাকে চুপ করে থাকতে দেখে খানিকটা সাহস পেল সে। বলতে আরম্ভ করল, 'আমার কথা শেষ হলে আমার প্রস্তাবের জবাবে হ্যাঁ-না কিছু একটা বলার অঢেল অনেক সময় পাবে তুমি। আগে শোনো সব,' চেপে রাখা দম প্রায় নিঃশব্দে ছেড়ে উৎকণ্ঠা কিছুটা কমাল রবার্ট। 'চাচা যত টাকা আমাকে দিয়েছে, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে হয়তো এতদিনে ইংল্যান্ডেই জমিজমা কিনে সুখে দিন কাটাতে পারত। বুদ্ধিটা যে আমার মাথায় আসেনি এমন নয়—আসলে আমি কাজটা করার উৎসাহই পাইনি। কার জন্যে জায়গা-জমি কিনে ঘরবাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বানাবো? কে আছে আমার? তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসিনি জীবনে, বাসবোও না।

'তোমাকে প্রথমবার দেখার পর কী যে হলো আমার! মনে হলো এই মেয়েটার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম এতদিন। সাউদাম্পটন থেকে যখন জাহাজে চড়লাম, তুমি রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে। তোমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো আমার। গ্যাংওয়েতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। আমার পেছনে ছিল এক বুড়ি মহিলা। আমাকে জিজ্ঞেস করল বুড়ি, "আপনি কি এগোবেন, নাকি নেমে যাবেন জাহাজ থেকে?" মনে আছে তোমার, বেনিটা?'

'আছে,' নিচু কণ্ঠে উত্তর দিল মেয়েটা।

'নেমে যাবার ইচ্ছে ছিল আমার। আরও সস্তা একটা জাহাজ খুঁজছিলাম। তারপরও একটা বার্থ ভাড়া নিয়ে উঠে পড়লাম যানযিবারে। কেন জানো? কারণ তুমি আছো এই জাহাজে।...তোমাকে পাশ কাটানোর সময় হ্যাট খুলে তোমাকে সম্মান জানিয়েছিলাম। জবাবে তুমিও মাথা নুইয়েছিলে। মিষ্টি করে হেসেছিলে। মনে আছে তোমার?'

'আছে,' আগের মতোই নিচু বেনিটার কণ্ঠ।

'তোমার সেই হাসি এলোমেলো করে দিল আমাকে। যতই দিন যেতে লাগল, যতবার দেখা হলো তোমার সঙ্গে, নিজের ভেতরে একটা পরিবর্তন টের পেলাম। আমার কী যে হয়েছে, বেনিটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না,' থামল রবার্ট। সমুদ্রের স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করল, 'নিজের ব্যাপারে মোটামুটি সবই তোমাকে বলেছি। আমি এক অকর্মা, ভবঘুরে। হুইস্কেল চালানো ছাড়া যে অন্য কিছু পারে না। তবে হ্যাঁ, অনেক জায়গায় ঘুরেছি; তাই আমার ভেতরটা ফাঁকা না। আর সততা আছে আমার মধ্যে। নইলে নিজের ব্যাপারে মিথ্যে বলতাম। তুমি হয়তো ধরতেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারতে না। এখন একটা পরামর্শ দেই তোমাকে। যদি বাস্তবজ্ঞান থাকে তোমার, আমার ভালোবাস্যার প্রস্তাবকে পাশ কাটিয়ে যাও। জাহাজ থামার পর বন্দরে নেমে একে অপরের থেকে বিদায় নেবো আমরা। আর কোনোদিন দেখা হবে না এ-জীবনে। তোমার জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো হবে।'

রবার্টের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল বেনিটা। আরও কুঁচকে গেল ওর ভ্রূ-জোড়া। 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, মিস্টার সিমার?'

'না। আমি তোমাকে ভালোবাসি; আমি চাই তুমিও যদি আমাকে ভালোবাসো, আমার ব্যাপারে সব জেনে নাও আগে।'

রবার্টের কণ্ঠে ব্যাকুলতা। মুখে অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রকাশ। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওর চেহারা। ওকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখছে বেনিটা। কথা নেই মেয়েটার মুখে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে চলল রবার্ট, 'কেউ তোমাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে না, বেনিটা। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি ছিলাম প্রবৃত্তির দাস, আজ থেকে বাঁচবো শুধু তোমার জন্যে। তুমি আমাকে ভালোবাসলে, আমাকে বিয়ে করলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। পরকালে স্বর্গে যেতে না-পারলেও আফসোস থাকবে না আমার। কিন্তু আমাকে বিয়ে করলে দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছু পাবে না তুমি। কারণ আমি একজন অ্যাডভেঞ্চারার। অ্যাডভেঞ্চার মিশে আছে আমার রক্তে। অ্যাডভেঞ্চারই আমার আত্মা। আর কিছু বলার নেই আমার। এবার তোমার যা-খুশি বলতে পারো।'

ঠিক তখনই থেমে গেল সেলুনের ভিতরে হই-চই, বাজনার আওয়াজ। খুলে গেল দরজাটা। জড়াজড়ি করে ডেকে বের হয়ে এল কয়েকজোড়া নারী-পুরুষ। পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে যেতে একেক জোড়া সরে গেল ডেকের একেক অন্ধকার কোণে। একজোড়া হেঁটে এল রবার্ট আর বেনিটার দিকে। রেলিং-এ ভর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল, ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল বেনিটা। থেমে যেতে হলো ওকে। রবার্টের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। তাকিয়ে রইল আকাশের চাঁদটার দিকে।

চুপ করে আছে রবার্টও। সামনে দাঁড়ানো প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের মুণ্ডুপাত করছে সে মনে মনে। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সময়। বেনিটার জবাবটা জানা হবে না শেষ পর্যন্ত।

শামুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময় কাটছে যেন। উসখুস করছে রবার্ট। বার বার নড়ে-চড়ে বসছে চেয়ারে। বেনিটা আগের মতোই ধীর-স্থির। ওর দৃষ্টিতে উদাসীনতা, চেহারায় সিদ্ধান্তহীনতা।

দশ মিনিট কাটল।

হঠাৎ করেই থেমে গিয়েছিল সেলুনের বাজনাটা, হঠাৎ করেই শুরু হলো আবার। ধীর, অনিচ্ছুক পায়ে ডেক ছেড়ে বিদায় নিল কপোত-কপোতীরা। গিয়ে ঢুকল সেলুনে।

ডেক এখন জনশূন্য, নিঃশব্দ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেনিটার দিকে ঘাড় ঘুরাতে যাচ্ছিল রবার্ট, ব্রিজে একটা লোককে দেখে থেমে গেল। কৌতূহল বোধ করল।

একাকী দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। নিঃসঙ্গ এক ছায়ামূর্তি যেন। ইঞ্জিন-রুমের দিকে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ দৌড় দিল লোকটা। পরমুহূর্তেই খুব-জোরে বেজে উঠল ইঞ্জিন-রুমের ঘণ্টা। আওয়াজের তীব্রতায় চমকে উঠল রবার্ট আর বেনিটা।

এই ঘণ্টার মানে জানা আছে রবার্টের। থামতে বলা হচ্ছে জাহাজকে। বিস্মিত হলো রবার্ট। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ইঞ্জিন-রুমের দিকে। ওকে আবারও চমকে দিয়ে ভিন্ন সুরে বেজে উঠল ঘণ্টাটা। এবার বলা হচ্ছে: "জলদি পিছনে নাও জাহাজ!"

ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই একটা তীব্র-ঝাঁকুনি খেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যানযিবার। চেয়ার থেকে ডেকে পড়ে গেল রবার্ট আর বেনিটা দু'জনই। সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে ওরা, এমন সময় আবার ঝাঁকুনি খেল জাহাজটা। আগের চেয়েও জোরে লাগল ধাক্কাটা। ভেঙে পড়ল মাস্তুল, ছিঁড়ল দড়িদড়া। দড়ি ছেঁড়ার আওয়াজটা শোনাল পিস্তলের গুলির মতো।

জিনিসপত্র গড়াগড়ি খাচ্ছে ডেকের উপর। ইচ্ছের বিরুদ্ধে গড়াগড়ি খাচ্ছে রবার্ট আর বেনিটাও। স্কাপারের দিকে যাচ্ছে ওরা। হাত বাড়িয়ে যা-পায় ধরার চেষ্টা করছে রবার্ট। কিন্তু কিছুই ঠেকছে না ওর হাতে। হঠাৎ সফল হলো সে। ধরতে পারল একটা ভারী বস্তা। পরমুহূর্তেই জড়িয়ে ধরল সেটাকে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, এমন সময় গড়িয়ে এসে ওর সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেল বেনিটা। বসে পড়তে বাধ্য হলো রবার্ট। তাকাল মেয়েটার দিকে।

কোনো কিছুর সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ফেটে গেছে বেনিটার মাথা। কপাল আর গাল বেয়ে রক্ত নামছে। ওর চোখজোড়া বন্ধ। একটুও নড়ছে না সে। ধক করে উঠল রবার্টের হৃৎপিণ্ড। খারাপ কিছু হয়নি তো বেনিটার? মেয়েটার বুকে হাত রাখল সে। চলছে হৃৎপিণ্ড—বেঁচে আছে বেনিটা।

সেলুনটা নিস্তব্ধ। থেমে গেছে বাজনা, হাসি-আনন্দ। হঠাৎ এক ঝটকায় খুলে গেল দরজাটা। 'জাহাজ ডুবে গেল', 'জাহাজ ডুবে গেল' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বাইরে বেরিয়ে এল লোকজন। পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল ডেকের উপর।

সেলুনের নাচানাচিতে যোগ দিয়েছিলেন এক যাজকও। ডেকে এসে দেরি না-করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি। হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

যানযিবারের সেকেন্ড অফিসারকেও দেখা যাচ্ছে ডেকের উপর। উন্মত্ত লোকজনকে শ্যামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। একটু পর হাজির হলেন ক্যাপ্টেন। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। আপনারা শান্ত হোন। তীর থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে আছি আমরা। আধঘণ্টার মধ্যে বন্দরে পৌঁছে যাবো।'

'কিন্তু হয়েছেটা কী?' জিজ্ঞেস করল কোনো এক যাত্রী।

'অমন ধাক্কা লাগল কেন?' আরেকজনের প্রশ্ন।

'ডুবোপাথরে ঘষা খেয়েছে জাহাজের তলা,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'আপনারা আতঙ্কিত হবেন না...' ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরালেন তিনি। তাকালেন ইঞ্জিন-রুমের দিকে।

হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেছে ডেকের উপর। খুব ধীরে চলতে আরম্ভ করেছে জাহাজটা। খুশি হওয়ার বদলে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বেশিরভাগ যাত্রী। ওদেরকে সামাল দিতে নাবিকদের মাথা প্রায়-খারাপ হয়ে গেছে।

হঠাৎ শোনা গেল ঘটাং-ঘটাং শব্দ। তার মানে পাম্প যোগাড় হয়ে গেছে, চালুও হয়ে গেছে সেটা। পানি সেঁচে সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে। নৌকা দখলের প্রতিযোগিতাও চলছে। নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে ব্যস্ত কিছুসংখ্যক যাত্রী।

অজ্ঞান বেনিটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রবার্ট। মেয়েটার রক্তে ভিজে গেল ওর শার্টের কাঁধ। বেনিটা কোন্ কেবিন ভাড়া নিয়েছে জানে সে। দেরি না-করে দৌড় দিল কেবিনটার উদ্দেশে। ছুটতে ছুটতে ধাক্কা খেল কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে। পরোয়া করল না। জানে সময় বেশি নেই হাতে।

কেবিনে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না সে। বেনিটার কেবিন-মেট পালিয়েছে। নীচের বাঙ্কে বেনিটাকে শুইয়ে দিল রবার্ট। একটা লণ্ঠন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছে মাথার উপর। পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে সেটাকে জ্বালল সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল এদিক-ওদিক। লাইফবেল্টগুলো খুঁজে বের করতে হবে সবার আগে।

দুটো লাইফবেল্ট পেতে বেশি দেরি হলো না ওর। একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরাল বেনিটাকে। এরপর যোগাড় করল একটা স্পঞ্জ আর এক বোল পানি। সাবধানে পরিষ্কার করল বেনিটার মাথার ক্ষতটা। এখন আর রক্ত ঝরছে না। ক্ষতটাও তেমন গভীর নয়।

ডুবোপাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভীষণ কেঁপে উঠেছিল জাহাজ। তাতে মেঝের উপর ছিটকে পড়েছে বেনিটার কেবিনের অনেক কিছুই। এসবের মধ্যে মেয়েটার কাপড়-চোপড়ও আছে। একটা ব্লাউয নিয়ে এল রবার্ট। সেটা ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল বেনিটার মাথায়। কাজ শেষ করে তাকাল মেয়েটার দিকে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারাটা লণ্ঠনের আলোতে আরও করুণ দেখাচ্ছে। মায়া লাগল রবার্টের।

কী করা যায় ভাবছিল সে, চোখে পড়ল বেনিটার রাইটিং-কেস। এগিয়ে গিয়ে কেসটা খুলল রবার্ট। এক তা কাগজ আর একটা পেন্সিল বের করল। বেনিটাকে একবার দেখে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল:

"তোমার জবাব পাইনি। আমার কপালটাই খারাপ। কেন যেন আমার মন বলছে, আর কোনোদিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।

তুমি আমাকে ভালোবাসো বা না-বাসো, আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবাসবো।

যেখানেই থাকো, যাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নাও, সুখী থাকো। ঈশ্বরের কাছে এটাই আমার প্রার্থনা।

–এস. আর. এস."

লেখা শেষ করে চিঠিটা ভাঁজ করল রবার্ট। হাত বাড়িয়ে খুলল বেনিটার ব্লাউযের একটা বোতাম। চিঠিটা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। তারপর আটকে দিল বোতামটা। বেঁচে থাকলে চিঠিটা পাবেই মেয়েটা।

ডেকে বেরিয়ে এল রবার্ট। কী হচ্ছে দেখল। এখনও চলছে যানযিবার, কিন্তু ব্যাপারটা এগোতে পারেনি। কাত হয়ে গেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টারবোর্ড। একজন নাবিক চেঁচিয়ে জানাল ওটা আর ঠিক করা যাবে না। পোর্টের কাছে জড়ো হয়েছে বেশিরভাগ যাত্রী। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে হতাশ-দৃষ্টিতে দেখছেন তাঁর প্রিয় জাহাজটার দুর্দশা। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রবার্ট।

'মাফ করবেন,' কাছে গিয়ে বলল সে, 'যানযিবারের অবস্থা সুবিধার না মোটেও। তারপরও কেন চালাচ্ছেন জাহাজটা? ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়াই কি উচিত নয়? সমুদ্র শান্ত আছে। এখুনি নৌকা নিয়ে নেমে পড়া উচিত আমাদের।'

উদাস-দৃষ্টিতে রবার্টের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'সব যাত্রী আঁটবে না নৌকায়। আর যানযিবারের কথা যদি বলেন, যেভাবেই হোক জাহাজটাকে বন্দরে নিয়ে যেতে চাই আমি।'

'পারবেন না,' বলে ডেকের রেলিং-এর দিকে ইঙ্গিত করল রবার্ট। সমুদ্রের পানি প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে রেলিং।

আর কিছু বললেন না ক্যাপ্টেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত পায়ে হেঁটে গেলেন ব্রিজের দিকে। একটু পরই শোনা গেল তাঁর উঁচু-কণ্ঠ। কাউকে আদেশ দিচ্ছেন দ্রুতগতিতে।

মিনিটখানেক পর থেমে গেল জাহাজটা। কপিকলের সাহায্যে সমুদ্রে নৌকা নামানো হচ্ছে এখন। বেনিটার কেবিনে ফিরে এল রবার্ট। এখনও জ্ঞান ফেরেনি মেয়েটার। এদিক-ওদিক খুঁজে একটা ক্লোক পেয়ে গেল রবার্ট। সেটা পরাল বেনিটাকে। তারপর একটা কম্বল যোগাড় করে সেটা দিয়ে মোড়াল মেয়েটার জ্ঞানহীন দেহ। এরপর নিজে পরল দ্বিতীয় লাইফবেল্টটা।

বেনিটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সে। বেশিরভাগ যাত্রী স্টারবোর্ডের দিকে গেছে, তাই পোর্ট কোয়ারের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

সহজ হলো না কাজটা। একদিকে কাত হয়ে আছে যানযিবার। তাই পোর্টের দিকে খাড়া হয়ে গেছে পিচ্ছিল-ডেক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রবার্টের পা পিছলে গেল বেশ কয়েকবার। কিন্তু পরোয়া করল না সে। উঠেই চলল। একসময় ঠিকই হাজির হলো পোর্ট-কাটারে।

এখান থেকেও একটা নৌকা নামানো হচ্ছে। ভিড় কিছুটা কম এখানে। বেশিরভাগ যাত্রী মনে করেছে এত উঁচু থেকে নিরাপদে নামানো যাবে না নৌকা। তাই ওরা জড়ো হয়েছে স্টারবোর্ডে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে আগে বাড়ল রবার্ট।

নাবিকদের কাজ তদারক করছে এক অফিসার। নাম থমসন। বাজখাঁই কণ্ঠে বলে উঠল লোকটা, 'মহিলা আর বাচ্চারা আগে উঠবে।'

সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল কয়েকজন। নৌকায় উঠতে আরম্ভ করল একে একে। রবার্ট বুঝল, যাত্রীর সংখ্যা কম হলেও নৌকাটা ভরতে সময় লাগবে না। বেনিটাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়া যাবে না, জাহাজডুবিতে মরতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে অমানবিক আচরণ করতে হলো ওকে। ঠেলা-গুঁতো দিয়ে সামনে এগোল সে। প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলল কেউ কেউ, কিন্তু রবার্টের লম্বা-চওড়া শরীরটা দেখে কিছু বলার সাহস পেল না।

অফিসারের সামনে গিয়ে থামল রবার্ট। বলল, 'আমার সঙ্গে একজন অজ্ঞান মহিলা আছে। সুতরাং অন্য মহিলাদের সঙ্গে আমাকেও নৌকায় চড়ার সুযোগ দিন।'

হ্যাঁ-না কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল অফিসার। কিন্তু তাঁকে সুযোগটা দিল না রবার্ট। এক হাতে বেনিটাকে জড়িয়ে ধরল সে। অন্য হাতে আঁকড়ে ধরল একটা দড়ি। এই দড়ি বেয়েই নৌকায় নামছে মহিলারা।

রবার্টকে দড়ি বেয়ে নামতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন পুরুষ। পাত্তা দিল না রবার্ট। সাবধানে দড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে। নৌকায় পা দিয়ে চেপে রাখা শ্বাসটা ছাড়ল শব্দ করে। তারপর আলতো করে বেনিটাকে শুইয়ে দিল নৌকায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নৌকাটা পুরোপুরি ভরে না-যাওয়া পর্যন্ত একে একে লোক উঠতেই লাগল। সুযোগ পেয়ে উঠে গেল কয়েকজন পুরুষও। শেষ পর্যন্ত অফিসারকে আবার চেঁচাতে হলো, 'নৌকা ছাড়ো; আর জায়গা নেই। কাউকে নেয়া যাবে না। আর একজন উঠলেই উল্টে যাবে নৌকা।'

সুতরাং কেটে দেওয়া হলো নৌকার দড়ি। বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত ছিল কয়েকজন, দড়ি কাটামাত্র বাইতে আরম্ভ করল ওরা। যানযিবার থেকে এক নিমেষে বারো ফুট দূরে চলে এল নৌকাটা।

এমন সময় স্টারবোর্ড থেকে পোর্ট-কাটারের দিকে দৌড়ে এল অনেক যাত্রী। স্টারবোর্ড থেকে নামানো নৌকায় চড়তে পারেনি এরা। এদের কেউ কেউ ঝুলে পড়ল কাটা-দড়ি বেয়ে। মরিয়া হয়ে অনেকে লাফিয়ে পড়ল সরাসরি। দড়ি ধরে ঝুলন্ত লোকগুলোর সঙ্গে বাড়ি খেল সজোরে। ঝুলন্ত আর উড়ন্ত—দু'দলই ছিটকে গিয়ে পড়ল সমুদ্রে। পানির উপর মাথা তুলল না কেউই। দুয়েকজন উড়ে এসে পড়ল রবার্টদের নৌকার গলুই-এর উপর। খুলি ফাটার ভোঁতা-শব্দ শোনা গেল প্রথমে। তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল নৌকার প্রান্ত আঁকড়ে থাকা হাতগুলো। সবশেষে ঝপাৎ করে আওয়াজ তুলে পানিতে তলিয়ে গেল লোকগুলো।

স্টারবোর্ডের যাত্রীরা যুদ্ধ করছে যেন। একটা নৌকা নামছে নীচে। ধারণক্ষমতার কয়েকগুণ বেশি যাত্রী চড়ে বসেছে সেটায়। প্রতি মুহূর্তে দড়ি বেয়ে নামছে আরও লোক। পানিতে নামামাত্র টলমল করে উঠল নৌকাটা; কিন্তু দেখেও দেখল না হতভাগ্য যাত্রীরা। দড়ি বেয়ে নেমে এল আরও কয়েকজন। এত লোককে নিতে পারল না নৌকাটা, উল্টে গেল শেষ পর্যন্ত। আরোহীরা ছিটকে পড়ল সমুদ্রে। নৌকায় চড়ার আশায় দড়ি বেয়ে তখনও নামছিল কেউ কেউ। নৌকাটা উল্টে যাওয়ায় কী করবে বুঝতে না-পেরে ঝুলেই রইল বেচারারা।

ডুবোপাথরে বাধা জাগামাত্র জাহাজের সাইরেন চালু করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেওয়া হয়েছিল। সেটা এখনও বাজছে একটানা। শুনে মনে হচ্ছে তারস্বরে কাঁদছে মা-হারা কোনো শিশু। অন্য কোনো জাহাজ দেখতে পেয়ে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে—এ-আশায় বিশেষ পিস্তলের সাহায্যে দুয়েকজন নাবিক রকেট ছুঁড়ছে আকাশে, একের পর এক। অদ্ভুত শব্দ তুলে রকেটগুলো সোজা উঠে যাচ্ছে আকাশে। তারপর বিস্ফোরিত হয়ে ফুলঝুরির মতো ছড়িয়ে পড়ছে নীচে।

ধীরে ধীরে উল্টে যাচ্ছে যানযিবার। সেটার ভিতরে জমে থাকা বাতাস আর বাষ্প ডেক ফুটো করে বের হয়ে এল হঠাৎ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠল নৌকার আরোহীরা। ভাঙা কাঠের টুকরোগুলো ছিটকে উঠল শূন্যে।

এতদূর থেকেও ক্যাপ্টেনকে চিনতে পারা গেল। রেলিং আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে ঝুলে আছেন তিনি। প্রিয় জাহাজটার সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহমরণে যাচ্ছেন।

চাঁদের আলোয় যানযিবারের মরণ-দৃশ্যটা আরও করুণ দেখাল।

পানির উপর মুমূর্ষু তিমির মতো কয়েকবার গড়াগড়ি খেল জাহাজটা। তারপর উল্টে গেল হঠাৎ। চকচক করে উঠল সেটার তলা। ডুবো পাথরের কামড়ে সৃষ্ট বিরাট ফাটলটা দেখা গেল স্পষ্টভাবে। বুদ্‌বুদ্ ওঠার জোরালো আওয়াজ পাওয়া গেল বেশ কয়েকবার। ধীরে ধীরে পানির নীচে তলিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা।

ধোঁয়ার একটা সরু রেখা ছাড়া যানযিবারের আর কোনো চিহ্ন রইল না একসময়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

'যে যেখানে আছেন, চুপ করে বসে থাকেন,' কড়া গলায় আদেশ দিল অফিসার। 'নড়বেন না একদম। জাহাজটা ডুবে যাওয়ায় ঘূর্ণি উঠেছে পানিতে। ঘূর্ণিটা আমাদের দিকেই আসছে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই এসে গেল ঘূর্ণিটা। যাত্রীদের মনে হলো, ওদেরকে টেনে পানির নীচে নিয়ে যেতে চাইছে কেউ বা কিছু একটা। আঁকড়ে ধরার মতো কিছু না-পেয়ে একে-অপরকে খামচে ধরল ওরা। নৌকার কিনার থেকে উছলে উঠল পানি। সমুদ্রের পানিতে দেখা দিল হাজারখানেক বুদ্‌বুদ্। ভয়ঙ্কর একটা ঝাঁকুনি লাগল নৌকায়। চিৎকার করে উঠল মহিলারা।

বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলো কাটল দ্রুত। তারপর আবার আগের মতোই শান্ত হয়ে গেল সমুদ্র। বেঁচে গেল যাত্রীরা।

আবার কথা বলে উঠল অফিসার, 'সবাই শুনুন। সকাল না-হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে থাকতে চাই আমি। ভাগ্য ভালো থাকলে কোনো জাহাজ তুলেও নিতে পারে আমাদেরকে। এ-অঞ্চলে তীরের কাছে বড়-বড় ঢেউ ওঠে রাতে। কাজেই এখন তীর বরাবর নৌকা চালালে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা।'

কেউ কিছু বলল না। অফিসার নির্দেশ দিয়ে চলল, আর সে-অনুযায়ী বৈঠা বাইতে লাগল আগের লোকগুলো।

কিন্তু বারো গজ যেতে-না-যেতেই দেখা গেল কালোমতো কিছু একটা ভাসছে সাগরে। ভালোমতো তাকাতে বোঝা গেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিনিসটা যানযিবারের একটা তক্তা। স্রোতের ধাক্কায় তক্তাটা নৌকার আরও কাছে চলে এল।

তক্তাটা একহাতে আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে ভেসে আছে এক মহিলা। আরেকহাতে বুকের সঙ্গে লেপ্টে রেখেছে কিছু একটা। নৌকাটা দেখামাত্রই চিৎকার করতে আরম্ভ করল মহিলা, 'বাঁচাও! বাঁচাও আমাদেরকে! ঈশ্বরের দোহাই আমাদেরকে ফেলে চলে যেয়ো না!'

কী করা যায় বুঝে উঠতে পারছে না নৌকার আরোহীদের কেউ।

আবার চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, 'আমাকে না-হোক, অন্তত আমার এই বাচ্চাটাকে তুলে নাও!'

মহিলা আরেকহাতে ওর বাচ্চাটাকে আঁকড়ে রেখেছে—এতক্ষণে বুঝতে পারল নৌকার আরোহীরা। কিন্তু তারপরও সাড়া দিল না কেউ।

মহিলার আর্তি শুনে উসখুস করছিল রবার্ট। এবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। তক্তাটা খুব কাছে এসে গেছে, তাই সে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরল মহিলাকে। তখনই গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল অফিসার, 'নৌকায় চুল পরিমাণ জায়গা নেই। মানুষ তো দূরের কথা, একটা পালক তুললেও উল্টে যাবে আমাদের নৌকা।'

এবার চেঁচিয়ে উঠল একজন পুরুষ, 'ছাড়ুন! ছেড়ে দিন ওই মহিলাকে!'

'যা-আছে ওর কপালে ঘটতে দিন,' তাল মেলাল আরেক লোক। 'খামোখা ভালোমানুষি দেখাবেন না।'

'যিশুর দোহাই!' নৌকার বেশিরভাগ যাত্রীর মনোভাব বুঝে নিয়ে আবার চেঁচাল মহিলা। 'আমাদেরকে ফেলে চলে যেয়ো না তোমরা!'

সামনে বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিয়েছিল রবার্ট, মহিলার করুণ আহ্বান শুনে বাড়িয়ে দিল আবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওকে নৌকায় তুলেছিস তো তোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো আমরা,' বলতে বলতে ছুরি বের করল প্রথম লোকটা। কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরল মাথার উপর।

পরিস্থিতি সামাল দিল অফিসার। কড়া গলায় বলল, 'ভদ্রমহিলাকে নৌকায় তুলতে হলে কাউকে নেমে যেতে হবে সমুদ্রে। আমিই নামতাম, কিন্তু নৌকাটা নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে তীরের দিকে। আমার বদলে কেউ কি নামবেন?'

নৌকায় সব মিলিয়ে সাতজন পুরুষ আছে। কেউ কোনো কথা বলল না। এমনকী রবার্টও সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করছে।

'বুঝে গেছি,' জানালেন অফিসার। 'মিস্টার রবার্ট, ছেড়ে দিন ভদ্রমহিলাকে। ওকে উদ্ধার করতে চাইছে না কেউ।'

এক মুহূর্ত ভাবল রবার্ট। নিজের জীবনকে নতুনভাবে গড়তে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছে সে। তক্তা ধরে ভেসে থাকা মহিলা যদি এক ঘণ্টা আগেও বলত—"আমাকে উদ্ধার করুন", হাসিমুখে নৌকা থেকে নেমে যেত সে। কিন্তু এখন? বেনিটা বসে আছে ওর বুকে মাথা রেখে—অজ্ঞান, শিশুর মতো অসহায়। ওর প্রেমের-প্রস্তাবের জবাব এখনও দেয়নি মেয়েটা। উত্তরটা না হতে পারে, কিন্তু যদি হ্যাঁ হয়?

বেনিটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ভাসমান মহিলার দিকে তাকাল রবার্ট। মহিলার বাঁচা-মরার উপর নির্ভর করছে আরও একটা জীবন—একটা নিষ্পাপ শিশুর জীবন। হয়তো এই সুযোগ, ভাবল রবার্ট, নিজের অকর্মা জীবনটা বিসর্জন দিয়ে আরও দুটো মানুষকে বাঁচার সুযোগ করে দিলে অন্তত একটা ভালো কাজ করা হবে জীবনে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। তাকাল অফিসারের দিকে। 'অফিসার, আমি নেমে গেলে আপনি ওই ভদ্রমহিলা আর ওঁর বাচ্চাকে তুলে নেবেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'প্রতিজ্ঞা করছেন?'

'ঈশ্বরের নামে শপথ করলাম।'

'খুব ভালো কথা। আমি যাচ্ছি।' বেনিটার দিকে ইঙ্গিত করল রবার্ট। 'এই মেয়েটাকে বলবেন কীভাবে মারা গেছি আমি।'

'বলবো,' আশ্বাস দিলেন অফিসার।

বেনিটার কপালে একটা চুমু খেল রবার্ট। তারপর আরেক মহিলার কোলে শুইয়ে দিল মেয়েটাকে। নেমে পড়ল পানিতে। 'এবার,' চেঁচিয়ে বলল সে, 'ভদ্রমহিলাকে তুলে নিন।'

'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন,' ভাসমান মহিলার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন অফিসার। 'খুব সাহসী লোক আপনি। সারাজীবন মনে রাখবো আপনার কথা।'

তুলে নেওয়া হলো ভদ্রমহিলা আর ওর বাচ্চাকে। ভাসমান তক্তাটা আঁকড়ে ধরল রবার্ট। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অফিসার, এখান থেকে তীর কত দূরে?'

'তিন মাইল। বিদায়, মিস্টার রবার্ট।'

'বিদায়,' স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল রবার্ট। যা-করেছে সেটার জন্য মোটেও খারাপ লাগছে না ওর।

চলে গেল নৌকাটা।

তক্তা ধরে ভাসছে রবার্ট। তাকিয়ে আছে নৌকাটার দিকে। রাতের আঁধার একসময় গিলে খেল নৌকাটাকে। মানুষ বলে আর কেউ রইল না রবার্টের কাছেপিঠে।

এদিক-ওদিক তাকাল সে। কান পেতে শুনল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কোনো-এক অসহায় মানুষের চিৎকার। লোকটা যানযিবারের যাত্রী, বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। আরও বোঝা যাচ্ছে লোকটা বেঁচে আছে এখনও। সাহায্যের আশায় চিৎকার করে চলেছে একটানা।

একশো গজ দূরে কালোমতো কী যেন দেখা গেল হঠাৎ। নৌকা, ভাবল রবার্ট। সেটার উদ্দেশে রওয়ানা হতে গিয়েও থেমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল সে। জিনিসটা সত্যিই নৌকা হলে যাত্রীতে বোঝাই, সুতরাং কাছে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। তা ছাড়া যে-গতিতে এগিয়ে চলেছে জিনিসটা, সাঁতার কেটে ধরা যাবে না।

করার মতো একটাই কাজ আছে এখন—তীরের উদ্দেশে সাঁতার কাটা। রবার্ট খুব ভালো সাঁতারু। তা ছাড়া সমুদ্র শান্ত, পানি নাতিশীতোষ্ণ। লাইফবেল্ট আছে গায়ে। হাঙর ছাড়া আর কোনো বিপদেরও আশঙ্কা নেই।

থেমে গেছে চিৎকারটা। এখন কানে আসছে মৃদু "বুম-বুম" আওয়াজ—তীরসংলগ্ন চঞ্চল আর উঁচু ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে বেলায় একের পর এক।

বুকের নীচে আরও শক্ত করে তক্তাটা আঁকড়ে ধরল রবার্ট। পা দুটো নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চলল সামনে। এভাবে এগোল দেড় মাইলের মতো। সাঁতার কাটলে এই সময়ে আরও দূরে যাওয়া যেত, কিন্তু শক্তি যতটুকু সম্ভব ধরে রাখতে চাইছে সে।

উপরে তারাভরা আকাশ। বুকের নীচে তক্তা, তার নীচে শান্ত সমুদ্র। এগিয়ে চলেছে রবার্ট সিমার। পাথরের উপর স্রোতের আছড়ে পড়ার শব্দটা আরও স্পষ্ট এখন। হঠাৎ ধক করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড, দম আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এল যেন। ক্লান্তিতে বা দুশ্চিন্তায় নয়, আতঙ্কে।

পানিতে একটা কালো-ছায়া। চঞ্চল অবয়বই বলে দিচ্ছে জিনিসটা জড় নয়, জীব—একটা হাঙর। পানির উপরে উঁকি দিয়ে আছে মাছটার পৃষ্ঠপাখনা।

পা নাড়ানো বন্ধ করে দিল রবার্ট। ভেসে রইল মড়ার মতো—বুকের নীচের তক্তাটার সঙ্গে এখন কোনো পার্থক্য নেই ওর।

ওকে ঘিরে কয়েকবার চক্কর দিল হাঙরটা। তারপর কী মনে হতে দূরে চলে গেল। খানিক বাদেই ফিরে এল। একটু পর আবার চলে গেল। আর ফিরল না। চেপে রাখা দম শব্দ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাড়ল রবার্ট। পা নাড়াতে আরম্ভ করল সে।

বেশ কিছুক্ষণ পর তীরের কাছাকাছি হলো সে। দূরত্বটা এখন বড়জোর আধ মাইল। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে তুলে নিল ওকে। পরমুহূর্তেই পানির ফুট দশেক নীচে ঢুকে গেল রবার্ট। ওকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে আরম্ভ করল ঢেউ। হাবুডুবু খেতে-খেতে দেখল রবার্ট, মাথায় সাদা-ফেনা নিয়ে নাচছে ঢেউগুলো। দূরে পাথুরে সৈকত। কয়েকটা বেঁটে টিলা প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে তীরে। সেগুলোর জায়গায় জায়গায় ফাটল।

ভানে, বেশ কিছুটা দূরে ততটা মাতাল নয় ঢেউ। তাই সেখানে ফেনা কম। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদও বটে। এক হাতে তক্তাটা আঁকড়ে ধরে আরেক হাতে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল রবার্ট। আড়াআড়িভাবে ক্রমেই ডানদিকে সরে যাচ্ছে সে।

কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ ফাঁকি দেওয়া গেল না ঢেউকে। প্রচণ্ড একটা স্রোত আবার তুলে নিল ওকে। শুরু হলো হিংস্র ঢেউ-এর বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই। এ-অসমযুদ্ধে একতরফা আঘাত করল ঢেউ। বেশিক্ষণ ঠেকাতে পারল না রবার্ট। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না ওর। লাইফবেল্ট না-থাকলে এতক্ষণে ডুবে মরত সে।

স্রোতের ছোবলে জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে তক্তাটা। আরেকটু পর সেটা হাত থেকে ছুটে যাবে বুঝতে পেরে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রবার্ট। হিতে বিপরীত হলো। ভাঙা কোনার খোঁচায় কেটে গেল হাতের চামড়া। নোনা পানি ঢুকতে লাগল ক্ষতস্থানে—হাতে আগুন ধরে গেল যেন।

স্রোতের ধাক্কায় পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সময় দম বন্ধ করে ফেলছে রবার্ট। পানির উপর ভেসে ওঠামাত্র বুক ভরে বাতাস টেনে নিচ্ছে যতটা সম্ভব। সুযোগ পেলেই সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে তীরের দিকে। কিন্তু একটু পরই স্রোতের ধাক্কায় সরে আসতে হচ্ছে আগের জায়গায়। ফলে এগোনো যাচ্ছে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিকমতো। আধ মাইল দূরত্বটা কমতেও সময় লাগছে প্রচুর।

তীরের কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় ঘটল সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটা।

উঁচু একটা স্রোত ছোঁ মেরে ওকে তুলে নিল পনেরো ফুট উপরে। তারপর আছড়ে ফেলল একটা ডুবোপাথরের উপর। ডান উরু আর হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা পেল রবার্ট। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু আওয়াজটা ঢাকা পড়ে গেল স্রোতের হিংস্র গর্জনের নীচে। দু'পা ঠিকমতো নাড়তে না-পারায় তলিয়ে যাচ্ছে রবার্ট। এমন সময় বেনিটার চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। কোত্থেকে শক্তি পেল জানে না সে নিজেও—আবার সাঁতার কাটতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চলল তীরের দিকে।

পনেরো মিনিট পর তীরে পৌঁছাল সে।

হামাগুড়ি দেওয়ার মতো শক্তিও নেই দেহে। দু'কনুই-এ ভর দিয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল রবার্ট। ঢেউ ওকে টেনে আরেকবার পানিতে নিতে পারলে ডুবে মরতে হবে।

অন্ধের মতো এগোতে গিয়ে একটা মরা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়িটা আঁকড়ে ধরল রবার্ট। ধরেই রইল। যেন বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এই গুঁড়ি আঁকড়ে থাকার উপর।

বাতাসের অভাবে ফেটে যেতে চাইছে ওর ফুসফুস। দপ্‌দপ্ করছে মাথার ভিতর। মুখ হাঁ করে দম নিতে লাগল রবার্ট।

খুব ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল ওর চোখ-জোড়া, ওর অজান্তেই। একটু পর নিস্তেজ হয়ে গেল সে। আলগা হয়ে গেল মুঠি। মাথাটা ঢলে পড়ল বালির উপর।

নিস্তেজ পড়ে রইল রবার্ট সিমার। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই দেহে।

নৌকার যাত্রীদের মধ্যে একজনের নাম ব্যাটেন। লোকটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাসলের ডাক্তার আর নার্সরা মিলে শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন ওর।

চোখ পিটপিট করে এদিক-ওদিক তাকাল সে। ভাবল এখনও যানযিবারেই আছে। কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পারল। প্রথমে উত্তেজিত, পরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। অবস্থা বুঝে ওকে ঘুমের ওষুধ দিলেন ডাক্তার। আবার চোখ বন্ধ করল মেয়েটা। পরদিন সকাল পর্যন্ত ঘুমাল একটানা।

ঘুম ভাঙলে টের পেল বেনিটা, মাথা-ব্যথা করছে ওর। কপালে হাত দিল সে। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে কেউ। সামনে বসে আছে এক স্টুয়ার্ডেস। মহিলার হাতে চায়ের কাপ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

'আমি কোথায়?' দুর্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করল বেনিটা। 'স্বপ্ন দেখছি না তো?'

চায়ের কাপটা বেনিটার দিকে বাড়িয়ে দিল স্টুয়ার্ডেস। 'খেয়ে নিন চা-টুকু। তারপর সব বলছি আপনাকে।'

চা খেয়ে কাপটা ফিরিয়ে দিল বেনিটা।

বলতে আরম্ভ করল স্টুয়ার্ডেস, 'আপনাদের জাহাজ, কী যেন নাম...যানযিবার, ডুবে গেছে। মারা গেছে অনেকে। ভাগ্য ভালো থাকায় বেঁচে গেছেন আপনি। একটা নৌকা উদ্ধার করেছি আমরা। তাতে আপনিও ছিলেন।' বেনিটার পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করল স্টুয়ার্ডেস। 'দেখুন, একটুও ভেজেনি আপনার কাপড়।'

'আমাকে নৌকায় তুলল কে?'

'নাম জানি না ভদ্রলোকের। তিনিই হয়তো আপনাকে লাইফবেল্ট পরিয়েছেন, কম্বল জড়িয়েছেন আপনার শরীরে।'

কেবিনের ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেনিটা। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল ওর। রবার্ট সিমারের সঙ্গে ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল সে, কথা বলছিল। হঠাৎ একটা তীব্র ঝাঁকুনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সব।

চেষ্টা করেও আর কিছু মনে করতে পারল না বেনিটা। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার সিমারের কী অবস্থা? বেঁচে আছেন তিনি?'

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল স্টুয়ার্ডেস। ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'আমরা যাদেরকে উদ্ধার করেছি, তাদের মধ্যে ওই নামে কেউ নেই।'

ঘরে ঢুকলেন ক্যাসলের ডাক্তার। ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল বেনিটা। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করল, 'রবার্ট সিমার কেমন আছেন, ডাক্তার সাহেব?'

উত্তর দিলেন না ডাক্তার। থমসনের কাছ থেকে রবার্টের ব্যাপারে সব শুনেছেন তিনি। রবার্ট বেঁচে নেই শুনলে বেনিটার মনের অবস্থা কী হবে ভেবে নিয়ে নীরব রইলেন তাই।

'খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি, ডাক্তার সাহেব? কিছু বলছেন না কেন আপনি?' কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল বেনিটা।

'না, না, উঠবেন না আপনি। খারাপ কিছু ঘটেনি। আমার মনে হয় অন্য কোনো নৌকায় করে তীরে পৌঁছে গেছেন মিস্টার সিমার।'

কিন্তু সত্য গোপন রইল না। তৃতীয় দিন সকালে অফিসার থমসন এল বেনিটার কেবিনে। তাঁকে দেখামাত্রই রবার্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল বেনিটা। উত্তরে সব খুলে বলল থমসন। সবশেষে বলল, 'মিস্ ক্লিফোর্ড, বাড়িয়ে বলবো না, মিস্টার সিমারের চেয়ে সাহসী কাউকে দেখিনি এ-জীবনে। জাহাজে থাকতে দুয়েকবার কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তাঁকে অহঙ্কারী বলে মনে হয়েছিল আমার। এখন বুঝতে পারছি ভুল করেছিলাম। তাঁর মতো উদার, অমায়িক লোক আর হয় না।'

'হ্যাঁ,' নিচু কণ্ঠে বলল বেনিটা। 'রবার্টের মতো উদার লোক সত্যিই হয় না। আমার বিশ্বাস বেঁচে আছে সে। যেখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেভাবেই থাকুক না কেন, ভালো আছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' কথাটা বললেও মনে মনে দুঃখের হাসি হাসল থমসন। রবার্ট সিমার সমুদ্রে ডুবে মরেছে—এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার।

'আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি, মিস্টার থমসন।'

'বলুন।'

'দুর্ঘটনাটা ঘটার কয়েক মুহূর্ত আগে মিস্টার সিমার আমাকে...বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। উত্তর দেবো আমি, ঠিক তখনই ডুবোপাথরে ধাক্কা খেল য়ানযিবার। আমি তাঁকে কী জবাব দিতাম জানেন?'

কিছু না-বলে অপেক্ষা করে রইল থমসন।

'বলতাম, আমিও তোমাকে ভালোবাসি রবার্ট। তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি। আজ, কিংবা আগামীকাল, কিংবা আজ থেকে একশো বছর পর—যখনই দেখা হোক না কেন রবার্টের সঙ্গে কথাটা ওকে বলবো আমি। আর যদি দেখা না-হয়, যদি আমার বদলে ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, তা হলে আমার তরফ থেকে কথাটা ওকে জানিয়ে দেবেন দয়া করে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল থমসন। বেনিটাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে ইচ্ছে করছে না তার। ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ পকেট থেকে বের করল সে। এগিয়ে দিল বেনিটার দিকে। বলল, 'আপনার জামার ভেতরে এটা খুঁজে পেয়েছে স্টুয়ার্ডেস। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন বলে আমাকে দিয়েছে। এটা দিতেই এসেছিলাম আমি।'

থমসন জানে কী লেখা আছে কাগজের ওই টুকরোটাতে। পড়লে বেনিটার কী অবস্থা হবে অনুমান করে নিয়ে আর দেরি করল না সে। বেরিয়ে গেল কেবিন ছেড়ে।

কাগজের ভাঁজ খুলল বেনিটা। এক নিঃশ্বাসে পড়ল রবার্টের চিঠিটা। তারপর অপলক তাকিয়ে রইল চিঠিটার দিকে। কাগজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টুকরো নয়, রবার্টের ছবি হাতে ধরে আছে যেন। হুঁশ ফিরতে আবার পড়ল চিঠিটা। কেঁদে ফেলল হঠাৎ। চুমু খেল চিঠিটাতে। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'শুধু একটা বার এসে দাঁড়াও আমার সামনে, রবার্ট। তোমার উত্তর পেয়ে যাবে।'

সেদিন বিকালে যানযিবারের উদ্ধারকৃত যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলল বেনিটা। রবার্টের ব্যাপারে জানতে চাইল। কিন্তু প্রায়-একই কথা বলল সবাই—স্বেচ্ছায় সমুদ্রে নেমেছেন মিস্টার সিমার, আমাদের কোনো দোষ নেই, কোন্‌দিকে গেছেন তিনি জানি না আমরা।

হতাশ হয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এল বেনিটা। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ছোট্ট বার্থে।

যানযিবার যেখানে ডুবেছে, সেখানে এসে থামল ক্যাসল। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা খোঁজ করার পর যানযিবারের যাত্রী-বোঝাই একটা নৌকার দেখা মিলল। এ-লোকগুলোকেও তুলে নেওয়া হলো ক্যাসলে।

উদ্ধারকাজ চলছে, এমন সময় একটা স্টিমার এসে থামল ক্যাসলের পাশে। কী হয়েছে এবং হচ্ছে সেসব জেনে নিল স্টিমারটার নাবিক আর যাত্রীরা। সাহায্য করার প্রয়োজন নেই বুঝে রওয়ানা হয়ে গেল স্টিমারটা। ডারবান বন্দরে পৌঁছেই যানযিবারের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটা প্রচার করল যাত্রীরা। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল ঘটনাটা। তিল থেকে তাল হতে সময় লাগল না মোটেও। ফলে ডারবানের বেশিরভাগ লোকজন জানল—ডুবে গেছে যানযিবার, ভাগ্যক্রমে বাঁচতে পেরেছে হাতেগোনা কয়েকজন।

আরও লোককে উদ্ধার করা হয়েছে শুনে নিজের কেবিন থেকে ছুটে বের হলো বেনিটা। প্রখরদৃষ্টিতে দেখতে লাগল নতুন লোকগুলোকে। কিন্তু রবার্টকে দেখতে না-পেয়ে আবারও ভেঙে পড়ল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুশ্চরিত্র। অজ্ঞান বেনিটাকে আপাদমস্তক একবার দেখল সে। তারপর আলতো করে লাথি মারল মেয়েটার হাঁটুতে। সাড়া পাওয়া গেল না বেনিটার পক্ষ থেকে।

'আপনার কি পা চুলকাচ্ছে, মিস্টার ব্যাটেন?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল অফিসার।

উত্তর না-দিয়ে বলল ব্যাটেন, 'মরে গেছে মেয়েটা। একটা লাশ বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। ওকে ফেলে দিন সমুদ্রে।' বেনিটার গায়ে হাত দেওয়ার জন্য সামনে ঝুঁকল সে।

'খবরদার!' অফিসারের কণ্ঠ শুনে মনে হলো বাজ পড়েছে কাছেপিঠে কোথাও। "মেয়েটার গায়ে হাত দিয়েছেন তো মরেছেন। মেয়েটা বেঁচে থাকুক বা মরে যাক, ওকে তীরে নিয়ে যাবো আমি। কারও কোনো আপত্তি শুনবো না।'

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল ব্যাটেন। চুপ করে বসে রইল নিজের জায়গায়।

এগিয়ে চলল নৌকাটা।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে যাত্রীদের–কিছুক্ষণ পরই দিগন্ত ফুঁড়ে উদয় হলো একটা জাহাজ।

পরনের সাদা শার্টটা খুলে ফেলল অফিসার। একটা বৈঠার সঙ্গে শার্টটা বাঁধল ভালোমতো। বৈঠাটা উঁচু করে ধরে এদিক-ওদিক নাড়তে লাগল আরেকজন।

আধ ঘণ্টা পর জাহাজটা তুলে নিল নৌকার সব যাত্রীকে। সবার শেষে উঠে এল অফিসার থমসন। তবে নিজে ডেকে উঠে আসার আগে বেনিটাকে ঠিকমতো তুলে দিল জাহাজে।

তিন হাজার টনী জাহাজটার নাম ক্যাসল। যাত্রীবাহী। নেটালে যাচ্ছে সেটা। জাহাজটার ডেকের উপর পড়ে আছে বেনিটা। ওকে ভালোমতো দেখল এক অফিসার। তারপর এগিয়ে এল থমসনের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা মরে গেছে না বেঁচে আছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেঁচে আছে। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পায়নি এখনও। কী হয়েছে জানি না আমি। ডাক্তার আছে না আপনাদের জাহাজে?'

'আছে। ডেকে আনছি।...ও, ভালো কথা, নৌকাটার কী করবেন? ওটা তুলে নেবো?'

'হ্যাঁ। হারাতে চাই না নৌকাটা।'

ডুবে গেছে যানযিবার, প্রাণে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে—খবরটা আলোড়ন তুলল ক্যাসলের যাত্রীদের মধ্যে। প্রায় সবাই যার যার কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল উদ্ধার পাওয়া মানুষগুলোকে দেখতে। ঠিকমতো পোশাকও পরেনি কেউ কেউ। পাজামা, ড্রেসিং-গাউন এসব পরেই চলে এসেছে।

ক্যাসলের ক্যাপ্টেনও এলেন। থমসনকে নিয়ে গেলেন নিজের কেবিনে। বসতে বললেন। তারপর নিজে বসে পড়লেন থমসনের মুখোমুখি। 'পুরো ঘটনা শুনতে চাই আমি। কী ঘটেছিল যানযিবারে, বলুন তো?'

'বলছি। তবে তার আগে কাউকে এক বোতল হুইস্কি আর সোডা দিতে বলুন। মদ খাই না আমি, কিন্তু আজ মাতাল না-হয়ে উপায় নেই আমার।' প্রিয় জাহাজ যানযিবারের শোকে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল অফিসার থমসন।

চার

যানযিবারের রেলিং-এর সঙ্গে জোরে বাড়ি খেয়েছে বেনিটা। কিন্তু আঘাতটা গুরুতর নয়। থেঁতলে গেছে ওর কপালের চামড়া। কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু খুলি অক্ষতই আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে-রাতে ডারবান বন্দরে ভিড়ল যানযিবার। রাত বেশি হওয়ায় জাহাজ থেকে নামল না যাত্রীরা।

ভোরে বেনিটার কেবিনে এসে ঢুকল স্টুয়ার্ডেস। তখন ঘুমাচ্ছিল বেনিটা। মৃদু ধাক্কা দিয়ে ওকে জাগাল স্টুয়ার্ডেস। নিচু কণ্ঠে বলল, 'এক বুড়ো লোক দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে। বন্দরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'বুড়ো লোক!' আশ্চর্য হলো বেনিটা। 'এখানে আসতে বলুন না তাঁকে।'

'বাইরের লোককে জাহাজে উঠতে দেয়ার নিয়ম নেই। দেখা করতে চাইলে আপনাকে নীচে যেতে হবে।'

কাপড় পরে ডেকে বেরিয়ে এল বেনিটা। রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকল কিছুটা। তাকাল নীচে।

হালকা-পাতলা, ধূসর দাড়িঅলা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে কাঠের জেটির উপর। দেখামাত্র লোকটাকে চিনতে পারল বেনিটা। ওর বাবা!

সিঁড়ি বেয়ে পাগলের মতো নীচে নেমে এল বেনিটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার বুকে। কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

মিস্টার ক্লিফোর্ডও জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। বেনিটার মাথায়, কপালে চুমু খেলেন অনেকবার। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'বেনিটা...আমার বেনিটা, এই বুড়ো বাপের কাছে ফিরে এসেছিস তুই! কিন্তু...শুনলাম অনেকেই নাকি ডুবে মারা গেছে...ইস্‌স্...কী চিন্তার মধ্যে ছিলাম তোকে বোঝাতে পারবো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোকে বাঁচিয়েছেন তিনি।'

বাবার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল বেনিটা। চুপ করে রইল। একদৃষ্টিতে দেখছে মিস্টার ক্লিফোর্ডকে, যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা ওর বাবা।

'কী হয়েছিল সব বল আমাকে,' মেয়ের কপালের ব্যান্ডেজটা নজর এড়ায়নি মিস্টার ক্লিফোর্ডের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যানযিবারে চড়ার পর থেকে ডারবান বন্দরে পা দেয়া পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে, সংক্ষেপে বাবাকে বলল বেনিটা।

মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তারপর বললেন, 'ঈশ্বরকে আবারও ধন্যবাদ।' সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার দেখলেন মেয়েকে। 'তুই আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছিস। আমি ভাবতেই পারিনি আমার মেয়ের এত রূপ!'

লাজুক হাসি হাসল বেনিটা। 'পৃথিবীর সব বাবার দৃষ্টিতে তাদের মেয়েরা খুব সুন্দরী। তুমি কিন্তু বদলাওনি একেবারেই। সেই আগের মতোই শীতল নীল-চোখ, মূর্তির মতো চেহারা আর গালভর্তি দাড়ি। দাড়িটা অবশ্য পেকে গেছে—আগের তোমার সঙ্গে এখনকার তোমার পার্থক্য এটাই।'

হাসলেন মিস্টার ক্লিফোর্ডও। 'না রে মা, আমি বুড়ো হয়ে গেছি অনেক। তুই বুঝতে পারছিস না, কিন্তু আমি ঠিকই টের পাই। শুধু সময় না, আমার অনুশোচনা আমাকে আরও বুড়ো বানিয়েছে।'

'কীসের অনুশোচনা?'

'তোর মা'র সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অনুশোচনা, মদ খাওয়ার অনুশোচনা, নিজের খারাপ কাজের জন্যে তোদের থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হবার অনুশোচনা।'

বেনিটা বুঝতে পারল ওর বাবা বদলে গেছে অনেক।

'বেনিটা, একটা কথা বলা দরকার তোকে,' কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'রবার্ট সিমারের ব্যাপারে।'

আগ্রহী হয়ে উঠল বেনিটা। 'বলো।'

'কোনো সন্দেহ নেই লোকটা সাহসী, উদার। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কথাটা বেনিটাকে জানাতে ইচ্ছে করছে না তাঁর। আবার না-জানিয়েও উপায় নেই। রবার্ট সিমার বেঁচে আছে—এ-মিথ্যে আশা নিয়ে দিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটাক তাঁর মেয়ে এটা চান না তিনি।

'রবার্ট সিমার লোকটা···মারা গেছে।'

চলতে চলতে বেনিটার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল যেন। মুখ সাদা হয়ে গেল ওর। চোখে ফুটে উঠল অবিশ্বাসের দৃষ্টি। ভাষা হারাল সে।

মেয়ের অবস্থা বুঝে নিয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে গতকালের "নেটাল মারকারি" পত্রিকাটা বের করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। যানযিবারের ডুবে যাওয়ার খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে এতে। পৃষ্ঠাটা বের করলেন তিনি। শব্দ করে পড়তে আরম্ভ করলেন একটা বিশেষ-প্যারা, ' "···অনুসন্ধানকারীরা এক কাফ্রির দেখা পায়। লোকটা জানায়, আম্ভোলি নদীর তীরে এক লোককে মড়ার মতো পড়ে থাকতে দেখেছে। মৃত লোকটার হাত থেকে একটা সোনার-ঘড়ি খুলে নিয়েছিল কাফ্রি। অনুসন্ধানকারীরা দেখতে চাইলে সেটা দেখায় সে। ***রবার্ট সিমারের একুশতম জন্মদিনে, চাচা***–কথাগুলো খোদাই করা ছিল ঘড়ির ভিতরে। জানা গেছে মিস্টার সিমার যানযিবারের প্রথম-শ্রেণীর একজন যাত্রী ছিলেন। লিঙ্কনশায়ারের এক পরিবারে তাঁর জন্ম। এ-নিয়ে দু'বার আফ্রিকায় এলেন তিনি। কিন্তু কপাল খারাপ বেচারার, দ্বিতীয়বার এসে মরে পড়ে থাকতে হলো আম্ভোলি নদীর তীরে। আগেরবার এসেছিলেন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে, শিকার করার উদ্দেশ্যে। মিস্টার সিমার ছিলেন একজন দক্ষ শুটার। রাইফেল চালনায় তাঁর জুড়ি ছিল না। আরও জানা গেছে মিস্ বেনিটা ক্লিফোর্ড নামের যানযিবারের এক যাত্রী শেষ দেখেছেন ভদ্রলোককে। তবে মিস্টার সিমারের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।' " পড়া শেষ করে পত্রিকাটা ভাঁজ করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। ঢুকিয়ে রাখলেন ওভারকোটের পকেটে।

চোখের কোণ বেয়ে নেমে আসা অশ্রু মুছল বেনিটা। গলার ভিতরে দলা পাকিয়ে আছে কিছু। বুকের ভিতর মোচড়াচ্ছে একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর পর। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটজোড়া ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। কোনোরকমে ফিসফিস করে বলল সে, 'বাবা, চলো। বাড়িতে নিয়ে চলো আমাকে।'

মেয়েকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে এসে উঠলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বন্ধুকে খুলে বললেন সব ঘটনা। তারপরই ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার এসে ভালোমতো দেখলেন বেনিটাকে; তারপর আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'কোনো কাজ করা যাবে না। কোথাও যাওয়া যাবে না। শুয়ে-বসে কাটাতে হবে পুরো একটা সপ্তাহ।'

মিস্টার ক্লিফোর্ডের বন্ধুর বাড়িটা সমুদ্রের তীরে; জায়গাটা নির্জন প্রায় নীরব—সমুদ্রের একটানা গর্জন আর গাঙচিলের চিৎকার ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় না। পাঁচদিনের মধ্যে অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠল বেনিটা। হারানো-শক্তিও অনেকখানি ফিরে পেল টানা-বিশ্রামের কারণে।

পঞ্চমদিন বিকালে নিজের ঘর-সংলগ্ন বারান্দায় বেরিয়ে এল মেয়েটা এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় স্পষ্ট। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

বেশ কিছুক্ষণ পর মিস্টার ক্লিফোর্ড এসে বসলেন মেয়ের পাশে। বেনিটার একটা হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। বললেন, 'আমি জানি কার জন্যে দুঃখ করছিস তুই। দুঃখ করে কী লাভ, বল্? সে তো আর ফিরবে না।'

'আমি আর আগের মতো হতে পারবো না, বাবা,' ফিসফিস করে বলল বেনিটা; যেন মিস্টার ক্লিফোর্ডকে নয়, নিজেকেই বলছে কথাগুলো। 'আগের বেনিটা মরে গেছে। তোমার পাশে এখন বসে আছে বেনিটার জ্যান্ত কঙ্কাল! রবার্টের সঙ্গে যদি আমিও মরে যেতাম! ও যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে পড়ত সমুদ্রে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওভাবে বলিস্ না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'তুই আমার জন্যে কত মূল্যবান সেটা এখন বুঝবি না। নিজে যদি কোনোদিন মা হোস্, তা হলে টের পাবি। কিন্তু তুই যদি আবার আমাকে ছেড়ে চলে যাস্…'

'আমি তোমাকে কক্ষনো ছেড়ে যাবো না,' ঘাড় ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকাল বেনিটা। 'তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আবার আমি ছাড়াও তোমার আর কেউ নেই।'

মেয়েকে চুমু খেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

সামান্য ইতস্তত করে কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল বেনিটা, 'পত্রিকায় আর কোনো খবর বেরিয়েছে, বাবা?'

'কীসের খবর?…ও, বুঝেছি। রবার্টের ব্যাপারে?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল বেনিটা।

'না, কোনো খবর বের হয়নি। পরে আর পাওয়া যায়নি ওই কাফ্রিকে।…রবার্টের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল আমার, বলেছে তোকে?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল বেনিটা। রবার্টের প্রসঙ্গ উঠলেই মোচড় দিয়ে উঠছে বুকের ভিতরটা—টের পেয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, 'প্রায় এক সপ্তাহ হলো এখানে আছি আমরা। এরপর কী করবো? কোথায় যাবো এখান থেকে? কোথাও-না-কোথাও যেতে হবেই আমাদের, বাবা। তোমার বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারি না জীবনটা।'

'তুই-ই ঠিক কর্ কোথায় যাবি। চিঠি লিখে একবার জানিয়েছিলাম তোকে—একজন পার্টনার আছে আমার। কীসের পার্টনার জানিস তুই?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা। 'না, চিঠিতে লেখোনি তুমি। আমিও আর জানতে চাইনি।'

'ট্রান্সভালে, লেক খিসির কাছে একটা ঘোড়ার-ফার্ম আছে আমার। আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না ব্যবসাটা দাঁড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করানোর। তাই একজন পার্টনার যোগাড় করতে হয়েছে। ব্যবসা করে হাজার দেড়েক পাউন্ডের মতো জমিয়ে ফেলেছি আমি। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বছরে ছশো পাউন্ডের মতো আসে ফার্মটা থেকে। দু'পার্টনার ভাগাভাগি করে নেই টাকাটা।'

'মন্দ নয়।'

'কিন্তু দুয়েকটা বোয়া-পরিবার ছাড়া মানুষজন বলতে গেলে নেই সেখানে। তবে লোকগুলো ভালো। তুই তো একা থাকতেই পছন্দ করিস্ আজকাল—জায়গাটা হয়তো ভালো লাগবে তোর।'

কিছু বলল না বেনিটা ভাবছে সে।

'চাইলে শহরেও থাকতে পারিস,' বলে চললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'সেক্ষেত্রে আমার অংশটা বেচে দিতে হবে পার্টনারের কাছে। আমি বিক্রির প্রস্তাব দিলেই কিনতে রাজি হয়ে যাবে লোকটা। আরেকটা কাজ করা যায়—ওকে বলতে পারি, আমরা শহরে থাকবো, তুমি প্রতি মাসে আমার লাভের টাকাটা ঠিকমতো পাঠিয়ে দিয়ো। টাকা পাঠাবে আমার পার্টনার, কিন্তু ঠিকমতো নয়।'

'বলো কী!'

'ভরসা করা যায় না ওর ওপর। লোকটা টাকার-পাগল। টাকার গন্ধ নাকে লাগলে হুঁশ হারিয়ে ফেলে সে। আমি ওকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।'

'তা হলে অন্য কাউকে পার্টনার করে নিচ্ছ না কেন?'

'এত সহজ না ব্যাপারটা। ঘোড়ার ফার্মিং-এ লাভ কম, আবার ঝুঁকিও কম—এরকম সহজ একটা ব্যবসা ছাড়বে কেন আমার পার্টনার? তা ছাড়া ব্যবসার শুরু থেকে আমার সঙ্গে আছে খুঁটিনাটি অনেক কিছু জানে। এখন আনাড়ি কাউকে নিলে ক্ষতি হতে পারে।'

'জটিল ব্যাপার

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'আরেকটা কাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারিস তুই। নিজের আয় আছে তোর। ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারিস ইংল্যান্ডে। আমার সঙ্গে দেখা তো হলোই…'

'আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না, বাবা।'

খুশি হলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'আমিও মরার আগ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবো। খুব শীঘ্রি একটা অভিযানে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে আছে আমার। কিছু একটা খুঁজে বের করতে চাই আমি।'

'কিছু একটা?' ভ্রূ কুঁচকাল বেনিটা। 'তুমি কি পর্তুগিজদের গুপ্তধনের কথা বলছ?'

'তুই জানলি কী ভাবে?…ও, রবার্ট বলেছে তোকে, তা-ই না? ওই গল্পটা পরে তোকে বলবো আমি। এখন বল্ কী করবি তুই। কোথায় যাবি, কোথায় থাকবি।'

'দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো শহরেও থাকবো না, ইংল্যান্ডেও ফিরে যাবো না। তোমার ফার্মে যাবো। থাকবো সেখানেই। শান্তিতে কাটাবো বাকি জীবন। তারপর সময়-সুযোগমতো কোনো একদিন বের হবো পর্তুগিজদের গুপ্তধন খুঁজতে।'

'ফার্মে কতটা শান্তিতে থাকতে পারবি তুই জানি না। আমার পার্টনার, জেকব মেয়ার, থাকে আমার সঙ্গে…'

'জেকব মেয়ার?' বাবাকে কথা শেষ করতে দিল না বেনিটা। 'এবার মনে পড়েছে। রবার্ট বলেছিল লোকটার কথা। জার্মান না সে? দেখতে যেমন অদ্ভুত, স্বভাবেও তেমনি পাগলাটে?'

'হ্যাঁ, জার্মান ইহুদি। অস্বীকার করার উপায় নেই মাথায় ছিট আছে লোকটার। দিন-রাত একটা কথাই তার মুখে—টাকা। মানুষটা সুবিধার না।'

'তোমার পার্টনার হলো কীভাবে সে?'

জবাব দেওয়ার আগে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'বেশ কয়েক বছর আগের কথা। হঠাৎ করেই একদিন লেক খ্রিসিতে হাজির হলো জেকব মেয়ার। কোত্থেকে এসেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতে চাইল সবাই। উত্তরে যা-বলল মেয়ার সেটা সত্যিই দুঃখজনক।'

'কী রকম?'

'মেয়ার বলল, যুলুদের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে মাল বেচত সে। যাযাবর ব্যবসায়ী আর কী। একদিন যুলুদের সঙ্গে ঝগড়া হয় ওর। যুলুরা ওর ওয়্যাগন জ্বালিয়ে দেয়। মালপত্র লুটে নেয়। সবগুলো ষাঁড় আর চাকরকে খুন করে। প্রাণ নিয়ে কোনোরকমে পালায় মেয়ার।

'আমি তখন সবে শুরু করেছি ঘোড়ার ফার্মটা। নড়বড়ে অবস্থা। আমার কাছে কাজ চাইল মেয়ার। বাড়তি একজোড়া হাত কাজে লাগবে ভেবে রাজি হয়ে গেলাম।

'ছ'মাস কাজ করল মেয়ার। ততদিনে কাজ শিখে ফেলেছে সে। খাটতেও পারে খুব। এক রাতে পর্তুগিজদের গুপ্তধনের কথা বললাম ওকে। ওমা! কয়েকদিন পরই কোত্থেকে পাঁচশো পাউন্ড নিয়ে এল লোকটা। টাকাটা মনে হয় ওর সঙ্গেই ছিল। ফার্মের অর্ধেক শেয়ার কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিল আমাকে। ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে তখন, সুবিধা করতে পারছি না একেবারেই। কাজেই এবারও রাজি হয়ে গেলাম। মেয়ারের সেই টাকাটা লগ্নি করে ভালোই উন্নতি হলো।

'বছর চারেক আগে মেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ওই গুপ্তধন উদ্ধার করতে গেলাম। মোটা অংকের টাকা খরচ হয়ে গেল, কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলাম না। তবে পুষিয়ে নিতে পেরেছিলাম। সঙ্গে করে বেশ কিছু হাতির-দাঁত এনেছিলাম। টাকার টানাটানির কারণে সেগুলো বিক্রি করে দেই বাজারে।' সামনের সমুদ্রটা কিছুক্ষণ দেখলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'হয়তো পরেরবার ব্যর্থ হবো না আমরা। হয়তো খুঁজে পাবো পর্তুগিজদের সেই গুপ্তধন। অবশ্য যদি মাকালাঙ্গারা কোনোরকম বাধা না-দেয়।'

চুপ করে আছে বেনিটা। ভাবছে, রবার্ট থাকলে ওকে সঙ্গে

www.BanglaBook.org

নিয়ে যেত গুপ্তধন শিকারে।

'ভালোমতো ভেবে দেখ তুই,' বেনিটা চুপ করে আছে দেখে আবার মুখ খুললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'জন্মেছিস এই দক্ষিণ আফ্রিকায়, কিন্তু বড় হয়েছিস ইংল্যান্ডে। লেক খ্রিসিতে যেতে ভয় লাগবে না তো তোর?'

'কীসের ভয়?'

'একাকিত্বের ভয়। জেকব মেয়ারের ভয়।'

'একাকিত্ব?' করুণ-হাসি হাসল বেনিটা, হাসিটা দেখাল প্রেতাত্মার মুখ-ব্যাদানের মতো। 'আমি তো একাকিত্বই চাই, বাবা। একাকীত্ব এখন আমার নিয়তি। আর জেকব মেয়ারের কথা বলছো? আশা করি ওকে সামলে চলতে পারবো আমি।'

'তুই তা হলে যাচ্ছিস লেক খ্রিসিতে?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় ঘুরিয়ে দূরের সমুদ্রের দিকে তাকাল বেনিটা।

পাঁচ

তিন সপ্তাহ পরের এক সকাল। সূর্য উঠেছে মাত্র। ঠাণ্ডা বাতাস নিঃশব্দে ঘোষণা করছে শীত আসছে দক্ষিণ-আফ্রিকায়। ঘুমিয়ে থাকা বেনিটা জাগল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিক-ওদিক। গতকাল গভীর রাতে এসে পৌঁছেছে ওর বাবার ফার্মে। ফার্মটার নাম রুই ক্রান্ট্য্। খুব ক্লান্ত থাকায় তাড়াহুড়ো করে সাপার সেরেই ঘুমিয়ে গিয়েছিল বেনিটা। নিজের ঘরটাও ভালোমতো দেখার সুযোগ পায়নি।

জানালার পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকছে সূর্যের আলো। সোনালী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রশ্মিগুলো মেঝেতে লুকোচুরি খেলছে যেন। ম্যান্টলপিসের উপর রাখা ঘড়িটা চলছে অবিরাম। দেয়ালে সাঁটানো জল-রঙের ওয়ালপেপার অদ্ভুত এক সৌন্দর্য দিয়েছে ঘরটাকে। ইংরেজ-নারীহীন এই ফার্মে এরকম কোমলতা দেখতে পাবে আশা করেনি বেনিটা।

ওর খাটের পাশে একটা টেবিল। সেটার উপর পানিভর্তি একটা বোল। তাতে কয়েকটা শ্বেতপদ্ম। গতরাতে ফুলগুলো দেখেছিল কি না মনে করতে পারল না বেনিটা। কেউ কি রেখে গেছে আজ ভোরে? গতরাতে স্যালি নামের এক সংকর-বুড়িকে দেখেছে বেনিটা। হয়তো স্যালিই ঢুকেছিল এই ঘরে। কিংবা জেকব মেয়ার। কিন্তু বেনিটার ঘুমন্ত অবস্থায়...

গতরাতে জেকব মেয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বেনিটার। লোকটার চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

চল্লিশের মতো বয়স। লম্বা, তবে খুব বেশি নয়। হালকা-পাতলা। তবে একনজর দেখেই বলে দেওয়া যায় লোকটা কর্মঠ। গালভর্তি চোখা-চোখা কালো-দাড়ি। লোকটা হাতির-দাঁতের-মতো ফর্সা। আফ্রিকার সূর্যও সেই চামড়াকে পুড়িয়ে বাদামি করতে পারেনি। ঘন লোমে ভরা কালো-ভ্রূর নীচে জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ। দেখলে ধোঁকা খায় দর্শক—একবার মনে হয় ঘুমে ঢুলুঢুলু, পরেরবার সেই চোখ-জোড়ায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখে চমকে উঠতে হয়।

গতরাতেও হয়েছিল এমনটা, আজ সকালেও হলো—কে যেন বেনিটার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, জেকব মেয়ারের ব্যাপারে সাবধান! লোকটা বন্য, নিষ্ঠুর। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর কামনার জ্যান্ত প্রতিমূর্তি। ভয়-সঙ্কোচ-লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই লোকটার। যা চায় সেটা যেভাবে পারে আদায় করে ছাড়বে।

নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসল বেনিটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেকব মেয়ারকে নিয়ে অনর্থক ভাবছে সে। একটা সুন্দর সকালকে একটা কুৎসিত লোকের চিন্তার কাছে বলি দেওয়ার মানে হয় না।

শ্বেতপদ্মের বোলের পাশে একটা হ্যান্ডবেল। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে বাজাল সে। মিনিটখানেক পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল স্যালি। হাতে একটা ট্রে। তাতে মাখন লাগানো রুটি আর একটা সিদ্ধ ডিম। ট্রে-টা বেনিটার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল বুড়ি।

'বাবার ঘুম ভেঙেছে?' জিজ্ঞেস করল বেনিটা।

'ভেঙেছে। কিন্তু এখনও শুয়ে আছেন।'

বিছানা থেকে নেমে হাত-মুখ ধুয়ে এল বেনিটা। গতরাতে খাওয়া হয়নি ঠিকমতো। তাই খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। দেরি না-করে খেতে আরম্ভ করল সে। স্যালি কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর বেরিয়ে গেল বাইরে। মিনিট দশেক পর, বেনিটার খাওয়া শেষ হলে, কফি নিয়ে আবার ঢুকল বুড়ি।

কাপটা নিতে নিতে বলল বেনিটা, 'কফি খেয়েই গোসল করবো আমি। মালপত্রের মধ্যে আমার কাপড়চোপড় আর অন্যান্য জিনিসপত্র আছে। নিয়ে এসো সেগুলো।'

'আগেই নিয়ে এসেছি, মিস্।'

কিছুটা আশ্চর্য হলো বেনিটা। 'কে বলেছিল কাজটা করতে?'

'হিয়ার মেয়ার।'

কিছুক্ষণ আগের বিরক্তিটা আবার ফিরে এল বেনিটার মনে। ওরা ফার্মে এসেছে একটা দিনও পার হয়নি, এরই মধ্যে মাতবরি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে মেয়ার!

চোয়াল শক্ত করল বেনিটা। বলল, 'মিস্টার মেয়ার দেখি অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে ওস্তাদ।'

কিছু বলল না স্যালি। খালি কফির-কাপ আর ট্রে-টা নিয়ে চলে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এল বেনিটা। একাই ঘুরেফিরে দেখল ফার্মটা। মেয়ারকে দেখা গেল না কোথাও। বাইরে গেছে মনে হয়।

ঘোড়ার খোঁয়াড়ের সামনে আনমনে দাঁড়িয়ে ছিল বেনিটা। এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটা।

'ফার্ম পছন্দ হয়েছে?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'হ্যাঁ। কাজ শিখিয়ে দাও আমাকে। অলস বসে থাকতে রাজি নই আমি।'

খুশি হলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কোন্ কাজটা কীভাবে করতে হয় বুঝিয়ে দিলেন মেয়েকে। আনাড়ির মতো শুরু করল বেনিটা, স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে-না-ঘুরতেই অনেকখানি শিখে ফেলল। আরও এক সপ্তাহ পর দেখা গেল, কিছু বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে না ওকে। নিজেই সব পারছে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ছ'সপ্তাহ।

প্রকৃতিতে এখন বসন্তের রাজত্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার উন্মুক্ত প্রান্তর সবুজ কচিঘাসে ছাওয়া, উজ্জ্বল রঙিন ফুলে ভরা। গাছে গাছে নতুন পাতা। বাতাসে অদ্ভুত মিষ্টি একটা ঘ্রাণ। রুই ক্রান্টযের আশপাশের গাছগুলোতে বাসা বেঁধেছে ঘুঘুর দল। সবুজ পাতার আড়ালে মাঝেমধ্যে দেখা যায় পাখিগুলোকে। দূরের পাহাড়গুলোর চূড়ায় অলস বসে থাকে লাল গলাঅলা শকুন। গোত্তা খেয়ে উড়ে বেড়ায় কখনও কখনও। আবার কোনোসময় দেখা যায় খাওয়াচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। দূর জঙ্গলের মধ্যে একাকী বয়ে চলেছে একটা ঝরনা। সেটার দু'তীরে ফুটেছে সাদা পিগলিলি। সবকিছু প্রাণবন্ত, উচ্ছল। একমাত্র বেনিটা মনমরা।

থেকে থেকে রবার্ট সিমারের স্মৃতি নাড়া দিয়ে যায় ওকে। একটা অসহায় মহিলা আর ওর বাচ্চাকে বাঁচাতে ঠাণ্ডা-মাথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জীবন দিয়ে দিল লোকটা! রবার্ট যদি জানত বেনিটাও ভালোবাসে ওকে, তা হলে কি করতে পারত কাজটা?

ওকে নিয়ে আর কোনো খবর ছাপেনি পত্রিকাঅলারা। যানযিবারের ঘটনাটা ভুলেই গেছে অনেকে। কিন্তু বেনিটা ভুলতে চেয়েও পারেনি। প্রথম প্রেমের স্মৃতি ভোলা যায় না।

কাজের ফাঁকে ক্লান্ত দেহটা জুড়াতে ফার্ম ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে যায় সে। লেক খ্রিসির ধারে বসে বুনো জীবজন্তু দেখে। কখনও গিয়ে বসে ঝরনার তীরে। ঘুঘুদের মন-উদাস-করা ডাক শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একের পর এক। রাতে জেগে থেকে শোনে মৃদুল-বাতাসে ভেসে বেড়ানো মর্মর। অশ্রুর ফোঁটাগুলো কখন গাল বেয়ে নেমে এসে ভিজিয়ে দেয় বালিশ, কিংবা কখন ঘুমে বন্ধ হয়ে যায় দু'চোখ—জানতে পারে না সে।

পুরুষ বলতে মাত্র দু'জনের সঙ্গে পরিচয় এখন বেনিটার। একজন ওর বাবা, আরেকজন জেকব মেয়ার। অদ্ভুত ব্যাপার, লোকটাকে আজকাল ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয় বেনিটার।

পাগলাটে লোকটা ধর্ম মানে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় ফেরেশতা, প্রেতাত্মা অথবা অন্য যে-কোনো অতিলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার। ইহুদি পরিবারে জন্ম বলে অপরিচিত কাউকে বলে—আমি ইহুদি। কিন্তু ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অন্য কোনো ধর্মের উপরই বিন্দুমাত্র বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই ওর। জন্মসূত্রে জার্মান সে। জীবিকার সন্ধানে কিশোর বয়সেই চলে আসে ইংল্যান্ডে। কেরানির কাজ পায় দক্ষিণ-আফ্রিকান একটা বণিক-সমিতিতে। যোগ্যতার গুণে একসময় দক্ষিণ-আফ্রিকায় পা দেয় লোকটা।

কেউ জিজ্ঞেস করলে এসব কথা নির্দ্বিধায় বলে লোকটা। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার পর থেকে মিস্টার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কী করেছে, সেসব খোলসা করে বলতে চায় না কিছুতেই। লোকটাকে তাই রহস্যময় মনে হয় বেনিটার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে যতটা নীরস মনে হয়, আসলে ততটা নয় মেয়ার। অভিনয় জানে সে। গান গাইতে পারে। এমনকী বেনিটার ঘর সে-ই রঙ করেছে। বই পড়তে ভালোবাসে। ছোটখাটো একটা লাইব্রেরী আছে ওর। সবগুলো বই ইতিহাস, দর্শন, নইলে বিজ্ঞানের; গল্প-উপন্যাস পড়ে না লোকটা। কারণ জানতে চেয়েছিল বেনিটা একদিন। জবাবে মেয়ার বলল, 'আমাদের প্রত্যেকের জীবনই তো একেকটা উপন্যাস। কবি-সাহিত্যিকদের ওসব ফাঁকা-বুলির চেয়ে নিজের জীবনটা বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হয় আমার।'

একদিন লেকের পার ধরে একসঙ্গে হাঁটছে বেনিটা আর মেয়ার। কৌতূহল চেপে রাখতে না-পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল বেনিটা, 'আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তা হলে সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছেন কেন? শহরে গেলেই তো পারেন? অনায়াসে গড়ে নিতে পারবেন নিজের ভাগ্য।'

'কেন পড়ে আছি জানতে চাইছেন, মিস্ ক্লিফোর্ড?'

'হ্যাঁ।'

'কারণ আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল বেনিটা। বিস্মিত হয়েছে। 'বুঝলাম না।'

থেমে দাঁড়াল মেয়ারও। 'টাকা-পয়সা কী দেয় মানুষকে? ক্ষমতা। আর ক্ষমতা মানে কী? অমরত্ব। সুতরাং এ-পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে যদি কেউ বা কিছু থেকে থাকে, তবে তার নাম অর্থ। অর্থই এ-পৃথিবীর ঈশ্বর।'

অবাক বিস্ময়ে মেয়ারের দিকে তাকিয়ে রইল বেনিটা। এত বড় দম্ভোক্তি এর আগে কখনও শোনেনি সে। কেউ করতে পারে এরকম কল্পনাও করেনি।

বেনিটাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশ্ন করল মেয়ার, 'কী? খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে আমাকে? আমি আসলে নিজেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাস্তববাদী বলে মনে করি।'

কথা ফুটল বেনিটার মুখে, 'টাকাকে ঈশ্বর বলে পূজা করতে ইচ্ছে হলে করুন। আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু বাস্তববাদী একটা লোক কোন যুক্তিতে একটা ঘোড়ার-ফার্মে পড়ে আছে সেটাই বুঝতে পারছি না। ফার্মিং করে আপনি কোনোদিনও কোটিপতি হতে পারবেন না।'

'জানি। আমি আসলে এখানে আছি সুযোগের অপেক্ষায়।'

'কীসের সুযোগ?'

'পর্তুগিজদের গুপ্তধন উদ্ধারের সুযোগ। মিস্টার ক্লিফোর্ড ওই ব্যাপারে বলেননি আপনাকে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনিটা। 'বলেছে কিছুটা। আপনারা দু'জন গিয়েছিলেন একবার। কিন্তু খালি-হাতে ফিরতে হয়েছে।'

'কিছুটা?' কথাটা ধরল মেয়ার। 'মিস্টার ক্লিফোর্ডের তো কিছুটা বলার কথা না।...ও, বুঝেছি। ওই ইংরেজটা, ডুবে মরেছে যে, কী যেন নাম...রবার্ট সিমার—সে-ই বলেছে আপনাকে, তা-ই না?' বেনিটা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাতে বলে চলল মেয়ার, 'আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লোকটার।'

রবার্টের প্রসঙ্গ এড়াতে জিজ্ঞেস করল বেনিটা, 'আচ্ছা মিস্টার মেয়ার, এমনও তো হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই বানোয়াট। পর্তুগিজদের গুপ্তধন বলে কিছুই নেই?'

'না, হতেই পারে না,' তীব্র গতিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল মেয়ার। 'আছে সেই গুপ্তধন। আমি বিশ্বাস করি ব্যাপারটা। শুধু বিশ্বাসই করি না, টেরও পাই। মাকালাঙ্গাদের এলাকাতেই আছে। আমি খুঁজে বের করবোই ওই গুপ্তধন। এই আশাতেই এখানে পড়ে আছি আমি।'

দূর থেকে শোনা গেল স্যালির খনখনে কণ্ঠ। বেনিটার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে বুড়ি। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেনিটা আর মেয়ার। কিছুক্ষণ পর বুড়ি কাছে এলে জিজ্ঞেস করল মেয়ার,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হয়েছেটা কী? সিংহ কামড়েছে নাকি তোমাকে?'

ভ্রূ কুঁচকে একবার মেয়ারকে দেখল স্যালি। 'বাস ক্লিফোর্ড আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, বাস জেকব। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনেক দূর থেকে কয়েকজন দূত এসেছে।'

'দূত!' আশ্চর্য হলো মেয়ার। 'কীসের দূত?'

'জানি না। লোকগুলো দেখতে কেমন অদ্ভুত। অনেকদূর থেকে এসেছে। তাই ক্লান্ত হয়ে গেছে বেচারারা। কথাবার্তা যুলুদের মতো। বাস ক্লিফোর্ড আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।'

'আমি যাচ্ছি,' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বিদায় নিল মেয়ার।

'আমিও যাচ্ছি। ডিনার বানাতে হবে।' চলে গেল স্যালিও।

লেকের ধারে বসে পড়ল বেনিটা। চুপ করে বসে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। গোধূলির আলো মিলিয়ে গেল একসময়। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একঝাঁক বুনো হাঁস। একটানা ডেকে চলা অদৃশ্য ঝিঁঝি পোকাগুলো এখন সঙ্গ দিচ্ছে বেনিটাকে।

উঠে দাঁড়াল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল অকারণেই। বাড়ির পথ ধরল। অদ্ভুত এক শূন্যতাবোধে ছেয়ে গেছে ওর মন। বুঝতে পারছে, একাকিত্ব ওকে দুঃখ ভুলতে দেয়নি। বরং দুঃখগুলো ওকে একা পেয়ে হিংস্র জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন। ওর মানসিক দৃঢ়তাকে, আজন্ম বিশ্বাসগুলোকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

ডিনারের সময় বেনিটা খেয়াল করল, ওর বাবা আর মেয়ার দু'জনের চেহারাতেই একটা চাপা-উত্তেজনা। ডিনার শেষে জিজ্ঞেস করল সে, 'দূতদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার, মিস্টার মেয়ার?'

পাইপ ধরাল মেয়ার। বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছে। ওরা এখন রান্নাঘরে।' নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিস্টার ক্লিফোর্ডের দিকে তাকাল সে।

'বেনিটা,' বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'অদ্ভুত একটা ঘটনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটেছে।' বেনিটাকে উৎসুক হয়ে উঠতে দেখে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন তিনি। 'না, রবার্ট সিমারের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তুই ওকে ভুলে যা। কোনো সন্দেহ নেই মারা গেছে লোকটা। তবে আজ যে-ঘটনাটা ঘটেছে সেটা বলার আগে একটা গল্প শোনাতে চাই তোকে।'

কিছু বলল না বেনিটা। সন্ধ্যার বিষাদটা আবার জাগছে ওর মনের ভিতর।

'পর্তুগিজদের গুপ্তধনের কথা তো শুনেছিস তুই,' বলে চললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'অনেক বছর আগে, তুই আর তোর মা ইংল্যান্ডে চলে যাবার পর, শিকারে বের হলাম আমি। আমার সঙ্গে ছিল টম জ্যাকসন নামের এক বুড়ো। বুড়ো হলে কী হবে, ওর কাজ দেখলে মনে হতো বয়স বুঝি চল্লিশ। আরও একটা গুণ টমের—দক্ষিণ আফ্রিকার এক নম্বর হাতি-শিকারী ছিল সে।

'আমরা কী শিকার করেছিলাম সেসব বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কাজেই যাচ্ছি না সে-প্রসঙ্গে। ট্রান্সভাল পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিলাম আমি আর টম। তারপর যে যার মতো আলাদা হয়ে যাই।

'এক বছর পর আবার দেখা হয় টমের সঙ্গে। ভীষণ চমকে উঠি আমি—যেন টমকে নয়, ওর কঙ্কালটা দেখছি। ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করাতে বলল সে, হাতি শিকার করতে গিয়ে হাতির তাড়া খায়। মারাত্মক জখম হয়ে মরতে মরতে বেঁচে যায় কোনোরকমে। আহত অবস্থায় ছিল মাকালাঙ্গাদের এলাকায়। জায়গাটা মাটাবিলিল্যান্ডের উত্তরে। যাম্বেযি নদীর তীরে, ব্যামব্যাটসির আশপাশে কোথাও। কিংবা গ্রামটার নামই ব্যামব্যাটসি হবে হয়তো। আমার মনে নেই ঠিকমতো।

'এই মাকালাঙ্গারা অদ্ভুত এক জাতি। যতদূর জানি, মাকালাঙ্গা মানে সূর্যের ছেলে। গোত্রটা খুব প্রাচীন। যা-ই হোক, টমের কথায় ফিরে আসি। এই বুড়োও কম অদ্ভুত না। নিজে মরে মরে; কিন্তু যেইমাত্র দেখল মাকালাঙ্গাদের সর্দারের খুব-জ্বর, কিছুতেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সারছে না–বিছানা ছেড়ে উঠে লেগে গেল চিকিৎসা করতে। কোত্থেকে যোগাড় করে নিয়ে এল কুইনাইন। গিলতে বাধ্য করল মলিমো, মানে ওই সর্দারকে। যাদুর মতো কাজ হলো। দু'দিনেই সেরে গেল মলিমোর জ্বর। তারপর থেকে মানিকজোড় হয়ে গেল টম আর মলিমো।

'মলিমো থাকত একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে। প্রাসাদটা কে বানিয়েছে জানে না কেউ। যা-ই হোক, টমকে একটা কাহিনী শোনাল মলিমো।

'লোকটা বলল, ওর দাদার দাদার দাদার দাদাও নাকি গোত্রের নেতা ছিল একসময়। নাম, মাম্বো। লোকটা আগে পর্তুগিজদের ক্রীতদাস ছিল। বুড়ো হয়ে যাওয়ায় কাজকর্ম করতে পারত না বলে ওকে মুক্তি দিয়ে দেয় ওর মালিক। যা-ই হোক, অন্য এক আদিবাসী-গোত্রের সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছে পর্তুগিজদের। আদিবাসী লোকগুলোর একটাই কাজ–সাদা চামড়ার কাউকে দেখামাত্র ধরে জবাই করে ফেলা, লোকটা পর্তুগিজ বা ব্রিটিশ যেটাই হোক না কেন।

'সংখ্যায় কম হওয়ায় একতরফা মার খেল পর্তুগিজরা। তবে সবাই মরল না। বেঁচে গেল দুশোর মতো পর্তুগিজ। লোকগুলো পালিয়ে আশ্রয় নিল ব্যামব্যাটসির একটা দুর্গে। দুর্গটা ছিল নদীর তীরে। এই লোকগুলোর সঙ্গে ছিল প্রচুর পরিমাণ সোনা। নদীপথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল এরা। কিন্তু আদিবাসীরা ক্যানোয় চড়ে পৌঁছে গেছে আগেই। কাজেই দুর্গে আটকে পড়ল হতভাগা পর্তুগিজরা। এবং না-খেতে পেয়ে মরতে লাগল একে একে।

'আর একজন পর্তুগিজও বেঁচে নেই নিশ্চিত হবার পর ফিরে গেল আদিবাসীরা। সাদা মানুষদের রক্ত দরকার ছিল ওদের, সোনা নয়–তাই পর্তুগিজরা ওসব সোনা কোথায় লুকিয়েছে খুঁজে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু মাম্বো গেল না। পর্তুগিজদের পরিণতি দেখে খুব দুঃখ পেয়েছিল বেচারা। চেষ্টা করেছিল লোকগুলোকে বাঁচাতে। কিন্তু আদিবাসীদের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারেনি। অনেক খুঁজতে খুঁজতে মাম্বো বের করে ফেলল দুর্গে ঢোকার গোপন পথ। ঢুকল ভেতরে।

'দেখল, লাশ হয়ে পড়ে আছে দুশো পর্তুগিজ। বেঁচে আছে কেবল অপূর্ব-সুন্দরী একটা মেয়ে। না-খেতে পেয়ে, চোখের সামনে এতগুলো লোককে মরতে দেখে পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা।

'ওকে খেতে দিল মাম্বো। মেয়েটা খেল চুপচাপ, কিন্তু একটা কথাও বলল না মাম্বোর সঙ্গে। ভোরে ঘুম থেকে জেগে দেখল মাম্বো, মেয়েটা নেই। খুঁজতে লাগল সে। দেখল, দুর্গের ছাদ বা পাহাড়ের চূড়া কোনো এক জায়গায় হবে, টম ঠিকমতো বলতে পারেনি আমাকে, দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। পরনে ধবধবে সাদা পোশাক।

'মেয়েটাকে বার বার নেমে আসতে বলল মাম্বো। কিন্তু কাজ হলো না। উল্টো ভয়ঙ্কর সব অভিশাপ দিতে লাগল মেয়েটা। বলল, "আমার হবু স্বামীকে খুন করেছে ওরা। খুন করেছে আমার ভাই-বোন-বাবা-মাকে। আমার বন্ধুরাও বেঁচে নেই। আমিও আর বাঁচতে চাই না। সঙ্গে করে সোনা এনেছিলাম আমরা, সেই সোনা, আজ থেকে অভিশপ্ত। কোনো কালো লোক খুঁজে পাবে না ওই গুপ্তধন। কোনো পুরুষও পাবে না। খোঁজার চেষ্টা করলে মরবি তোরা। আমি আবার আসবো। ততদিন পাহারা দিবি তুই। মনে রাখিস, আমার আদেশ না-মানলে মরবি তোরা। ঠিক আমাদের মতো না-খেতে পেয়ে।"

'কথা শেষ করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। পরে অনেক খুঁজেও ওর লাশ পাওয়া যায়নি।

'ফিরে এল মাম্বো। ওর গোত্রের লোকদেরকে খুলে বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরো ঘটনা। ভালোমতোই জানিস, কালো-মানুষরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়; পুরো ঘটনা আর অভিশাপের কথায় ভয়ে আধমরা হয়ে গেল একেকজন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত জায়গাটাকে পবিত্র বলে মানে ওরা। নিজেরা তো কাছে যায়ই না, অন্য কাউকেও যেতে দেয় না। আজও ওই জায়গায় লুকানো আছে সব সোনা।

'টম জ্যাকসনকে এসব কথা বলল মলিমো। মুমূর্ষু টম এ-কাহিনী শুনে সুস্থ হয়ে গেল—পারলে তখনই ছোটে সোনা খুঁজতে এমন অবস্থা। কিন্তু মলিমো কিছুতেই ওকে যেতে দিল না।

'টমের থেকে গুপ্তধনের কাহিনীটা এভাবেই জানতে পারি আমি। আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায় বেচারা। বোয়াদের একটা কবরস্থানে কবর দেয়া হয় ওকে। এর কিছুদিন পর আমার পার্টনার হয় মেয়ার। তখন ওকে গল্পটা বলি আমি। দু'জনে মিলে ঠিক করি, যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন যাবো ব্যামব্যাটসিতে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো পর্তুগিজদের লুকানো সোনা।

'বণিকের বেশে গেলাম সেখানে। দেখা করলাম মলিমোর সঙ্গে। বললাম, আমরা টম জ্যাকসনের বন্ধু। গুপ্তধনের কাহিনীটা সত্য কি না জানতে চাইলাম। লোকটা কী বলল জানিস?'

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল কৌতূহলী বেনিটা, 'কী?'

'বলল, আকাশের সূর্য যেমন সত্যি, গুপ্তধনের কাহিনীটাও নাকি তেমন সত্যি। একটা নতুন জিনিস জানতে পারলাম মলিমোর থেকে,' থামলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'কী?' জিজ্ঞেস না-করে পারল না বেনিটা।

'ওই পর্তুগিজ মেয়েটার নাম।'

'তা-ই? কী নাম মেয়েটার?'

'ওই মেয়েটার নাম ছিল বেনিটা ফেরেইরা।'

চমকে উঠল বেনিটা। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কাকতালীয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বেনিটা বা ফেরেইরা নামে অনেক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েকেই খুঁজে পাওয়া যাবে।'

'তা যাবে,' একমত হলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'কিন্তু ফেরেইরা তোর মায়ের নাম। এত মিল কি পাওয়া যাবে কোথাও?'

চুপ করে রইল বেনিটা। বাবার প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'যা-ই হোক,' বলে চললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'মলিমোকে বললাম, দুর্গে ঢুকতে চাই আমরা। সরাসরি মানা করে দিল সে। বলল, বেনিটা ফেরেইরা নামের ওই মেয়েটা আবার না-আসা পর্যন্ত কাউকেই ঢুকতে দেবে না দুর্গে। দুর্গ ছাড়া যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারি আমরা, কিন্তু ভুলেও দুর্গের দিকে পা বাড়ানো যাবে না, নিষেধ অমান্য করলে ফল ভালো হবে না আমাদের জন্যে। কী আর করা, এদিক-ওদিক খুঁড়তে লাগলাম আমরা। পেলাম কিছু চুড়ি, তার, গুটি–সবই সোনার। একটা সোনার-কয়েনও পেয়েছিলাম। এই যে কয়েনটা,' টেবিলের উপর, বেনিটার সামনে একটা কয়েন রাখলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কয়েনটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল মেয়েটা।

মিস্টার ক্লিফোর্ড বললেন, 'পুরনো দিনের কয়েন খুব ভালোমতো চেনে এমন একজনকে কয়েনটা দেখাই আমি। লোকটা বলল, কয়েনটা নাকি খুব পুরনো–ভেনিসের ম্যাজিস্ট্রেটের আমলের।

'তবে আর কিছু খুঁজে পাইনি আমরা। তাতে উৎসাহ তো কমলই না, বরং সিদ্ধান্ত নিলাম রাতের বেলায় চুরি করে ঢুকবো দুর্গে। একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গটা। পাহাড় বেয়ে উঠতে আরম্ভ করামাত্রই দেখি, দলবল নিয়ে মলিমো হাজির। আমাদের দু'জনকে টেনে নামাল ওরা। ভয়ঙ্কর গলায় বলল মলিমো, "চলে যাও ব্যামব্যাটসি ছেড়ে। নইলে তোমাদেরকে খুন করবো আমরা।" পালালাম আমরা। তারপর আর কোনোদিন যাইনি ওদিকে।' কথা থামিয়ে পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উদাসদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে জেকব মেয়ার। হাতে ধরা কয়েনটা আরেকবার দেখল বেনিটা। জিনিসটার মাঝখানে একটা ফুটো।

'ওটা রেখে দে তুই,' মেয়েকে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'তোর ব্রেসলেটে এঁটে যাবে।''

'ধন্যবাদ,' মুখ তুলল বেনিটা। 'আজ হঠাৎ এত লম্বা-চওড়া গল্প শোনালে কেন আমাকে?'

উত্তর না-দিয়ে মেয়ারের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়ার। হাঁটা ধরল রান্নাঘরের উদ্দেশে।

কয়েনটা নিজের ব্রেসলেটে আটকে নিল বেনিটা। ব্রেসলেটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল সে।

ছয়

তিনজন আদিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে ডাইনিংরুমে ফিরে এল জেকব মেয়ার। দরজা দিয়ে ঢোকামাত্র বেনিটার উপর চোখ পড়ল ওদের চারজনের। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ওরা।

বেনিটার পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। জ্বলন্ত ল্যাম্পের আলো সরাসরি পড়ছে ওর উপর। মনে হচ্ছে ল্যাম্প থেকে নয়, বেনিটার শরীর থেকে আলোটা বের হচ্ছে যেন।

কাঁপা কাঁপা আঙুল তুলে বেনিটার দিকে ইঙ্গিত করল একজন আদিবাসী। ফিসফিস করে বলল সঙ্গীদেরকে, 'পাহাড়ের প্রেতাত্মা!'

মেয়ারের কানে গেল কথাগুলো। কৌতূহলী হয়ে নিচু কণ্ঠে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করল সে, 'কীসের পাহাড়? কীসের প্রেতাত্মা?'

'এই মেয়েটাই প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায় আমাদের ব্যামব্যাটসিতে! আমরা নিজের চোখে দেখেছি একে।'

বেনিটা খেয়াল করল, ওর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করছে লোকগুলো। বুঝতে অসুবিধা হলো না ওর, ওকে নিয়েই আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলছে মেয়ার। কিন্তু কী বলছে বুঝতে পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

আদিবাসীদের একজন এগিয়ে এল বেনিটার দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেয়েটার সামনে। হাত রাখল মেঝের উপর। উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল বেনিটার দিকে। কিছুক্ষণ পর একই কাজ করল বাকি দু'জন। বেনিটা বুঝল, লোকগুলো সম্মান জানাচ্ছে ওকে।

"সম্মান" জানানো শেষ হলে হাঁটু ভাঁজ করে বসল ওরা। বসেই রইল চুপ করে। লোকগুলোকে ভালোমতো দেখল বেনিটা।

সবাই লম্বা, কিন্তু রোগা। গায়ের রঙ গাঢ়, কিন্তু নিগ্রোদের মতো কালো নয়। মূর্তির মতো আবেগহীন চেহারা। এদের পূর্বপুরুষ সম্ভবত মিশরীয় বা ফোনেশিয়ান।

মেয়ার বলল, 'মিস্টার ক্লিফোর্ড, দোভাষীর কাজটা আপনিই করুন। এই লোকগুলোর সঙ্গে আমাদের যা-কথাবার্তা হবে মিস্ বেনিটাকে সেসব বুঝিয়ে বলবেন আপনি।' আদিবাসীদের দিকে তাকাল সে। যুলু ভাষায় বলল, 'তোমাদের নাম বলেছ টামাস, টামালা আর হোবা। টামাস, তুমি হচ্ছ মলিমোর ছেলে। টামালা আর হোবা হচ্ছ টামাসের ঘনিষ্ঠ সহচর। ঠিক বলেছি?'

মাথা ঝাঁকাল ওরা তিনজন।

'ভালো।' ডান তর্জনীর ইশারায় বেনিটাকে দেখাল মেয়ার, 'এই ভদ্রমহিলাকে তোমাদের কাহিনীটা শোনাও এবার। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে তিনিও জড়িত।'

মুখ খুলল টামাস, সেটা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেরেছি।' শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে বেনিটাকে আরেকবার দেখল সে। তারপর বলে চলল, 'একটা বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি আজ। খুলেই বলি ব্যাপারটা।

'মাটাবিলি গোত্রের রাজা লোবেঙ্গুলাকে উপহার পাঠানোর কথা ছিল বাবার। কিন্তু পাঠাননি তিনি। বাবা পছন্দ করেন না লোকটাকে। কারণ জোর করে ক্ষমতা দখল করেছে লোবেঙ্গুলা। তার গোত্রের লোকজনের মত না-নিয়েই। তা ছাড়া ওরা সংখ্যায় বেশি বলে সবসময় অত্যাচার করে আমার ওপর। উপহার না-পেয়ে মনে সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছে লোকটা। অপমানিত হয়েছে নিজের লোকজনের কাছে। ঠিক করেছে প্রতিশোধ নেবে আমাদের ওপর।

'সামনের গ্রীষ্মে একদল যোদ্ধা পাঠাবে সে। ওরা খুন করবে বাবাকে। পুড়িয়ে ছাই করে দেবে আমাদের গ্রামটা। তাড়িয়ে দেবে আমাদেরকে। আমাদের গুপ্তচররা এসব খবর নিয়ে এসেছে। মাটাবিলিরা আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সংখ্যায় যেমন বেশি, তেমনি অস্ত্রশস্ত্রও আছে প্রচুর। তা ছাড়া অনেক বছর হলো যুদ্ধ করে না আমাদের সৈন্যরা। তাই যুদ্ধের কলাকৌশল সব ভুলে গেছে ওরা। লোবেঙ্গুলার বাহিনীকে ঠেকানোর কোনো উপায় নেই এখন।

'চার বছর আগে আপনারা দু'জন,' "আপনারা দু'জন" বলতে মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মেয়ারকে বোঝাল টামাস, 'ব্যামব্যাটসিতে যান। সে-সময় আপনাদের কাছে অদ্ভুত এক অস্ত্র দেখেছিলাম। নাম বন্দুক। বন্দুকের এমনই গুণ—শিকারের কাছেও যেতে হয় না, দূর থেকে চালালেই মারা যায় শিকার। এখন আমাদের দরকার বন্দুক। কেন দরকার জানেনই তো আমাদের গ্রামের চারদিকে উঁচু দেয়াল আছে। সেগুলোর আড়ালে থেকে লোবেঙ্গুলার সৈন্যদের উপর বন্দুক চালালে কচুকাটা হয়ে যাবে ওরা। কারণ ওরা যুদ্ধ করে বল্লম দিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনারা যদি আমাদেরকে একশো বন্দুক আর পাউডার-বুলেট দেন এবং সেগুলো কীভাবে চালাতে হয় শিখিয়ে দেন, তা হলে বিনিময়ে আপনাদেরকে পর্তুগিজদের গুপ্তধন খুঁজতে দেবো আমরা। আগের বার বাধা দিয়েছিলাম, তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আপনাদেরকে; এবার বাধা নিজে আপনাদেরকে নিয়ে যাবেন ওই পাহাড়ে। আমাদের গ্রামে যতদিন খুশি থাকতে পারবেন আপনারা। শুধু তা-ই নয়, যা-চাইবেন সামর্থ্যে কুলালে দেবো আমরা। গুপ্তধন খুঁজে পেলে সব হবে আপনাদের। একটা কয়েন পর্যন্ত চাইবো না আমরা। একটা কথা বলে রাখি—সাদা কাপড় পরা যে-প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে, যে-প্রেতাত্মার অভিশাপ আছে ওই গুপ্তধনের উপর; সে-প্রেতাত্মা বলেছে কোনো কালো মানুষ পাবে না ওই সোনা, কোনো পুরুষ মানুষও পাবে না।

'আপনারা রাজি থাকলে আমরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো আপনাদেরকে। কিন্তু সঙ্গে চাকর-বাকর বা বন্ধু-বান্ধব কাউকে নিতে পারবেন না। আপনারা তিনজনই কেবল যেতে পারবেন।'

খুশিতে জ্বলজ্বল করছে মেয়রের দু'চোখ। অতিরিক্ত আগ্রহে হাতে হাত ঘষছে সে। মিস্টার ক্রিফোর্ড সন্তুষ্ট, কিন্তু চিন্তিত। আর বেনিটা ভুগছে সিদ্ধান্তহীনতায়।

সাদা মানুষগুলো চুপ করে আছে দেখে আবার মুখ খুলল টামাস; কিন্তু এবার আগের মতো স্পষ্ট নয় ওর কণ্ঠ, বরং কেমন যেন ফিসফিসে, 'এই কয়েকদিন আগে মেয়েটাকে দেখা গেছে—দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের চূড়ায়। পরে আমাকে বলেছে মেয়েটা, মাটাবিলিরা হামলা করবে আমাদের উপর। গুপ্তচরদের খবরটা প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি আমি, কিন্তু মেয়েটা বলার পর আর কোনো সন্দেহ নেই আমার মনে।'

মেয়র জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটাকে দেখা গেছে মানে? কে দেখেছে?'

'আমি দেখেছি, টাম্বালা আর হোবাও দেখেছে। দেখেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও অনেকেই। মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়ের মাথায়। বাবাও দেখেছে। পরে, রাতে ঘুমের মধ্যে বাবা কথা বলেছে মেয়েটার সঙ্গে।'

'তা-ই নাকি?' নাক কুঁচকাল নাস্তিক মেয়ার। 'মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'ঠিক এই ভদ্রমহিলার মতো,' ইঙ্গিতে বেনিটাকে দেখাল টামাস। 'হুবহু এক। কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের গ্রামে নিয়ে চলুন এঁকে। ওই মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখি!'

হাসল মেয়ার।

'আপনারা আমাদের প্রস্তাবে রাজি আছেন?' জিজ্ঞেস করল টামাস।

'কাল সকালে জানাবো তোমাদের,' বলল মেয়ার। 'একশোটা বন্দুক আর বারুদ-গুলি যোগাড় করা মুখের কথা না। তা ছাড়া ওসব কিনতেও খরচ হবে প্রচুর। সুতরাং টাকার হিসেবটাও করতে হবে।...রাতটা এই ফার্মেই কাটাও তোমরা।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল টামাস আর ওর দুই সঙ্গীর মুখ। ভাবল, ওদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছে সাদা লোকগুলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। তারপর মাথা ঝাঁকাল টামাস। জামার নীচে লুকানো একটা থলে বের করল। প্যাঁচ খুলে ভিতর থেকে বের করল একটা নেকলেস। সেটা দেখে হাঁ হয়ে গেল মেয়ার।

হাঁ হওয়াই স্বাভাবিক। নেকলেসটা যেমন সুন্দর, তেমন অদ্ভুত। সচরাচর দেখা যায় না এমন। ছোট ছোট কতগুলো সোনার-শিকল কায়দা করে একটার-সঙ্গে-আরেকটা আটকে বানানো হয়েছে নেকলেসটা। প্রতিটা শিকল থেকে ঝুলছে একটা করে ষড়ভুজাকৃতির হীরা। নেকলেসটার ঠিক মাঝখানে ঝুলছে একটা ক্রুসিফিক্স—একটা সোনার ক্রস, তাতে যিশুখ্রিস্টের দেহ খোদাই করা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টামাস বলল, 'একটা ইতিহাস আছে এই নেকলেসের। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় পর্তুগিজ মেয়েটার গলায় ছিল এটা। পানিতে পড়ার আগে একটা পাথরে বাড়ি খায় সে। নেকলেসটা ভেঙে ছুটে যায় ওর গলা থেকে। রয়ে যায় ওই পাথরের উপরেই। আমার পূর্বপুরুষ মাম্বো খুঁজে পান সেটা। মেরামত করিয়ে নেন পরে।' নেকলেসটা বেনিটার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'ব্যামব্যাটসির মানুষদের পক্ষ থেকে আপনার জন্যে সামান্য একটা উপহার। কিন্তু কথা দিতে হবে আপনাকে, সব সময় আপনি পরবেন নেকলেসটা।'

টামাসের কথাগুলো বেনিটাকে বুঝিয়ে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

ইতস্তত করছে বেনিটা। এখনও ওর দিকে নেকলেসটা বাড়িয়ে ধরে আছে টামাস। নেকলেসটার দাম কত হবে জানে না বেনিটা। তবে নিশ্চিত যে, ওটার চেয়ে দামি কোনো কিছু দেখেনি এ-জীবনে। হুট করে এত দামি উপহার নিতে অস্বস্তি হচ্ছে খুব। কিন্তু নেকলেসটা না-নিলে মনে খুব দুঃখ পাবে টামাস। চোখে-মুখে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে লোকটা।

উঠে দাঁড়াল বেনিটা। হাত বাড়িয়ে নেকলেসটা নিল। বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। ব্যামব্যাটসির মানুষরা খুব ভালো। তাদের জন্য আমার পক্ষে যা-যা করা সম্ভব করবো আমি।' নেকলেসটা গলায় পরল সে।

মাথা ঝুঁকিয়ে বেনিটাকে সম্মান জানাল টামাস, টামালো আর হোবা। তারপর তিনজনই বেরিয়ে গেল ডাইনিংরুম ছেড়ে।

মেয়ের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'এবার বল্ তোর মত কী।'

'আমার কিছু বলার নেই। টামাসকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে মলিমো। সাহায্যও চেয়েছে তোমাদের কাছে।'

'তুই ব্যামব্যাটসিতে যাবি কি না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যাবো। কিন্তু গুপ্তধনের লোভে না। কেন যেন পুরো ব্যাপারটা এখনও গল্প বলেই মনে হচ্ছে আমার। আমি যাবো জায়গাটা দেখতে, বিপদে পড়া লোকগুলোকে সাহায্য করতে। তবে হ্যাঁ, ওরা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তা হলে কিন্তু কিছু করার নেই আমাদের।'

'মানে?'

'মানে আগে আমাদেরকে বন্দুক দিতে হবে, বন্দুক চালানো শেখাতে হবে। এরপর মলিমো আমাদেরকে নিয়ে রওনা হবে দুর্গের পথে। মানে আগে ওদের প্রয়োজন মেটাবে, তারপর আমাদের কথা ভাববে ওরা। তখন ওদেরকে কুসংস্কার পেয়ে বসবে না–নিশ্চিত হচ্ছ কী ভাবে?'

চেঁচিয়ে উঠল অধৈর্য মেয়ার, 'লক্ষ কোটি টাকার সোনা। পেতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে আমাদের। এর চেয়ে ভালো কোনো সুযোগ আর কখনও পাবো না আমরা। টামাস কী বলেছে? উপহার না-পাওয়ায় রেগে আগুন হয়েছে লোবেঙ্গুলা। একদম বাজে কথা। আমার বিশ্বাস হয় না একটুও। হয় মিথ্যে বলেছে টামাস, নইলে সে একটা বোকা। আসলে পর্তুগিজদের গুপ্তধনের কথা শুনে জিভ দিয়ে পানি পড়ছে লোবেঙ্গুলার। যেভাবে হোক সব সোনা হাতিয়ে নেয়ার মতলব করেছে লোকটা। উপহার, অপমান–এসব একেবারেই খোঁড়া অজুহাত। শুনে রাখুন, মিস্ ক্লিফোর্ড, আমরা সাহায্য না-করলে ব্যামব্যাটসি জ্বালিয়ে ছাই করবেই লোবেঙ্গুলা। তারপর ঠিকই তুলে নিয়ে যাবে সব সোনা।'

মিস্টার ক্লিফোর্ড বললেন, 'ব্যামব্যাটসির লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে–শুধু এটাই না, আরও ঝুঁকি আছে। এক জাতের মাছি আছে সেখানে। কামড়ালে এমন জ্বর হবে যে, বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না এক মাস। তার ওপর পুরো জায়গাটা বুনো জন্তু-জানোয়ারে ভরা। যে-কোনো সময় বিপদ ঘটতে পারে।' মেয়ারের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেনিটাকে বাদ দিয়ে আমরা দু'জন যেতে পারি সেখানে।'

'কোনো লাভ হবে না। কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন যে মিস্ বেনিটা এখানে একা থাকলে নিরাপদে থাকবেন? টামাস, টামালা আর হোবা মিস্ বেনিটাকে কেমন সম্মান করেছে সেটাও ভেবে দেখুন একবার। ওরা পর্তুগিজ মেয়েটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে মিস্ বেনিটাকে। সুতরাং তিনি সঙ্গে থাকলে উপকার বৈ অপকার হবে না আমাদের।'

'নিজেকে নিয়ে ভাবছি না আমি,' বলল বেনিটা। 'আমার কপালে যদি যাম্বেযির তীরেই মরণ লেখা থাকে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে তোমাদের দু'জনেরই বিপদ বেশি। তোমাদের দু'জনকে নিয়েই বেশি চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'বিপদ?' হাসলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'এ-জীবনে তো বিপদ নিয়ে কম খেলিনি, মরার আগে না-হয় আরেকটু মজা পেয়ে গেলাম!'

'আমার ওসব মজা-ফজা দিয়ে কাজ নেই,' বাপ-মেয়ের কথার মাঝখানে বাগড়া দিয়ে বসল মেয়ার। 'আমার চাই সোনা, টাকা, ক্ষমতা। সুযোগ যখন এসেছে, তখন সেটা হাতছাড়া করা যাবে না কিছুতেই।'

মেয়ারের অর্থ-লালসা দেখে বিরক্ত হলো বেনিটা। ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তা হলে যাচ্ছি আমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মেয়ার, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল বেনিটা। 'গুডনাইট।' ডাইনিং-রুম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেল সে।

বেনিটা চলে যাওয়ার পর মুখ খুললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'বুঝতেই পারছো, মেয়ার, বন্দুকগুলি এসব তোমাকেই যোগাড় করতে হবে। কতদিন লাগবে তোমার কাজটা করতে? আর খরচ হবে কেমন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এক সপ্তাহ। সোজা ওয়াকারস্ট্রমে চলে যাবো। পোটজিটার আছে না?' কিন্তু মিস্টার ক্লিফোর্ড লোকটাকে চিনতে পারছেন না দেখে বলল মেয়ার, 'আরে ওই যে, অস্ত্র-বিক্রেতা বুড়ো লোকটা। ওর থেকে নেবো সব। টাটকা খবর আছে আমার কাছে—এই কয়েকদিন আগে একশো মার্টিনি আর একশো ওয়েস্টলি-রিচার্ড এনেছে ব্যাটা। দশ হাজার বুলেটও এনেছে। ধরুন,' মনে মনে হিসাব করল মেয়ার, 'ছ'শো পাউন্ডের মতো খরচ হবে আমাদের।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'ব্যাঙ্কে জমানো সব টাকা শেষ হয়ে যাবে।'

'হোক শেষ। বিনিময়ে কী পাচ্ছি আমরা ভেবে দেখেছেন একবার? পুরো ব্যাপারটা কেমন ব্যবসার মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে। টাকা লাগাও, ঝুঁকি নাও—কপালে থাকলে পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দেয়া যাবে বাকি জীবন।'

'কিন্তু তারপরও হাতে কিছু টাকা থাকা দরকার। কখন কী কাজে লাগে বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, সেটারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাগড়া দেখে বারোটা ঘোড়া বেছে দেবেন আমাকে। বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবো। ভালো দাম পাবো আশা করি। চাইলে আরও কিছু বেচতে পারেন—আমাদের ওয়্যাগন, ষাঁড়গুলো...'

'না, না, ওগুলো থাক। ব্যামব্যাটসিতে যাবার সময় কাজে লাগবে।' কথা আর বাড়ালেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। চলে গেলেন ডাইনিং-রুম ছেড়ে। মেয়ারও বেরিয়ে এল তাঁর সঙ্গে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় বাবাকে জিজ্ঞেস করল বেনিটা, 'কী ব্যাপার? মিস্টার মেয়ারকে দেখছি না যে?'

'খুব ভোরে উঠেই ওয়াকারস্ট্রমের পথে রওনা হয়ে গেছে সে। বন্দুক-বুলেট আনতে হবে না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শব্দ করে হাসল বেনিটা। 'লোকটার উৎসাহের দেখি কমতি নেই।'

মেয়ারের কথা শুনে মনে হয়েছিল সে যাবে, বন্দুক কিনবে আর ফিরে আসবে। কিন্তু এক সপ্তাহ হয়ে গেল অথচ ফেরার খবর নেই লোকটার।

মালপত্র সব গোছগাছ করে রেখেছে বেনিটা। যাতে মেয়ার ফিরলেই রওয়ানা হতে পারে ওরা। টামাস, টমালা আর হোবা এখনও ফার্মেই আছে। মিস্টার ক্লিফোর্ডই থাকতে বলেছেন।

ওদের সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করে বেনিটা আজকাল। প্রথম প্রথম ভয় পেয়ে দূরে চলে যেত লোকগুলো। এখন কমে এসেছে ভয়। তারপরও খুবই সম্মান করে বেনিটাকে। তিনজনই টুকটাক কথা বলে মেয়েটার সঙ্গে। আকার-ইঙ্গিত দেখে বুঝে নেয় বেনিটা।

লোকগুলো যুলু ভাষার চেয়েও কঠিন কোনো এক আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। যুলুদের মতো সাহসী নয় ওরা। যমের মতো ভয় পায় মাটাবিলিদের। চাষবাস করে আর ধাতুর জিনিসপত্র বানিয়ে দিন চালায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার আগে যুলু ভাষা জানত বেনিটা। চর্চার অভাবে ভুলে গিয়েছিল প্রায়। এই সাতদিনে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটা বিরাট উপকার হলো ওর। মাকালাঙ্গাদের ভাষাটা তো বটেই, যুলু ভাষাটাও আবার আয়ত্ত করতে পারল।

দশম দিন বিকেলে ফিরে এল মেয়ার।

দুটো স্কচ কার্ট নিয়ে এসেছে সে। সেগুলোতে কফিনের মতো দেখতে দশটা বড় বড় বাক্স। আরও আছে খুব ভারী আর ছোট-ছোট কতগুলো বাক্স। বেনিটার জন্য একটা রিভলভারও এনেছে।

তিন দিন পর, রোববার সকালে, রুই ক্রান্ট্য্ ছাড়ল ওরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করায় বলল, ট্রান্সভালের উত্তরে যাচ্ছি। শিকার করতে। কিছু মালপত্রও বেচাকেনা করতে হবে।

লেকটা ছাড়িয়ে চলে আসার পর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল বেনিটা।

বসন্তের শান্ত বাতাস খেলছে লেক খ্রিসির পানি নিয়ে। ছোট ছোট ঢেউ মাথা তুলে বেনিটাদের অদ্ভুত কাফেলাটা শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে যেন। বুনো পাখির ঝাঁক দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে লেকটার চারদিকে। শোনা যাচ্ছে গাছের পাতার মৃদু খসখস শব্দ। ফিসফিস করে ওরা বেনিটাকে বিদায় জানাচ্ছে যেন।

বুকের ভিতরে হু হু করে উঠল বেনিটার। ফার্ম হাউসটাকে বড় আপন বলে মনে হলো। মনে হলো আর কোনোদিন ফেরা হবে না এখানে। ব্যামব্যাটসির কোনো এক পাহাড়-চূড়ায় ঘটবে মরণ। নিজের বলতে যা-কিছু আছে ওর, সব হারিয়ে যাবে রবার্ট সিমারের মতো।

সামনে তাকাল বেনিটা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে ফেলল চোখের কোণে জমা হওয়া অবাধ্য অশ্রু।

সাত

টানা চার মাস চলার পর ব্যামব্যাটসির কাছাকাছি পৌঁছাল বেনিটাদের কাফেলা।

এক রাতে বেনিটারা ক্যাম্প করল পুরানো আর পরিত্যক্ত এক শহরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়্যাগনের কাছেই আগুন জ্বালানো হয়েছে। বিকেলে কয়েকটা পাখি শিকার করে এনেছে মেয়ার। ডিনারের জন্য সেগুলো রোস্ট করেছে বেনিটা। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে নিচ্ছে সে।

শহরটার চারদিকে ছোট-বড় টিলা। একটু পর পর অনেকগুলো পুরানো-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। একসময় লোকে থাকত এখানে। চাষবাস করে খেত। হাতের ডানে, অনেক দূরে ব্যামব্যাটসি পর্বতের উদ্ধত চূড়া। টামাস বলল, ওই পর্বতের পিছনেই নাকি যাম্বেযি নদী। ঠিক দশ মাইল সামনে একটা পাহাড়। চারদিক খোলা বলে রাতের আঁধারেও দেখা যাচ্ছে পাহাড়টা। অস্পষ্ট অবয়বটা দেখে মনে হচ্ছে পেটমোটা কোনো রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে বাঁকা হয়ে। ওটার পরেই ব্যামব্যাটসি গ্রাম।

টামাস আর টামালা আছে বেনিটাদের সঙ্গে। হোবা থামেনি, ওদেরকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে সামনে। বেনিটাদের যাওয়ার খবর মলিমোকে আগেই জানিয়ে রাখতে চায়।

খাওয়া শেষে চারদিক ঘুরে দেখতে বের হলো বেনিটা। একটা পুরানো বাড়ির সামনে এসে থামল।

পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আরও পুরানো দেখাচ্ছে বাড়িটা। অটুট নিস্তব্ধতায় আরও একাকী মনে হচ্ছে। কাছেই একটা বাওবাব গাছ। কে জানে কত কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা!

পিছনে পায়ের-শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেনিটা। টামাস এসেছে।

কাছে এসে মাথা নুইয়ে বেনিটাকে সম্মান জানাল টামাস। বলল, 'একসময় এ-শহরে আমার পূর্বপুরুষরাই থাকত।'

চারমাসে মাকালাঙ্গাদের ভাষা খুব ভালোমতো শিখে নিয়েছে বেনিটা। বলতে বা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। জিজ্ঞেস করল সে, 'শহরটা তোমার পূর্বপুরুষদের জানলে কীভাবে? অন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারও তো হতে পারে?'

স্বভাবসুলভ অদ্ভুত উত্তর দিল টামাস, 'পাথর কথা বলতে পারে না। আত্মারা চুপ করে আছে। আর আমরা ভুলে গেছি অনেক কিছু। কিন্তু তারপরও আমি জানি। আমার বাপ-দাদা বলেছে আমাকে। আজ থেকে হাজার বছর আগে এখানে থাকত আমাদের পূর্বপুরুষরা। এমনকী পঞ্চাশ বছর আগেও থাকত। কিন্তু মাটাবিলিরা খুন করেছে ওদেরকে। মাটাবিলিদের হাতে মরতে মরতে দিন দিন কমছে আমাদের সংখ্যা। কিছু একটা করা না-গেলে একদিন মাকালাঙ্গা বলে কোনো জাতিই থাকবে না।...এদিকে আসুন, একটা জিনিস দেখাই আপনাকে।'

অল্প কিছুদূর হাঁটল ওরা। একটা খোঁয়াড়ের সামনে এসে থামল টামাস। যথেষ্ট বড় খোঁয়াড়টা। কিন্তু চারদিকের বেড়া খসে পড়েছে। বেড়ার চিহ্ন হিসাবে রয়ে গেছে কয়েকটা খুঁটি। ওই খুঁটিগুলোই খোঁয়াড়ের নীরব সাক্ষী।

ভিতরে পড়ে আছে অসংখ্য হাড়গোড়। মানুষের, জন্তু-জানোয়ারের। চাঁদের আলোয় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওসব। শিউরে উঠল বেনিটা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল টামাসের দিকে।

'আমাদের সঙ্গীসাথীদের আর গরু-বাছুরগুলোকে খুন করেছে মাটাবিলিরা। মোসেলিকাটসের সময় থেকেই ওরা পড়ে আছে এখানে। মাটাবিলিদের ভয়ে আমরা কবর পর্যন্ত দিতে পারিনি ওদেরকে। এখন বুঝতে পারছেন কেন আমাদের বন্দুক দরকার?...পর্তুগিজদের গুপ্তধন উদ্ধার করতে গেলে অভিশাপ নামবে আমাদের উপর। কিন্তু তাতে হয়তো সবাই মরবো না। হয়তো মায়া জাগবে ওই মেয়েটার মনে—আমাদের দুয়েকটা বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখবে সে। কিন্তু মাটাবিলিরা হামলা চালালে জ্যান্ত ছাড়বে না একজনকেও। সব মাকালাঙ্গা না-মরা পর্যন্ত শান্তি পাবে না লোবেঙ্গুলা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু বলল না বেনিটা। সরে এল খোঁয়াড়ের সামনে থেকে। ক্যাম্পের উদ্দেশে পা বাড়াল।

পরদিন ভোরের সময় রওয়ানা হলো ওরা। কিন্তু কিছুদূর যেতে-না-যেতেই বোঝা গেল যাত্রা খুব একটা সুখকর হবে না এবার। জায়গাটা পাহাড়ি, পথ ধীরে ধীরে উঠছে উঁচুতে। ওদের ওয়্যাগনগুলো টানছে সব মিলিয়ে চোদ্দোটা ষাঁড়। কিন্তু টানা চারমাস চলে জন্তুগুলো কাহিল, রুগ্ন। এগোনোর গতি শ্যামুকের চেয়েও ধীর।

'ফেরার সময়,' শোনা গেল মেয়ারের খেদোক্তি, 'বড় দেখে একটা বজরা নিতে হবে। এসব গরু-গাধা দিয়ে কাজ হবে না।'

'ফেরার সময় ঢাল বেয়ে নামবো আমরা, উঠবো না।' মনে করিয়ে দিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।'

'আপনি শুধু পথের কথা ভাবছেন। সি-সি মাছির কামড়ে গরুগুলোর কী অবস্থা হয়েছে সেটা দেখছেন না? আমার ঘোড়াটাকেও ছাড়েনি হারামি মাছিগুলো। বিষ ছড়িয়ে পড়েছে রক্তে। এজন্যেই এত কাহিল হয়ে পড়েছে সবগুলো। গতরাতেই মানা করেছিলাম ওরকম জংলা জায়গায় ক্যাম্প করতে।'

দুপুর নাগাদ ঢালটার মাথায় পৌঁছাতে পারল ওরা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সামনে। ব্যামব্যাটসির সেই বিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ এখন হাতের নাগালে যেন। গতরাতে দেখা পেটমোটা পাহাড়টা আরও কাছিয়ে এসেছে। সেটার পাদদেশে যাম্বেযি নদী। পাহাড়ের বেশ কিছু অংশ ঝুঁকে আছে নদীর উপর। উঁকি দিয়ে যাম্বেযিকে দেখছে যেন।

পাহাড়টাকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে নদীটা। চতুর্থ দিকটাও অরক্ষিত নয়। পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি উঁচু একটা গ্র্যানিটের পাহাড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। টামাস বলল, দু'পাহাড়ের মাঝখানে একটা বড় উপত্যকা আছে। ওটাই গ্রামে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢোকার রাস্তা। তবে বেনিটারা যেখানে থেমেছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না রাস্তাটা। কারণ সেটা ঢাকা পড়েছে পেটমোটা পাহাড়টার আড়ালে।

আরও এগোল ওরা। পাহাড়ের একধারে দেখা যাচ্ছে গভীর আর প্রাকৃতিক একটা গর্ত। জলপ্রবাহের খাত ছিল কোনো এক কালে। আট কি দশ একর জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা।

পাহাড়ের গা বৃত্তের মতো বেষ্টন করে তৈরি করা হয়েছে উঁচু উঁচু তিনটা দেয়াল। সবচেয়ে নীচের দেয়াল স্বাভাবিকভাবেই বেশি জায়গা ঘিরে আছে। মাঝখানের দেয়ালটা প্রথম দেয়ালের চেয়ে বেশ কিছুটা উঁচুতে। আরও উঁচুতে দেখা যাচ্ছে তিন নম্বর দেয়ালটা। নকশা আর নির্মাণশৈলীই বলে দিচ্ছে দেয়ালগুলো প্রাচীন কোনো জাতির বানানো। ওগুলো একনজর দেখেই বেনিটা বুঝল, পর্তুগিজ বনাম আদিবাসী যুদ্ধে আদিবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও দেয়ালগুলোর আড়ালে আশ্রয় নেওয়া পর্তুগিজদের কেন খুন করতে পারেনি। যত বড় বাহিনীই হোক, অত্যাধুনিক আর ভারী অস্ত্র না-থাকলে এ-এলাকা আক্রমণ করে কোনো লাভ নেই।

প্রাকৃতিক গর্তটার এপাশে ব্যামব্যাটসি গ্রাম। সত্তর কি আশিটার মতো কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। সবগুলোর অবস্থা শোচনীয়। কুঁড়েগুলো গোলাকার। মাটি আর খড় দিয়ে বানানো। গ্রামের বাইরে বর্গাকার বাগান আর ফসলের খেত। সেখানে ফুল-ফসলের চাষ করেছে গ্রামবাসীরা। ফসল তোলার মৌসুম এসে গেছে। বাতাসে দোল খাচ্ছে পাকা-ফসলের শিষ। কোনো গবাদি পশু দেখতে পেল না বেনিটা। অনুমান করল, ওগুলোকে নিয়ে নিরাপদ কোনো জায়গায় রেখেছে ব্যামব্যাটসির লোকেরা।

দু'পাহাড়ের মাঝখানের উপত্যকায় হাজির হলো ওরা। কাঁটাগাছ আর বড় বড় পাথর ফেলে সরু রাস্তাটাকে আরও সরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে গ্রামবাসীরা। যাতে হঠাৎ করে যে-কেউ ঢুকে পড়তে না-পারে। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এসে সেগুলো সরানোর কাজে লেগে গেল গ্রামের কয়েকজন শক্তসমর্থ পুরুষ। উপরের দিকে তাকিয়ে দেয়ালগুলো দেখতে লাগল বেনিটা।

উচ্চতায় তিনটা দেয়ালই ত্রিশ কি চল্লিশ ফুটের মতো। পুরুত্বে কমপক্ষে বিশ ফুট। বানানো হয়েছে গ্র্যানিটের ব্লক আর চুনসুরকি দিয়ে। গ্র্যানিটের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে অন্য-জাতের বহুরঙা পাথর। দেয়ালগুলোর বিশেষ বিশেষ জায়গায় গর্ত। বোঝাই যাচ্ছে এককালে লোহার ভারী গরাদ ছিল সেখানে। পরে ভেঙে পড়েছে বা চুরি গেছে।

'জায়গাটা চমৎকার!' বাবাকে বলল বেনিটা। 'আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। তুমি কি আগেরবার পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখেছ?'

'না। তিন নম্বর দেয়ালের ভেতরে যেতে পারিনি। শুনেছি একটা পুরনো মন্দির আছে সেখানে। সব সোনা নাকি লুকানো আছে ওই মন্দিরেই। আমাদেরকে ওখানে যেতে দেয়নি মাকালাঙ্গারা।'

টাশ্‌শ্‌ করে আওয়াজ হলো একটা। চমকে উঠে ফিরে তাকাল বেনিটা। ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ষাঁড়গুলো, সেগুলোকে সচল করতে চাবুক চালিয়েছে মেয়ার। বাধ্য হয়ে আগে বাড়ল জন্তুগুলো।

প্রথম দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ভাঙাচোরা কেল্লা। দেয়ালের গায়ে, বেশ-কিছুটা জায়গা নিয়ে কায়দা করে বানানো হয়েছে কেল্লাটার বিরাট ফটক। সেটা দেয়ালের সমান উঁচু প্রায়। বলতে গেলে এটাই ব্যামব্যাটসি গ্রামের সদর দরজা। সচরাচর বন্ধ থাকে দরজাটা। বেনিটাদের আগমন উপলক্ষে খোলা হয়েছে আজ। দেয়ালের গায়ে প্রধান ফটকের থেকে কিছুটা দূরে আরেকটা ছোট্ট দরজা আছে। যাতায়াতের জন্য এ-দরজাটাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবহার করে গ্রামবাসীরা। কেল্লার, তথা ব্যামব্যাটসি গ্রামের প্রধান ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল বেনিটাদের কাফেলা।

ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। ছোট ছোট কতগুলো বাড়ি ছিল সেখানে এককালে। এখনও আছে, তবে সেগুলোকে বাড়ি না-বলে বাড়ির ধ্বংসস্তূপ বলাই ভালো। দেয়াল ধসে পড়েছে। ইট-কাঠ-পাথর সব উধাও। গ্রামবাসীরাই সেগুলো কাজে লাগিয়ে দিয়েছে বোধ হয়। ধসে পড়া বাড়িগুলো ঢেকে গেছে ঘাস, গাছ আর গুল্মে। ওগুলোর নীচে এককালে মানুষের বসতি ছিল—বুঝতে কষ্ট হয়। মন্দিরের পুরোহিতরা বা সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনরা বোধ হয় থাকত এখানে, অনুমান করল বেনিটা।

একশো পঞ্চাশ গজের মতো এগোনোর পর দ্বিতীয় দেয়ালটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। এটার অবস্থা প্রথমটার চেয়ে কিছুটা নড়বড়ে। তবে একটা কাজ করতে পেরেছে চল্লিশ ফুট লম্বা দেয়ালটা—দুপুরের সূর্যকে ঠেকিয়ে দিয়েছে ভালোমতোই। বেশ বড় একটা ছায়া পড়েছে বহু-ব্যবহারে ঘাস-উঠে-যাওয়া পথের উপর। সেই ছায়ায় সারি করে বসে আছে প্রায় দুশো পুরুষ। বেনিটাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য এখানে জড়ো হয়েছে ওরা।

লোকগুলোর থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে রাশ টানল মেয়ার। নেমে পড়ল ওরা। ওয়্যাগন আর মালপত্রের দায়িত্ব দিল টামালাকে। তারপর হাঁটা ধরল ওরা। পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে টামাস। বেনিটা মাঝখানে, ওর ডানে মিস্টার ক্লিফোর্ড, বামে মেয়ার।

উঠে দাঁড়াল লোকগুলো। সবাই বেশ লম্বা। কিন্তু সুঠাম নয়, বরং দুবলা। তবে চেহারা ভালো। সবার চোখে-মুখে বিষণ্নতা। অদ্ভুত এক বিষাদে ওদের মন ছেয়ে আছে যেন। আসন্ন মৃত্যু বা সম্ভাব্য দাসত্বের আতঙ্ক মুখের ভাবে। বেনিটার মনে হলো লোকগুলো ওকেই দেখছে।

একপাশে, মোটামুটি খোলা একটা জায়গায় হাঁটু ভাঁজ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাটিতে বসে আছে এক লোক। কারুকর্যময় একটা কম্বল দিয়ে মাথা-থেকে-ঘাড়-পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে সে। ফলে দেখা যাচ্ছে না ওর চেহারা। কিন্তু লোকটা কে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

ওর সামনে তিনটা টুল। টুলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল টামাস। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল বেনিটারা।

'একটু অপেক্ষা করতে হবে,' বিনয়ী কণ্ঠে বলল টামাস। 'বাবা প্রার্থনা করছেন।'

বেশ কিছুক্ষণ পর শেষ হলো মলিমোর প্রার্থনা। অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকি দিল সে। ছিটকে পড়ে গেল কম্বল।

বয়সের ভারে মলিমোর সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। ওর চেহারা সন্ন্যাসীদের মতো। তাতে অদ্ভুত সুন্দর সৌম্য ভাব। কালো চোখের-তারায় নিষ্প্রাণ, শূন্য দৃষ্টি। সেই চোখে চোখ পড়লে ধক করে ওঠে বুকের ভিতর। মনে হয় মরে গেছে লোকটা, কিংবা যাদু করা হয়েছে ওকে।

মলিমো এত পাতলা যে, চাইলে ওর হাড়গোড় গোনা যাবে। পর পর তিনবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তারপর একে একে তাকাল মিস্টার ক্লিফোর্ড, মেয়ার আর বেনিটার দিকে। বেনিটাকে দেখে ভাবের প্রকাশ ঘটল ওর দু'চোখে। খুশিতে নেচে উঠল চোখজোড়া। নিচু, কোমল গলায় বলল, 'শ্বেত-কুমারী, তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে আমার কাছে। তোমার ডানে মৃত্যু, বামে মৃত্যু। সামনে আর পিছনেও পাহারা দিচ্ছে সে। কিন্তু ভয় পেয়ো না—সুখ আর শান্তি পাবে তুমি। এই ব্যামব্যাটসিতে ঘুরে বেড়ায় আরেক শ্বেত-কুমারী, তুমি তো ওরই ছায়া। তুমি ওরই মতো পবিত্র আর সুন্দরী। একদিন তোমাকে সাহায্য করবে সে।'

কথাগুলো হেঁয়ালি বলে মনে হলো বেনিটার কাছে। কিছুই বুঝল না সে। বোঝার চেষ্টাও করল না। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মলিমোর দিকে।

বলে চলল মলিমো, 'সাদা মানুষেরা, আমার দেশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাদেরকে স্বাগতম। কষ্ট করে এসেছ তোমরা। দেবতারা চাইলে সেই কষ্টের পুরস্কার পাবে।' টামাসের দিকে তাকাল সে। 'ভালো কাজ দেখিয়েছ। ঠিকমতো পালন করেছ তোমার দায়িত্ব।' বলে মুখ ফিরাল আবার, দেখল বেনিটাকে। 'শ্বেত-কুমারী, অনেক দূর থেকে এসেছ তোমরা সবাই। তোমাদের চেহারাই বলে দিচ্ছে তোমরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। সুতরাং পেট ভরে খেয়ে বিশ্রাম নাও সবাই। তবে যাবার আগে একবার তাকাও আমার লোকগুলোর দিকে। চাইলে গোনা যাবে ওদেরকে। কিন্তু একসময় সংখ্যায় এরচেয়ে অনেক বেশি ছিলাম আমরা–গাছের পাতার মতো। নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কী ঘটেছে?'

উত্তরটা জানে বেনিটা। তারপরও চুপ করে রইল। মলিমোর কথার মাঝখানে বাধা দিতে ইচ্ছে করছে না।

'আমার দাদার আমলের ঘটনা। চাকার জেনারেল মোসেলিকাটসে আক্রমণ করল আমাদেরকে। পর্তুগিজদের ঘটনাটার পর থেকেই কিছু একটা হয়েছে আমাদের। লড়তে পারি না আমরা। অস্ত্র চলে না আমাদের হাতে। যোদ্ধাদের শরীরেও আগের মতো শক্তি নেই আর। চাষবাস করে খাই। অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। মোসেলিকাটসে এত খুন করল যে, যাম্বেযি রক্তের নদী হয়ে গেল। সেসব যদি তোমরা দেখতে! গত বসন্তে আক্রমণ করল লোবেঙ্গুলা। সাধ্যমতো বাধা দিলাম আমরা। কিন্তু পারলাম না ওর শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওরা আমাদের গরু-বাছুর সব নিয়ে গেল। নিয়ে গেল যুবতী মেয়েগুলোকেও।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মলিমো। 'মেয়েগুলো এখন মাটাবিলিদের দাসী। কিন্তু এতেও মন ভরেনি লোবেঙ্গুলার। আরও গরু, আরও মেয়ে চাই ওর। তাই আমার কাছে পাঠাল দূত। দূত বলল, উপহার হিসেবে গরু আর মেয়ে না-পাঠালে অপমানিত হবে ওদের রাজা। গতবার সব নিয়ে গেছে ওরা। আমি এখন গরু কোথায় পাবো? আর মেয়েগুলোকেই বা কীভাবে ওর হাতে তুলে দেই?' কেঁদে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মেয়ার। উঠে দাঁড়াল বেনিটা। এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াতে লাগল আপনমনে। হঠাৎ একটা হই-চই শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে।

লম্বা-চওড়া তিনজন লোক বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে মলিমোর দিকে। মাকালাঙ্গাদের সঙ্গে কোনো মিলই নেই ওদের।

বর্ম পরে আছে তিনজনই। বাম হাতে ঢাল, ডান হাতে লম্বা বর্শা। মাথায় চকচকে ধাতব চাকতি। তাতে কালো উটপাখির-পালক। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে পশুর চামড়ার পোশাক, আদিবাসীদের ভাষায় যার নাম মুচা। হাঁটুর নীচে বেঁধেছে ষাঁড়ের লেজ।

লোকগুলো কখন ঢুকে পড়েছে গ্রামে টেরই পায়নি কেউ!

'মাটাবিলি! মাটাবিলিরা এসে ঢুকেছে আমাদের গ্রামে!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কয়েকজন।

'পালাও!' কী করবে বুঝে উঠতে না-পেরে কাপুরুষের মতো পরামর্শ দিল কেউ কেউ। 'কেল্লায় গিয়ে লুকাও।'

'না!' পরামর্শটা মেনে নিতে পারল না কয়েকজন, 'ওরা মাত্র তিনজন। খুন করে ফেলো ওদেরকে!'

একটুও ঘাবড়াল না মাটাবিলিরা। মাকালাঙ্গাদের দৌড় জানা আছে ওদের। লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল মলিমোর সামনে। কী ঘটছে জানার জন্য বেনিটাও এগিয়ে গেল। কাজ ফেলে চলে এলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মেয়ারও।

'কী চাও?' মলিমোর কণ্ঠ শুনে বেনিটার মনে হলো, প্রশ্ন না-করে হুমকি দিয়েছে বুড়ো। রাগে কাঁপছে লোকটা।

'ভালোমতোই জানেন কী চাই,' বলল মাটাবিলিদের একজন। 'আমরা লোবেঙ্গুলার দূত।'

'আমার গ্রামে ঢোকার সাহস হলো কী করে তোমাদের?'

হাসল মাটাবিলিরা। একজন বলল, 'কাপুরুষদের গ্রামে ঢুকতে হলে আবার সাহসের দরকার পড়ে নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাল হয়ে গেল মলিমো আর ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টামাসের চেহারা।

'যা-বলতে এসেছ বলে কেটে পড়ো তাড়াতাড়ি। নইলে...'

'নইলে কিছুই করতে পারবেন না আপনি,' মলিমোকে কথা শেষ করতে দিল না আগন্তুকদের একজন। 'আমাদের গায়ে ফুলের টোকাটাও দিলে আজই ব্যামব্যাটসিতে হামলা করবে আমাদের বাহিনী। একজন মাকালাঙ্গাও বাঁচতে পারবে না।'

'কী বলতে এসেছ তোমরা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলো মলিমো।

'আমাদের রাজা যা-বলতে চান আপনাকে।'

'কী বলতে চায় শয়তান লোবেঙ্গুলা?'

রাজার-বাণী মুখস্থ আউড়াতে আরম্ভ করল একজন মাটাবিলি, 'গত বছর গরু আর যুবতী-মেয়ে চেয়েছিলাম আমি। ব্যামব্যাটসির নেতা মলিমো, তুমি আমার দাবি পূরণ করোনি। আজ আবার আমার লোকদেরকে পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। নিজেদের ভালো চাইলে পঞ্চাশটা গাভী আর পঞ্চাশটা ষাঁড় দিয়ে দাও। সঙ্গে লোক দেবে। আমার গ্রামে গরুগুলো পৌঁছে দিয়ে যাবে ওরা। আরও পাঠাবে বারোটা তরতাজা যুবতী মেয়ে। আগেরবার অনুরোধ করেছিলাম, এবার তোমাকে আদেশ করছি আমি। না-মানলে পরিণতি ভালো হবে না তোমাদের জন্যে।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মলিমো। ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা। চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'দূর হ আমার সামনে থেকে, শয়তানের বাচ্চারা!'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমরা। কিন্তু মনে রাখবেন, নিজের পায়ে কুড়াল মারলেন আপনি,' বলে ঘুরল একজন মাটাবিলি।

'আপনার গ্রামে সাদা মানুষরা কী করছে দেখে গেলাম,' বলল আরেকজন। 'গিয়ে সবই বলবো আমাদের মহান রাজাকে। বন্দুক চিনি আমরা, আমাদের রাজাও ওসব কিনেছেন সাদা মানুষদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে। এক কাজ করুন–গরু বা মেয়ে দিতে হবে না; ওই ওয়্যাগনগুলো, সবগুলো ষাঁড় আর সাদা মানুষদের ঘোড়াগুলো দিয়ে দিন আমাদেরকে। তা হলে এ-বছরের জন্যে আর কিছু দিতে হবে না আপনাকে।'

'কালা নাকি তোরা?' আগের চেয়েও জোরে চেঁচাল মলিমো। 'যা ভাগ্ বলছি। নইলে কেটে টুকরো টুকরো করবো তোদেরকে।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিন্তু ফিরে আসবো শীঘ্রিই। মহান রাজা লোবেঙ্গুলার নামে শপথ করলাম, আপনাদের মাঠে যে-ফসল পাকছে সেটা ঘরে তুলতে পারবেন না আপনারা।'

'দেখা যাবে তুলতে পারবো কি পারবো না। শোন্, শকুনের দল, যাবার আগে আমার শেষ কথাটা শুনে যা; গিয়ে বলিস তোদের রাজাকে–অভিশাপ দিয়েছি আমি। অভিশাপ দিয়েছি ওই বেজন্মা হারামিটাকে। আহত হায়েনার মতো ধুঁকে ধুঁকে মরবে সে। আমরা ব্যামব্যাটসির মানুষরা সারাজীবনে যত দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি, তারচেয়েও বেশি পাবে সে। সাদা মানুষরা দখল করবে ওর রাজত্ব, ওর রাজ্যগিরি শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। মরার পর রাস্তার ওপর পড়ে থাকবে ওর লাশ। কবর দেয়ার জন্যেও থাকবে না কেউ।'

'ও, এতক্ষণে আসল কথাটা বললেন আপনি!' ব্যঙ্গের হাসি হাসল একজন মাটাবিলি। 'তাই তো বলি সাদা মানুষরা করেটা কী মাকালাঙ্গাদের গ্রামে! ওদেরকে দিয়ে মহান রাজা লোবেঙ্গুলাকে খুন করানোর ষড়যন্ত্র করেছেন আপনি?' একে একে মিস্টার ক্লিফোর্ড, মেয়ার আর বেনিটাকে দেখল লোকটা। 'ঠিক আছে, দেখা যাবে কে কাকে খুন করে। ওই সাদা-দাড়ি আর কালো-দাড়িঅলাকে নিজের হাতে খুন করবো আমি। আর এই সাদা-মেয়েটা হবে আমাদের রাজার রক্ষিতা। অবশ্য,' বাঁকা হাসল লোকটা, 'চাইলে আমার সঙ্গে থাকতে পারে সে...'

কথাটা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মেয়ার। রাগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। এক থাবায় কোমরের বেল্ট থেকে বের করল রিভলভার। মাটাবিলি লোকটার দিকে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার। বিকট শব্দ হলো গুলির। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। মারা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

নড়তে ভুলে গেছে সবাই যেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মাটাবিলি লোকটার দিকে। কয়েকটা মুহূর্ত আগে কী অহঙ্কার করছিল লোকটা! আর এখন মরে পড়ে আছে মাটিতে।

হা হা করে হেসে উঠল মেয়ার। চমকে ওর দিকে তাকাল সবাই। চিৎকার করে বলে উঠল মেয়ার, 'মাটাবিলি কুত্তারা! এখনও হাঁ করে দেখছিস্ কী? বাঁচতে চাইলে পালা! আমার রিভলভারে আরও গুলি আছে। এই কুত্তাটার মতো তোদেরকেও শুইয়ে দিতে অসুবিধা হবে না আমার।'

তবুও মেয়ারের দিকে তাকিয়ে রইল মাটাবিলি দু'জন। তারপর যেন হঠাৎ করেই বুঝতে পারল কী বলছে মেয়ার। ছুট লাগানোর জন্য ঘুরল ওরা। কিন্তু ছুট লাগাতে পারল না। ওদেরকে ঘিরে ধরেছে ব্যামব্যাটসিবাসীরা। মেয়ারের গুলিতে মাটাবিলি লোকটাকে মরতে দেখে ওরা বুঝে গেছে–একজন মরলেও আক্রান্ত হবে ওদের গ্রাম, তিনজন মরলেও হবে। সুতরাং মাটাবিলিদের গ্রাম আমাডাবিলিতে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেবে না এ-দু'জনকে।

গ্রামবাসীদের কারও হাতে লাঠি। আবার কেউ মাটি থেকে তুলে নিয়েছে পাথর। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল পাথর বৃষ্টি। একই সঙ্গে চলছে লাঠিপেটা করার কাজ।

খুব খারাপ লাগছে বেনিটার। কিছু না-করলে মাটাবিলি দু'জনকে বাঁচানো যাবে না। দৌড়ে গেল সে হঠাৎ। লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঢুকে গেল জটলায়। দু'হাত দিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল একজন মাটাবিলিকে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল বেনিটা। 'থামো বলছি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শ্বেত-কুমারী"র আদেশ অমান্য করলে আবার কোন্ অভিশাপ নামে–ভেবে দূরে সরে গেল গ্রামবাসীরা।

মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে মাটাবিলি দু'জন। কোমরের মুচা ছাড়া দেহের পোশাক-বর্ম-সাজগোজ সব উধাও। মাথা ফেটে গেছে ওদের। নাক-মুখ দিয়েও গড়াচ্ছে রক্ত। মার খেয়ে কালো শরীর জায়গায় জায়গায় আরও কালো হয়ে গেছে। বুজে গেছে চোখ। যাকে আড়াল করেছে বেনিটা, সে-লোকটা কোনোরকমে চোখ খুলে একবার দেখল মেয়েটাকে।

'মলিমো,' চিৎকার করে বলল বেনিটা, 'আপনার লোকদেরকে সরে যেতে বলুন। এরা দূত–লোবেঙ্গুলার বার্তা নিয়ে এসেছে, যুদ্ধ করতে আসেনি। এদেরকে খুন করার কোনো অধিকার নেই আমাদের কারও।'

'ওদেরকে যেতে দাও। শ্বেত-কুমারীর আদেশ অমান্য কোরো না,' ব্যামব্যাটসিবাসীদের আদেশ দিল মলিমো। 'শ্বেত-কুমারীর কারণে বাঁচল মাটাবিলি দু'জন।'

খুব কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল দুই মাটাবিলি। বেনিটা যাকে আড়াল করেছিল সে-লোকটা বলল, 'আমার নাম মাদুনা। আমি আমাডাবিলির রাজপুত্র। আপনি বাঁচিয়েছেন আমাদেরকে। আমি জানি না আপনি কেন করলেন কাজটা। যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, মহান লোবেঙ্গুলার নামে শপথ করে বলছি, আপনার এই উপকারের প্রতিদান দেবো। দুটো জীবন দেবো আপনাকে–একটা আমাকে বাঁচানোর জন্যে, আরেকটা আমার ভাইকে বাঁচানোর জন্যে। তাদের মালপত্রও ফিরিয়ে নিতে পারবেন আপনি। উপহারও দেবো আপনাকে।'

কথা শেষ করে ডান হাত দিয়ে কপাল স্পর্শ করল মাদুনা। মাটাবিলিদের কায়দায় স্যালুট দিল বেনিটাকে। তারপর সঙ্গীকে আঁকড়ে ধরল বাম হাতে। রওয়ানা হয়ে গেল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। কেল্লার দেয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল একসময়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

মালপত্র খালাস করতে করতেই পার হয়ে গেল দিনটা। জীবনে প্রথমবারের মতো রাইফেল দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল কয়েকজন গ্রামবাসী, মেয়ারের দিকে এগিয়ে এল। রাইফেল চালানোর অ-আ-ক-খ ওদেরকে শেখাল মেয়ার ধৈর্য ধরে। বাকিরা গ্রামের নারী-শিশু-বৃদ্ধদের আর গবাদি পশু বলতে দুয়েকটা ছাগল-ভেড়া যা-আছে সব নিয়ে গেল নিরাপদ স্থানে।

তারপর গ্রামের ঢোকার পথগুলো বড় বড় পাথর ফেলে বন্ধ করতে লাগল মাকালাঙ্গারা। শত্রুরা চাইলে নৌকায় চেপে হাজির হতে পারে যাম্বেযির তীরে, তাই তীরে গভীর গর্ত করতে লেগে গেল কয়েকজন। গর্তের কিছুটা অংশ মাটি দিয়ে ভরাট করল ওরা। গর্তে পানি দিয়ে ভিতরটায় থকথকে কাদা জমিয়ে ফেলল। এ-অবস্থায় গর্তে কেউ পড়লে সারাজীবন চেষ্টা করলেও উঠে আসতে পারবে না, যদি না অন্য কেউ সাহায্য করে লোকটাকে।

গুপ্তচর হিসাবে কয়েকজন মাকালাঙ্গাকে পাঠানো হলো গ্রামের বাইরে। মাটাবিলিরা কাছেপিঠে কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে কি না জেনে আসবে ওরা।

সন্ধ্যার দিকে মধ্যবয়স্কা এক মহিলা এল মলিমোর কাছে। বলল, মাদুনা আর তার সঙ্গী গ্রাম ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পর ওদেরকে অনুসরণ করেছিল সে। দেখেছে সব।

'কী দেখেছ?' আগ্রহী হয়ে সামনে ঝুঁকে এল মলিমো।

'গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক দল মাটাবিলি যোদ্ধা,' উত্তরে বলে চলল মধ্যবয়স্কা মহিলা, 'মাদুনা আর ওর সঙ্গের লোকটাকে দেখে ছুটে আসে ওরা। গাছের ডাল আর লতাপাতা দিয়ে স্ট্রেচার বানিয়ে তাতে ওদেরকে নিয়ে যায় যোদ্ধারা।'

'কোথায় নিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল মলিমো।

'জানি না। বেশিদূর যেতে সাহস হয়নি আমার।'

রাতে খাওয়ার পর বেনিটা গিয়ে ঢুকল "অতিথিশালায়"। গ্রামের সবচেয়ে বড় কুঁড়েঘরটাই অতিথিশালা। দুটো বড় জানালা আছে ঘরটার দু'দিকে। গরম লাগছে বলে দুটোই খুলে রাখল বেনিটা। ওর বাবা আর মেয়ার শুয়েছে ওয়্যাগনে।

খুব ক্লান্ত বেনিটা, কিন্তু তারপরও ঘুম আসছে না ওর। বার বার মনে পড়ছে দুপুর থেকে যা-যা ঘটেছে সব। মেয়ারের চেহারাটা থেকে থেকে ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

মাটাবিলি লোকটা খারাপ প্রস্তাব দিয়ে অপমান করল বেনিটাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বেনিটা বা ওর বাবা নয়, রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল মেয়ার!

বেল্ট থেকে একটানে রিভলভার বের করল মেয়ার। ফলাফল কী হতে পারে না-ভেবেই গুলি করে মেরে ফেলল মাটাবিলি লোকটাকে! তারপর হেসে উঠল হা হা করে। ওহ্, কী ভীষণ পৈশাচিক সেই হাসি! লোকটা এমনিতে বাস্তববাদী, আবেগের ধার ধারে না খুব একটা। কিন্তু আবেগে আক্রান্ত হলে বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

বিছানায় শুয়েই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা। মেয়ার এমনি এমনি করেনি কাজটা। ওর মতো বাস্তববাদী লোক হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে একটা মানুষকে মেরে ফেলবে—ঠিক মেনে নেয়া যায় না। নিহত লোকটা মাটাবিলি হোক আর যা-ই হোক—একজন মানুষ, জন্তু-জানোয়ার তো নয়! তা ছাড়া মেয়ার এখানে আসার আগেই জানত মাটাবিলিদের সঙ্গে মাকালাঙ্গাদের সম্পর্কটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদায়-কাঁচকলায়। মাটাবিলিদের একজন দূত সাদা মানুষের গুলিতে মরুক, আর মাকালাঙ্গাদের ছুরি খেয়ে মরুক–মরেছে এটাই মাটাবিলিদের জন্য বড় কথা। কোনো সন্দেহ নেই ওরা হামলা করবে ব্যামব্যাটসিতে। বেনিটাদেরকেও ছাড়বে না।

কী করা যায় এখন? চলে যাবে ব্যামব্যাটসি ছেড়ে? কিন্তু তাতে কি লাভ হবে খুব একটা? চোদ্দোটা ষাঁড়ের মধ্যে পাঁচটাকে কামড়েছে সি-সি মাছি। আজ সারাদিন শুয়ে কাটিয়েছে জন্তুগুলো। চারপায়ে দাঁড়াতেও পারেনি। বাকিগুলোর হাড় গোনা যায় এমন অবস্থা। একটানা চারমাস পথ চলার সামর্থ্য নেই ষাঁড়গুলোর।

নৌকায় করে রওয়ানা হবে যাম্বেযি দিয়ে? সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটা বাতিল করে দিল বেনিটা। শুনেছে যাম্বেযির অপর তীরেই নাকি আমান্ডাবিলি। মাটাবিলিরা যদি একবার বেনিটাদেরকে ধরতে পারে...

পাশ ফিরল বেনিটা। মেয়ার নিজের মুখে বলেছে টাকাকে ঈশ্বর বলে মানে সে। সুতরাং একবার যখন ব্যামব্যাটসিতে পৌঁছাতে পেরেছে লোকটা, তখন ওকে কিছুতেই খালি হাতে ফেরানো যাবে না রুই ক্রান্ট্যে। গুপ্তধন না-পেলে মরা পর্তুগিজদের জ্যান্ত করে তুলে নিয়ে যাবে লোকটা, নইলে নিজে মরে পড়ে থাকবে এখানে। কিন্তু খালি হাতে ফিরবে না কিছুতেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানার উপর উঠে বসল বেনিটা। বয়স হয়েছে ওর বাবার, ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে যে-কোনোদিন। যদি এই ব্যামব্যাটসিতেই ঘটে যায় সেটা? বেনিটাকে দেখবে কে তখন? অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দুর্বল মাকালাঙ্গারা? নাকি জেকব মেয়ার?

মুষড়ে পড়ল বেনিটা। কী করা উচিত ভেবে না-পেয়ে আবার শুয়ে পড়ল সে। তখনই মনে পড়ল ঈশ্বরের কথা।

হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন। তিনি হয়তো সাহায্য করবেন বেনিটাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একমাত্র তিনিই পারেন মানুষকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করতে!

ঈশ্বরের উপরই ভরসা করবে বেনিটা।

সিদ্ধান্তটা বেনিটার সব অস্থিরতা দূর করল। চোখ বন্ধ করল সে। ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

পরদিন সকালে গুলির শব্দে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ খুলে একবার তাকাল এদিক-ওদিক। কী হচ্ছে বুঝে নিতে সময় লাগল কয়েকটা মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে অতিথিশালা থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বেনিটার। এককোনায় দাঁড়িয়ে আছেন চুপ করে। কাছে গেল বেনিটা।

'প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে মাকালাঙ্গারা?'

'হ্যাঁ। বাছাই করা একশো জনের হাতে রাইফেল তুলে দিয়েছে টামাস। এখানে আসার সময় টামালা আর হোবা আমাদের থেকে রাইফেল চালানো শিখেছে, এখন ওরাই শেখাচ্ছে। কিন্তু অবস্থা খুব একটা ভালো নয়।'

'কী রকম?'

'নিশানায় গুলি লাগাতেই পারছে না লোকগুলো। ইতোমধ্যে একটা গরু আর দুটো ছাগল মরেছে গুলি খেয়ে। আরও ক'টার কপালে মরণ আছে কে জানে!'

বাবার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল বেনিটা।

'হাসিস না! আমার মতো এককোনায় থাকবি। নইলে...' মেয়ারের উপর চোখ পড়ায় কথা থামাতে বাধ্য হলেন তিনি।

গ্রামবাসীদের কয়েকজনকে নিয়ে মরা গরুটার চামড়া ছাড়াতে লেগে গেছে মেয়ার। বেশি সময় লাগল না কাজটা করতে। মাংস যা-পাওয়া গেল, লম্বা ফালি করে কেটে সব শুকাতে দেওয়া হলো কাঠ-ফাটা রোদে।

কাজ শেষে রক্তভেজা হাত ধুয়ে এদিক-ওদিক তাকাল মেয়ার। বেনিটাকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে বলল, 'অচিরেই যুদ্ধ লাগবে, মিস্ ক্লিফোর্ড। তখন কপালে খাবার জুটবে কি না জানি না। তাই নিজেই ব্যবস্থা করে রাখলাম।'

মেয়ারের কথাটা শুনে ঘৃণায় শরীর রি রি করে উঠল বেনিটার। সি-সি মাছি-কামড়ানো বিষাক্ত গরুর-মাংস লোকটা কীভাবে খাবে ভেবে আরেকদফা গা গুলিয়ে উঠল ওর।

দুপুরের খাবারের পর, রোদের তেজ একটু কমলে বেনিটারা তিনজন গেল মলিমোর কাছে। লোকটা তখন দ্বিতীয় দেয়ালের বাইরে, দেয়ালের ছায়ায় বসে আছে একটা বড় পাথরে ভর দিয়ে।

'আমাদের শর্ত পূরণ করেছি আমরা,' বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'এবার আপনি আপনার কথা রাখুন। আমাদেরকে নিয়ে চলুন গুপ্তধনের কাছে। মাটাবিলিরা এখনও আক্রমণ করেনি ব্যামব্যাটসি। কবে করবে তা-ও জানি না। সুতরাং অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছেন আশা করি।'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল মলিমো। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে। আসুন আমার সঙ্গে।'

চলতে আরম্ভ করলেন তাঁরা চারজন। দেয়ালের পরিধি বরাবর হেঁটে একটানা গেলেন অনেকদূর।

বুকের ভিতরে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা টের পাচ্ছে বেনিটা। সবার আগে চলছে মলিমো। ওর সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে আছে মেয়ার। মাঝখানে বেনিটা। মিস্টার ক্লিফোর্ড আছেন সবার পরে।

সামনে একটা পাথুরে-পথের প্রবেশমুখ। পথটা বেশি হলে এক গজ চওড়া। সেটার উপর ছোট-বড় পাথরের অসংখ্য টুকরো। ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠেছে পথটা। সেটার নীচ দিয়ে খাড়া নেমে গেছে পঞ্চাশ ফুটের একটা ঢাল। অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা পাহাড়ি বাঁকের আড়ালে। দূর থেকে দেখলে এ-বাঁকটাকেই মনে হয় ঝুলে আছে নদীর উপর, উঁকি দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নদীটাকে দেখছে যেন। পথটার প্রান্তে গিয়ে নীচে তাকালে চক্কর দিয়ে ওঠে মাথা।

এই পথ ধরে বিশ কদমের মতো এগোল ওরা। সামনে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল। সেটা এতই সরু যে, পাশাপাশি দু'জন হাঁটতে পারবে না একসঙ্গে। দ্বিতীয় দেয়ালের ভিতরে যে-দুর্গটা আছে, এ-পথটা হচ্ছে সে-দুর্গের প্রবেশপথ।

মাপমতো কাটা পাথরের টুকরো দু'পাশের দেয়ালে। নীচে গ্র্যানিট-পাথর বিছানো। পাথর আর গ্র্যানিট সবই ক্ষয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে।

দেয়াল বিশ ফুট পুরু, সুতরাং নিরাপত্তার খাতিরে ইচ্ছেমতো আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে তৈরি করা হয়েছে পথটা। শেষমাথায় আলোর রেখা। সেটা পার হয়ে দ্বিতীয় দেয়ালের ভিতরে চলে এল ওরা চারজন।

ভিতরটা চওড়া বেল্টের মতো। মাটি খাড়াভাবে উঠে গেছে উপরে। ঝোপঝাড়, আগাছা আর বেঁটে গাছের "পোশাক" পরা পুরানো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এদিকে-সেদিকে, নীচের গ্রামটার মতো। পাথরের ছোট-বড় টুকরোও যেখানে যতটা পেরেছে জায়গা দখল করেছে।

'গুপ্তধন এখানে লুকানো আছে!' বিশ্বাস হচ্ছে না মিস্টার ক্লিফোর্ডের। 'তা হলে সারাজীবন খুঁজলেও পাবো না।'

মলিমো বলল, 'আমার যতদূর মনে হয় এখানে নেই গুপ্তধন। তবে ঠিক কোথায় আছে আমি নিজেও জানি না। আমি শুধু জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি, খোঁজার কাজটা তোমাদেরকেই করতে হবে।'

'জায়গাটা?' মেয়ার বিস্মিত।

'পর্তুগিজরা কোথায় আগুন জ্বালিয়েছিল, কোন্ দেয়ালের পাশে বসে অপেক্ষা করেছিল না-মরা পর্যন্ত—সব জানি আমি। জায়গাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর তোমরা যেখানে ভালো মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করো খুঁড়ে দেখো।...চলো এবার।'

ঢাল বেয়ে আবার উঠে চলল ওরা। তিন নম্বর দেয়ালের পাদদেশে হাজির হলো এক সময়। এ-দেয়ালটাও বিশ-পঁচিশ ফুটের মতো পুরু। আগের বারের মতোই দেয়ালের পরিধি বরাবর একটা চক্কর দিল মলিমো। নদীর ঠিক উপরে এসে থামল তিন স্বর্ণ-শিকারীকে নিয়ে। এবার ভুল করেও নীচে তাকাল না বেনিটা।

সামনে কোনো প্যাসেজ নেই আগেরবারের মতো। বরং দেখা যাচ্ছে খুবই খাড়া একটা সিঁড়ি। আলাদা আলাদা পাথর মাপমতো কেটে পাহাড়ের গায়ে বসিয়ে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ধাপগুলো। দেয়ালের পাদদেশ থেকে মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে সিঁড়িটা। উচ্চতায় ত্রিশ ফুটের মতো হবে।

হতাশ হয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা। বুঝতে পারছে ওই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে ওদেরকে। 'কাজটা যে এত কঠিন ভাবিনি আগে।' বলল সে। ধাপগুলো আরেকবার দেখল। 'নাহ্, আমি পারবো না ওই খাড়া সিড়ি বেয়ে উঠতে।' আরও একবার সিঁড়িটার দিকে তাকাল সে। শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিস্টার ক্লিফোর্ডও মাথা নাড়লেন।

'দড়ি লাগবে আমাদের,' হতাশ হতে রাজি নয় মেয়ার, 'এছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না। নীচে এত গভীর একটা খাদ। একবার পা পিছলালেই...' কথা শেষ না করে মলিমোর দিকে তাকাল সে।

'আমার কিন্তু ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কোনো অসুবিধা হয় না,' বলল বুড়ো লোকটা। 'উপরে লম্বা একটা দড়ি আছে। মাঝেমধ্যে রাতের বেলায় এখানে আসি আমি। তখন কাজে লাগে দড়িটা। উপরে উঠে দড়িটা নামিয়ে দিচ্ছি আমি। সেটা ধরে ধরে তোমরা উঠবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রওয়ানা হয়ে গেল বুড়ো মলিমো। সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে সাবলীলভাবে উঠতে লাগল উপরে। দেখে মনে হলো খাড়া সিঁড়িগুলো বেয়ে উপরে চড়ছে না, মাঠের উপর দিয়ে হাঁটছে যেন। একবারও নীচে তাকাল না সে। একবারও টলমল করল না ওর পা-দুটো। স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের মাথায়। দমের কোনো ঘাটতি হলো না মাকালাঙ্গাদের নেতার।

একটু পর পাহাড়ের চূড়ায় আবার দেখা গেল লোকটাকে। চেঁচিয়ে বলল সে, 'পাথরের সঙ্গে শক্ত করে পেঁচানো আছে দড়ির এক প্রান্ত। নিশ্চিন্তে উঠে আসতে পারো তোমরা।' কথা শেষ করে হাত থেকে গোল-করে-পেঁচানো দড়ির বান্ডিলটা ছেড়ে দিল নীচের দিকে।

উপরে ওঠার জন্য ছটফট করছিল মেয়ার। দড়িটা ওর কাছে পৌঁছানোমাত্র দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল সে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে খুব একটা কষ্ট হলো না ওর। একটু পরই চড়ে বসল দেয়ালের মাথায়। তাকাল নীচে। এবার বেনিটার পালা।

'মিস্ ক্লিফোর্ডের কোমরে দড়িটা কষে বাঁধুন, মিস্টার ক্লিফোর্ড,' চেঁচিয়ে বলল মেয়ার। 'যাতে তিনি পা পিছলালে আমি টেনে তুলতে পারি।'

বেনিটা যতটা ভেবেছিল ততটা কঠিন হলো না উপরে ওঠার কাজটা। কোমরে দড়ি বাঁধা আছে এ-ব্যাপারটাই ওর মনে সাহস যোগাল অনেকখানি। শেষ ধাপের উপরে, দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল; এটার মধ্য দিয়ে ঢুকে চড়তে হয় দেয়ালের মাথায়। বেনিটা শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে দেখে ফাটলের ভিতর দিয়ে নীচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়ার। হাত বাড়িয়ে দিল বেনিটাও। ওকে টেনে নিরাপদ জায়গায় তুলে নিল মেয়ার।

সবার শেষে উঠে এলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

দেয়ালের গায়ের যে-ফাটলের মধ্য দিয়ে ঢুকেছে ওরা, সে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাটলের উপরে খুব কায়দা করে বসানো আছে বড় আর ভারী একটা পাথর। দেয়ালের মাথায় দাঁড়িয়ে ঠেলে পাথরটাকে ফাটলের মুখে বসিয়ে দেওয়া যায় ইচ্ছে করলে। একাধিক লোককে করতে হবে কাজটা। তবে একজনও করতে পারে, যদি লোকটা খুব শক্তিশালী হয়।

'আগের দিনের মানুষের মাথায় বোধ হয় বুদ্ধি গিজগিজ করত,' পাথর আর ফাটলের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আঙুল তুলে সেদিকে ইঙ্গিত করল মেয়ার। 'দেখুন, কীভাবে বসিয়েছে পাথরটা।'

তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। মেয়ার যা দেখাতে চাইছে সেটা আগে থেকে জানা থাকায় খুব একটা আগ্রহ দেখাল না মলিমো।

বেনিটা বলল, 'পাথর ঠেলে ফাটলের মুখে বসিয়ে দিলে বাইরে থেকে কেউ আর উঠে আসতে পারবে না।'

'হ্যাঁ,' হাসল মেয়ার, ওর চোখে-মুখে দুষ্টুমি বুদ্ধির ঝিলিক। 'ঠিক বলেছেন।'

এত খুশি হওয়ার কী আছে ব্যাপারটায় বুঝল না বেনিটা। এদিক-ওদিক তাকাল সে।

দেয়ালটা বানানো হয়েছে পাথরের বড় বড় ব্লক দিয়ে। চুন-সুড়কি দিয়ে গাঁথা ব্লকগুলো। তবে গ্রীষ্মের সূর্য, বর্ষার বৃষ্টি অথবা দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে গজানো বিভিন্ন জাতের আগাছা আর গুল্ম জায়গায় জায়গায় আলগা করে দিয়েছে ব্লকগুলোকে। পাহাড়ের চূড়ার সবটুকু জায়গা বেষ্টন করে রেখেছে দেয়ালটা।

ভিতরে জমির পরিমাণ তিন একরের মতো। মাটিতে সারি করে পোঁতা সোপস্টোনের স্তম্ভ। প্রতিটা স্তম্ভ বারো ফুট লম্বা। সেগুলোর মাথায় শকুনের মূর্তি। বেশিরভাগ স্তম্ভই ভেঙে পড়ে আছে মাটিতে। কোনো কোনোটার উপর পড়েছে বাজ। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে সেগুলো। আটটা স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে বেনিটার দৃষ্টি কেড়ে নিল অন্য আরেকটা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি, খাড়া প্রান্ত ঘেঁষে বানানো হয়েছে পুরাকীর্তিটা। সেটা দেখতে মোচা বা কোন-এর (cone) মতো। এর দু'প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে এসেছে, মিশে গেছে বৃত্তাকার দেয়ালটার দু'দিকের সঙ্গে।

এ-কোনটার কথাই বলেছিল রবার্ট সিমার। উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি। ফোনেশিয়ানদের মন্দিরে এ-ধরনের কোন দেখতে পাওয়া যেত এককালে। তবে এ-কোনটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, কোনো রাজমিস্ত্রির বানানো নয়। এটা আসলে প্রকাণ্ড একটা গ্র্যানিট-স্তম্ভ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পাহাড়ের উপর এভাবেই আছে। আশপাশের নরম পাথর ভেঙে যাওয়ায় অথবা ক্ষয়ে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছে এই দানবীয় কোন।

এর ভিতরের দিকে দেখা যাচ্ছে কতগুলো ধাপ। এগুলো মানুষের বানানো। ধাপগুলো কোনের পাদদেশ থেকে উঠে গেছে চূড়ার দিকে। চূড়াটার ব্যাস ছয় ফুটের কাছাকাছি। দেখতে কাপের মতো। লোকেরা হয়তো কোনো একসময় ওখানে উঠে গিয়ে পূজা করত বা বলি দিত।

যাম্বেযির তীর ছাড়া অন্য কোথাও দাঁড়ালে দেখা যায় না কোনটাকে। পাহাড়ের ঢাল দৃষ্টিকে বাধা দেয়। কোনটা প্রাকৃতিক কারণে বাইরের দিকে হেলানো। এর চূড়ায় দাঁড়িয়ে হাত থেকে একটা পাথর ছেড়ে দিলে পাথরটা সোজা গিয়ে পড়বে নদীতে।

'এই হচ্ছে সেই জায়গা,' নীরবতা ভেঙে বলে উঠল মালিমো। 'এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল বেঁচে যাওয়া কয়েকজন পর্তুগিজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদেরকেও মরতে হয়।' বেনিটার দিকে তাকাল বুড়ো। 'পর্তুগিজদের কথা মনে পড়ে তোমার, শ্বেত-কুমারী?'

আশ্চর্য হলো বেনিটা। 'মনে পড়ে মানে? কয়েকশো বছর আগে ঘটেছে ওসব। আর আমার বয়স হচ্ছে মাত্র পঁচিশ।'

অদ্ভুত কণ্ঠে বলল মালিমো, 'আমি এক মূর্খ, কালো মানুষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশি বছর হলো আছি এই পৃথিবীতে। কিন্তু শ্বেত-কুমারী, তুমি আছো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কোত্থেকে এসেছ তুমি? পৃথিবীর বাইরের কোনো পৃথিবী থেকে?' বেনিটাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল সে, 'তুমি কেন মাথা নাড়ছো জানি না আমি। কিন্তু এটা জানি, পর্তুগিজ মেয়েটা বলেছিল আবার আসবে সে: মেয়েটা দেখতে-শুনতে ঠিক তোমার মতো। নাকি তুমি দেখতে-শুনতে ঠিক ওর মতো? আমি নিজের চোখে দেখেছি মেয়েটাকে। এখানে, এই দেয়ালের উপর, কোনো এক পূর্ণিমার রাতে। হয়তো···হয়তো রক্তমাংসের শরীরে নয়। কিন্তু···দেখেছি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মলিমো। 'চলো, নামা যাক এবার। নীচে আরও অনেক কিছু দেখানোর আছে।···ভয় পেয়ো না। তাকিয়ে দেখো, এদিকের সিঁড়িগুলো আগের মতো গভীর না। সহজেই নামতে পারবে তোমরা।'

নামল ওরা। তাকাল এদিক-ওদিক। চারদিকে ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। হাঁটার রাস্তা নেই বললেই চলে। গাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটা-দুটো বাড়ি। অবশ্য অনেক আগেই ভেঙে পড়েছে বাড়িগুলো। ইট-পাথরের স্তূপ হয়ে ভেংচি কাটছে যেন বেনিটাদেরকে।

ত্রিশ কি চল্লিশ গজ দূরে, কোনটার পাদদেশে একটা গুহামুখ। বেনিটাদেরকে থামতে বলে মলিমো মশাল জ্বালল। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে ভেবে লোকটা আগেই কিছু মশাল রেখে গিয়েছিল এখানে।

'শ্বেত-কুমারী, সামনে যা-আছে দেখে ভয় পেয়ো না যেন,' বলল মাকালাঙ্গাদের নেতা। 'তোমার রাজ্যে নিশ্চিন্তে পা রাখবে তুমি।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল বেনিটা। ভয় আর কৌতূহল একই সঙ্গে পেয়ে বসেছে ওকে। তবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না সে। যা-আছে কপালে ভেবে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ওকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগোতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল মলিমো। হাতটা নির্ভয়ে ধরল বেনিটা।

এক পা আগে বাড়ল মেয়ার। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক চিৎকার দিয়ে উঠল মলিমো, 'না! খবরদার! শ্বেত-কুমারীর অনুমতি ছাড়া তাঁর বাড়িতে পা দেবার অধিকার নেই কারও। সে আগে যাবে, তারপর ইচ্ছে হলে ঢুকতে দেবে তোমাদেরকে।'

'বোকার মতো কথা বোলো না,' রেগে গেল মেয়ার। 'একা গেলে ভয় পাবে মেয়েটা।'

মেয়ারের দিকে ফিরেও তাকাল না মলিমো। স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বেনিটাকে, 'শ্বেত-কুমারী, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?'

'হ্যাঁ,' একমুহূর্তও দেরি না করে জবাব দিল বেনিটা। তারপর মিস্টার ক্লিফোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে একা যেতে দাও। সেটাই বরং ভালো হয়। আমি না ফিরলে তখন ভেতরে ঢুকে পোড়ো তোমরা।'

এক হাতে মশাল নিয়ে, আরেক হাতে বেনিটার হাত ধরে গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল মলিমো। একসময় আর দেখা গেল না ওদের দু'জনকে।

দশ

পথটা সরু, আঁকাবাঁকা। আগের দিনের লোকে বুঝেশুনেই এমন করে বানিয়েছে। যাতে শত্রু ঢুকে পড়লে খুব একটা সুবিধা করতে না-পারে। তিন নম্বর বাঁকটা পার হওয়ার পর বেনিটা দেখল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে বিশাল একটা পাথর। তাতে ডিম্বাকৃতির একটা বড় গর্ত। পাথরটা পরিচিত মনে হলো বেনিটার। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না সহসা।

এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই মলিমো। লোকটাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলেছে বেনিটা। যতই এগোচ্ছে ওরা, ততই বড় আর উঁচু হচ্ছে গুহাটা। বিদায় নিচ্ছে প্রাকৃতিক সব চিহ্ন। মানুষের হাতের কাজ চোখে পড়ছে। বোঝা গেল আগে এত চওড়া ছিল না গুহাটা। প্রয়োজন মতো কেটে চওড়া বানানো হয়েছে। পূজারীরা হয়তো মন্ত্রপাঠ করতে আসত এখানে।

চওড়া হলেও গুহার ভিতরটা যথেষ্ট অন্ধকার। একটা মশালে কাজ হচ্ছে না। আরেকটা মশাল জ্বালল মলিমো। কিন্তু তাতেও খুব একটা উপকার পাওয়া গেল না। তবে একসময় চোখে সয়ে গেল আঁধার।

একধারে, মাটির উপর পড়ে আছে পশমের একটা মোটা কম্বল। তার পাশে একটা থালা, আর একটা পানির-পাত্র। মলিমো বলেছে কখনও কখনও রাতে এখানে আসে সে। তখন ওর কাজে লাগে ওসব জিনিসপত্র। এককোনায় একটা বড় গর্ত। তাতে অনেক পুরানো একটা কপিকল। কী ধাতুতে বানানো কে জানে—এত বছর পরও নতুনের মতো চকচক করছে মশালের আলোতে। গর্তটা আসলে পানির কুয়া। আর ওই কপিকল কাজে লাগিয়ে বালতি দিয়ে পানি তুলত আগের দিনের লোকেরা।

কুয়ার পিছনে একটা বেদি। বেদিটা আকৃতিতে পিরামিডের মতো অনেকটা। বিশাল আকৃতির কোনো পাথরকে চার দিক থেকে ধাপে ধাপে কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। মাথাটা ঘষে মসৃণ আর সমতল করা হয়েছে। সেখানে দাঁড় করানো হয়েছে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একটা বিশাল আধ-মূর্তি। মর্মরের যিশুর মাথায় লতাপাতার-মুকুট পরিয়ে দিয়েছে কেউ।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একদল খ্রিস্টান বাস করত এখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একসময়। কিন্তু পিরামিড-আকৃতির বেদির উপর কখনও যিশুর মূর্তি বসানো হয় না। তার মানে অন্য কোনো ধর্মের লোকদেরকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে জায়গাটা দখল করেছিল খ্রিস্টানরা। কিছুক্ষণ আগে ডিম্বাকৃতির গর্তঅলা একটা বড় পাথর দেখেছিল বেনিটা, এবার বুঝতে পারল জিনিসটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল কেন। চ্যাপেলে ওরকম জিনিস দেখা যায় অহরহ। নাম স্টুপ। পবিত্র পানি রাখা হয় সেগুলোতে।

বেনিটা ক্যাথলিক নয়, তারপরও যিশুর মূর্তিটার উদ্দেশে মাথা সামান্য ঝুঁকাল। ক্রস করল একবার। কৌতূহলী চোখে ওর কাজ দেখল মলিমো। তারপর নিচু করল মশালটা। সিমেন্টের মেঝের দিকে তাকিয়ে জমে গেল বেনিটা।

সারি সারি লাশ পড়ে আছে মেঝের উপর। এককণা মাংসও নেই কোনোটার দেহে। এমনকী পরনের কাপড়ও এত পুরানো যে, মলিমো পা দিয়ে একটা লাশ স্পর্শ করামাত্র একটা টুকরো খসে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল ক্ষয়ে যাওয়া কঙ্কাল। মশালের আলোতে সাদা হাড় ফেকাসে হলুদ দেখাচ্ছে।

দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পড়ে আছে লাশগুলো। পোশাক আর আকৃতি দেখে বোঝা গেল সবরকম লাশই আছে এখানে—পুরুষ, নারী, শিশু। মহিলাদের পোশাকে আবৃত কোনো কোনো কঙ্কালের গায়ে আছে মূল্যবান অলঙ্কার। পুরুষের পোশাক পরা কঙ্কালগুলোর পাশে পড়ে আছে তরবারি, বর্শা বা ছুরি। কোনো কোনোটার পাশে প্রাচীনকালের আগ্নেয়াস্ত্র। শুকনো বাতাসে পচে সবগুলো লাশই মমি হয়ে গেছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে মলিমোর দিকে তাকাল বেনিটা।

এগোনোর ইঙ্গিত করল লোকটা। গিয়ে দাঁড়াল বেদির সামনে। শেষ ধাপটার সঙ্গে মেঝের উপর পড়ে আছে দুটো লাশ। বাকি সবার থেকে দূরে, বাকি সবার থেকে আলাদা। একটা শাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে লাশ দুটো। খুব চিকন সোনার-তন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে বানানো হয়েছে শালটা। মশালের আলোয় সেটা এমন ঝলমল করে উঠল যে, বেনিটার মনে হলো এইমাত্র বানানো হয়েছে। একটানে শালটা সরিয়ে নিল মলিমো। লাশ দুটো, বলা ভালো কঙ্কাল দুটো দেখল বেনিটা।

একটা লাশ একজন পুরুষের, আরেকটা একজন মহিলার। পুরুষ লোকটার খুলিতে লেপ্টে রয়েছে সাদা রঙের কয়েকগাছি চুল। একপাশে পড়ে আছে তার তরবারি। সেটার হাতল সোনার। মহিলার চুলগুলো কালো কুচকুচে। তার গায়ে দামি পোশাক। গলায় বহুমূল্য নেকলেস। দেহের বিভিন্ন জায়গায় চকচকে সব গহনা আর অলঙ্কার। ডান হাতে একটা বই ধরে আছে মহিলা। বই-এর পাতাগুলো রূপার। নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে বইটা নিল বেনিটা। খুলল।

বইটা আসলে একটা মিসল—এক জাতের প্রার্থনা পুস্তক। মলাটটা খুব সুন্দর। মশালের আলোতেও ঝলমল করছে সেটা। মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তেও ভদ্রমহিলা বইটা পড়ছিল, ভাবল বেনিটা।

'এঁরা হচ্ছেন লর্ড ফেরেইরা আর তাঁর স্ত্রী লেডি ফেরেইরা,' বলল মলিমো। কম্বল টেনে ঢেকে দিল লাশ দুটোকে। 'মোট একশো তিপ্পান্ন জন পর্তুগিজের লাশ আছে এখানে।'

জায়গাটা আর ভালো লাগছে না বেনিটার। সারি সারি লাশ দেখে দমে গেছে ওর মনটা। ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে বাবার কাছে। নিচু কণ্ঠে মলিমোকে বলল সে, 'চলুন, ফিরে যাই।'

কিছু না বলে উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল মলিমো।

ফিরতি পথ ধরল ওরা। গুহার বাইরে আসামাত্র জিজ্ঞেস করল মেয়ার, 'কী দেখলেন ভেতরে?'

একটা বড় পাথরের উপর বসে পড়ল বেনিটা। উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু তার আগেই বলে উঠল মলিমো, 'মরা মানুষগুলোকে দেখেছ শ্বেত-কুমারী। আর শ্বেত-কুমারীকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেছে ব্যামব্যাটসির প্রেতাত্মা। দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে খুব। এখন আর কোনো ভয় নেই। এখন অভিশাপ নামবে না তোমাদের ওপর। শাদা মানুষেরা, এবার তোমরা গুপ্তধন খুঁজতে পারো। যেতে চাও?'

'চাই মানে?' তর সইছে না মেয়ারের। 'চলুন, এক্ষুনি নিয়ে চলুন আমাদেরকে।'

'তুই যাবি না?' গুহার ভিতরে ঢোকার আগে বেনিটাকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড?

'নাহ্।' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা, 'আমার ভাল্লাগছে না। তোমরা গিয়ে দেখো কী পাও।'

মেয়ার আর মিস্টার ক্লিফোর্ডকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল মলিমো। অসংখ্য বাঁক পার হয়ে এসে থামল একশো তিপ্পান্ন জন পর্তুগিজের লাশের সামনে।

লাশগুলো একনজর দেখেই কী করা উচিত বুঝে গেল মেয়ার। মূল্যবান অলঙ্কার আর গহনা খুলে নিতে লাগল। কোনো কঙ্কালের গায়ে একটা সোনার আংটি দেখতে পেলেও সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে। খোলা হয়ে গেলে টেনে নিয়ে কঙ্কালটা ফেলছে গুহার এককোণে। প্রথমে মলিমো, তারপর মিস্টার ক্লিফোর্ড নিষেধ করলেন কাজটা করতে। কিন্তু ওঁদের কথায় কান দিল না মেয়ার।

মিস্টার ক্লিফোর্ড এমনিতেই দুর্বল, তার ওপর এতগুলো লাশ আর মেয়ারের মাত্রাতিরিক্ত লোভ সহ্য করতে পারলেন না। এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলেন তিনি। ঘুরে হাঁটা ধরলেন গুহামুখের উদ্দেশে, মেয়ের কাছে ফিরে যাবেন।

পিছনে কারও পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেনিটা। বাবাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মেয়ার এলেন না?'

'ভূতে তাড়া করলেও এখন ফিরবে না সে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মানে?'

'লাশগুলোর গায়ে মূল্যবান যা-পাচ্ছে খুলে নিচ্ছে মেয়র। তারপর লাশগুলোকে জড়ো করছে একপ্রান্তে।'

বিড় বিড় করে কিছু বলল বেনিটা। শোনা গেল না স্পষ্টভাবে।

'হায়া-শরম, মায়া-দরদ কিছুই নেই ওর,' বলে চললেন মিস্টার মেয়র। 'গুপ্তধন উদ্ধার করা এক কথা, আর লাশের গা থেকে গহনাগাটি খুলে নেয়া আরেক কথা। তবুও কিছু বলতাম না, কিন্তু লাশগুলোকে ওভাবে টেনে টেনে...। নিষেধ করলাম কাজটা করতে। শুনল না সে।' থামলেন তিনি, কিছু একটা বলতে চেয়েও বললেন না। ইতস্তত করলেন কিছুক্ষণ। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। 'বেনিটা, আমার আর ভাল্লাগছে না এসব। কেন যেন মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটবে। এই অভিশপ্ত গুপ্তধন শান্তি দেবে না আমাদেরকে। বেরিয়ে আসার সময় মলিমোর দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। দেখি, মুচকি মুচকি হাসছে লোকটা। আমার মনে হয় কিছু একটা চেপে গেছে বুড়ো। গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটা তথ্য বলেনি আমাদেরকে। শুনেছি বুড়ো নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। যা-বলে লেগে যায় ঠিক ঠিক।' ঠোঁট উল্টালেন তিনি, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। 'নাহ্, ঘাপলা আছে কিছু একটা।'

মলিমোর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বেনিটা বলল, 'তা হলে চলো ফিরে যাই আমরা।'

'কিন্তু...' আবারও ইতস্তত করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'মেয়রকে একা রেখে যেতেও খারাপ লাগবে আমার। হাজার হোক লোকটা আমার পার্টনার। নিজের লাভের জন্যে হোক, আর যে-কারণেই হোক—আমার সঙ্গে ব্যবসা করেছে সে। ওর জন্যেই আমার ফার্মটা দাঁড় করাতে পেরেছি। খারাপ কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে কি না জানি না, কিন্তু ঘটলে ওকে একা ফেলে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাওয়ার কারণে বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন। আর যা-ই করুক, আমাদের তো কোনো অপকার করেনি মেয়ার।'

প্রতিবাদ করল না বেনিটা। বলল, 'পানির বোতলটা দাও তো, বাবা। তেষ্টা পেয়েছে আমার।'

কয়েক মিনিট পর গুহা থেকে বেরিয়ে এল মেয়ার। সব দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর।

লর্ড আর লেডি ফেরেইরাকে যে-কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল সেটা দিয়ে একটা পুঁটলি বেঁধেছে সে। ভিতরে কী আছে অনুমান করা পানির মতো সহজ। বেনিটা যে-পাথরের উপর বসে আছে সেটার পাশের আরেকটা পাথরের নীচে পুঁটলিটা লুকিয়ে রাখল মেয়ার। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'গুহাটা এখন একেবারে পরিষ্কার।' হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিল বেনিটার হাত থেকে। দু'ঢোক পানি খেল। 'এরপর কী করবো আমরা ভেবেছেন কিছু?'

বাপ-মেয়ে দু'জনই মাথা নাড়ল।

'আমি ভেবেছি। কখন ভেবেছি জানেন? কঙ্কালগুলো সরানোর সময়। শুনে বলুন কোনো ভুল আছে কি না আমার পরিকল্পনায়।' আরও একঢোক পানি খেল সে। 'ব্যামব্যাটসি গ্রামে ফিরে গিয়ে কোনো লাভ হবে না আমাদের। আমরা তো আর মাকালাঙ্গাদের হয়ে যুদ্ধ করতে পারি না। ওদের সমস্যা ওরাই সামলাবে। আমরা থাকবো এখানে। জায়গাটা ব্যামব্যাটসির চেয়ে হাজার গুণে নিরাপদ। তা ছাড়া এখানে আরও কাজ আছে আমাদের।'

'কিন্তু খাবো কী? ঘুমাবো কোথায়?' মেয়ারের কথা শেষ হওয়ামাত্র প্রশ্ন করল বেনিটা।

'যা-যা লাগবে সব নিয়ে আসবো আমি,' এক মুহূর্তও দেরি না-করে জবাব দিল মেয়ার। 'তিন নম্বর দেয়ালটার পাদদেশে সব দিয়ে যাবে মাকালাঙ্গারা। আমরা দড়ি দিয়ে টেনে তুলবো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওগুলো। আর পানি নিয়ে একটুও চিন্তা করবেন না। গুহার ভেতরে একটা কুয়া আছে। ওতে যা-পানি আছে আগামী এক বছরেও খেয়ে শেষ করতে পারবো না আমরা। এমনকী কপিকলও আছে। দুটো বালতি যোগাড় করতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে আমাদের। মাকালাঙ্গাদের থেকেও নিতে হবে না, আমাদের ওয়্যাগনেই আছে দুটো বালতি। এখন কাউকে দিয়ে আনিয়ে নিলেই হয়। আপনারা খেয়াল করেছেন কি না জানি না—আশপাশে ফলের গাছ আছে অনেক। দেখুন, ফলের ভারে কেমন নুয়ে পড়ছে ডালগুলো। খেতে খেতে পেট ফুলে ঢোল হবে আমাদের তিনজনের তবুও ফুরাবে না। তারপরও যদি অন্য কোনো খাবার চান, মাকালাঙ্গারা তো আছেই এনে দেয়ার জন্যে। মলিমো কী বলেছে খেয়াল নেই? আমরা যা-চাইবো সে দেবে আমাদেরকে। আর কী দরকার?' ভাব দেখে মনে হলো খুশিতে নাচ জুড়বে মেয়ার।

'ঘুমাবো কোথায়?' মেয়ারের মতো খুশি হতে পারছে না বেনিটা।

'ও, হ্যাঁ, ঘুমানোর জায়গা।' একটু ভেবে বলতে লাগল মেয়ার, 'গুহার ভেতরে বা বাইরে যে-কোনো জায়গাতেই ক্যাম্প করা যায়। তবে হ্যাঁ, আবহাওয়া বুঝে করতে হবে কাজটা। এক কাজ করুন, আপনারা দু'জন বিশ্রাম নিন। আমিই বরং গিয়ে যা-যা লাগে নিয়ে আসি। ঘণ্টাখানেকের মতো লাগবে হয়তো।'

প্রতিবাদ করলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড। বেনিটাও কিছু বলল না। যুক্তি আছে মেয়ারের কথায়। ঝোঁকের মাথায় ফালতু কিছু বলেনি সে। ওদের তিনজনের যাতে ভালো হয় এমন প্রস্তাবই দিয়েছে।

রওয়ানা হয়ে গেল মেয়ার। ফিরে এল সন্ধ্যার আগেই। কাজে লাগতে পারে এমন কিছুই ফেলে আসেনি। যা-যা মনে পড়েছে নিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রক্তের গন্ধ পেলে বাঘ যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, গুপ্তধনের এত কাছাকাছি থেকে মেয়ার তারচেয়েও বেশি কর্মপটু হয়ে উঠল। ফলাফল: দ্বিতীয় রাতের মধ্যেই পাল্টে গেল পুরো এলাকার চেহারা। ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেল অনেকখানি। বেনিটার জন্য খাটানো হলো একটা তাঁবু। ঘন পাতাঅলা একটা গাছ ঠিক করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মেয়ার। রাতে ওঁরা দু'জন শোবেন সেটার নীচে। কাছাকাছি আরেকটা ন্যাড়া গাছের নীচে বানানো হলো রান্নার জায়গা। খাবার-দাবার সব এনেছে মেয়ার। এমনকী মাকালাঙ্গাদের টার্গেট-প্র্যাকটিসে মরা গরুদুটোর শুকনো মাংসও নিয়ে আসতে ভোলেনি।

প্রতিদিন টাটকা মাংস আর ভুট্টা দিয়ে যায় মাকালাঙ্গারা। ফলমূল যা-লাগে যোগাড় করে নেয় বেনিটারা। কুয়ার পানিও স্বাদু, পরিষ্কার। সব মিলিয়ে সুখেই কাটছে দিন।

বুড়ো মলিমোও রয়ে গেল ওদের সঙ্গে। তবে পাহারা দেওয়ার জন্য নয়। সপ্তাহের চার-পাঁচটা রাত "পর্তুগিজদের" গুহায় কাটানো ওর অভ্যাস। সূর্য উঠলে চলে যায় সে, সন্ধ্যা মিলিয়ে যাওয়ার পর হাজির হয় ধীর পায়ে। গিয়ে ঢোকে গুহায়। সেখানে সে কী করে জানতে চাইল বেনিটা একদিন। মলিমো বলল, 'মৃত্যুগুহায় একা বসে ধ্যান করতে খুব সুবিধা হয় আমার। একমনে আরাধনা করতে পারি দেবতাদের। তাঁরাও সাড়া দেন আমার ডাকে।' আর কিছু না-বলে নিজের কাজে চলে গেল বেনিটা।

প্রথম কয়েক রাত মলিমোর "আরাধনা" দেখে কিছু বলল না মেয়ার। তারপরই ফুঁসে উঠল রাগে। মিস্টার ক্লিফোর্ডের সামনে এসে বলে বসল, 'আরাধনা-ফারাধনা সব বাজে কথা। আসলে আমাদের ওপর নজর রাখছে বুড়ো। আপনাদের দু'জনকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমাকে না তাড়ানো পর্যন্ত শান্তি নেই বুড়োর।'

বাবার পাশে বসে থাকা বেনিটা বলল, 'মেনে নিতে পারলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না কথাটা। এমন কিছু করছি না আমরা যাতে নজর রাখতে হবে আমাদের ওপর। আমরা এখানে আসার আগে থেকেই গুহায় রাত কাটায় মলিমো। সুতরাং যা-করছে সে করতে দিন।'

'কিন্তু...' যুক্তি খুঁজে পেল না মেয়ার। 'আমার দিকে যেন কেমন কেমন চোখে তাকায় বুড়ো।'

বেনিটা অনেক আগেই খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। মেয়ারকে দেখে মুচকি মুচকি হাসেও মলিমো। এ-ব্যাপারটাই বোধ হয় মেয়ারকে বেশি অস্বস্তিতে ফেলেছে।

'ওকে চটিয়ে কোনো লাভ হবে না আমাদের,' বলল বেনিটা। 'সুতরাং নিজের মতো থাকুন। আর মলিমোকেও থাকতে দিন ওর মতো। ভেবে দেখুন, মলিমো আছে বলে আমাদের নিরাপত্তা আরও বেড়েছে। ইচ্ছে হলেই কোনো মাকালাঙ্গা ঢুকে পড়তে পারবে না দেয়ালের ভেতরে—যতক্ষণ না মলিমো অনুমতি দেয়। লোকটা বুড়ো বলেই জানে অনেক, ভালোমতো চেনে জায়গাটা। ভবিষ্যতে আমাদের অনেক উপকারে আসবে সে।'

এ-প্রসঙ্গে বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেল না মেয়ার।

শাসিয়ে গিয়েছিল মাটাবিলিরা, কিন্তু কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন অথচ পাত্তা নেই ওদের। একদিন সকালে দেয়ালের উপর চড়ে বসল বেনিটা। দেখল, গ্রামের সব ছাগল আর ভেড়া দূরের মাঠে চরছে। বাদ যায়নি ওদের নয়টা ষাঁড় আর দুটো ঘোড়া-ও। এক নম্বর দেয়ালের কাছে, ভুট্টার খেতে কাজ করছে কয়েকজন মহিলা। তার মানে মাটাবিলিদের ভয় কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠেছে গ্রামবাসীরা।

তবে আগের মতোই সতর্ক আছে ওরা। সারাদিন রাইফেল হাতে পাহারা দেয় স্বেচ্ছাসেবকরা। টমাসের নির্দেশনায় প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে একশো জন পুরুষ। আগের চেয়ে অনেক উন্নতি করতে পেরেছে ওরা।

চতুর্থ দিন সকালে মলিমোর কাছে গিয়ে হাজির হলেন মিস্টার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্লিফোর্ড, মেয়ার আর বেনিটা।

'এবার গুপ্তধনের কাছে নিয়ে চলুন আমাদেরকে,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল মেয়ার।

'নিয়ে যেতে পারলে খুশিই হতাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল মলিমো।

'মানে?'

'ব্যামব্যাটসির প্রেতাত্মা আমাকে গুপ্তধনের কথা বলেছে, কোথায় লুকানো আছে সে-ব্যাপারে কিছুই বলেনি। সত্যি বলছি, গুপ্তধন কোথায় আছে জানি না আমি। তোমাদেরকে পর্তুগিজদের লাশের কাছে নিয়ে এসেছি, এবার খুঁজে দেখো তোমরা। ঘাবড়িয়ো না। শ্বেত-কুমারী আছে তোমাদের মধ্যে।'

'চলুন,' মলিমোকে দিয়ে কাজ হবে না বুঝে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল মেয়ার, 'যা-করার আমাদেরকেই করতে হবে।'

গুহামুখের কাছে এসে দাঁড়াল বেনিটারা।

'বুড়ো শালা একটা বাটপার! ধোঁকা দিল আমাদেরকে!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মেয়ার।

মিস্টার ক্লিফোর্ড বা বেনিটা কিছু বললেন না।

'কোথায় লুকানো থাকতে পারে বলে মনে হয় আপনার?' মিস্টার ক্লিফোর্ডকে জিজ্ঞেস করল মেয়ার।

'কুয়ায় ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। পানি লেগে জীবনেও নষ্ট হবে না সোনা, জানত পর্তুগিজরা...'

'নাহ্,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল মেয়ার। 'আমার মনে হয় না। মলিমো কী বলেছে মনে করে দেখুন। বেনিটা ফেরেইরা মেয়েটার প্রেতাত্মা ওকে বলেছে মাটির নীচে লুকানো আছে সব সোনা...'

'আপনি আবার কবে থেকে ভূতের গল্প বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?' বেনিটার কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

চোয়াল শক্ত করল মেয়ার। 'আমি নাস্তিক। ঈশ্বর, প্রেতাত্মা, ভূত কোনোকিছুই বিশ্বাস করি না। কিন্তু মলিমো যেভাবে বলেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাতে একেবারে উড়িয়েও দিতে পারছি না কথাটা।'

'কিন্তু...' কিছু বলতে চেয়েও পারলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড, হাত তুলে বেনিটা থামিয়ে দিল তাঁকে।

'মলিমো কী বলেছে-না-বলেছে সেসব নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে এসো এক কাজ করি।' বলল মেয়েটা।

'কী কাজ?' একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মেয়ার।

'চলো আমার সঙ্গে,' বলতে বলতে গুহার দিকে এগিয়ে গেল সে।

ভিতরে গিয়ে ঢুকল ওরা। হাজির হলো স্তূপ করে রাখা কঙ্কালগুলোর সামনে। এদিক-ওদিক তাকাল বেনিটা। শুধু কঙ্কালগুলোই নয়, পুরানো অস্ত্রশস্ত্রগুলোও একপাশে জড়ো করে রেখেছে মেয়ার। কাজটা করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছে একটা তরবারিকে। বলা ভালো তরবারিটার হাতল ছুটে গেছে ফলা থেকে। এগিয়ে গিয়ে ফলাটা হাতে তুলে নিল বেনিটা। একটা লম্বা দড়ির একপ্রান্তের সঙ্গে বাঁধল হাতলটা। তারপর রওয়ানা হলো কুয়ার উদ্দেশে।

কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিল বেনিটা। কালো একটা গহ্বর ছাড়া দেখা গেল না কিছুই। কুয়ার প্রান্ত থেকে নীচে হাতলটা ঝুলিয়ে দিল বেনিটা। দড়ি ছাড়তে লাগল অল্প অল্প করে। হাতলটা একশো বিশ ফুট নামার পর মৃদু একটা আওয়াজ ভেসে এল ওদের কানে। পানির স্পর্শ পেয়েছে হাতলটা।

মাথাটা সামান্য ঝাঁকাল বেনিটা। ছেড়ে চলল দড়ি। পানিতে ডুবে গেল ভারী হাতল। মোট একশো সাতচল্লিশ ফুট নামল সেটা। তারপর ঝুলে পড়ল দড়ি। হাতলটা পৌঁছে গেছে কুয়ার তলায়। বোঝা গেল কুয়ায় পানির উচ্চতা সাতাশ ফুটের মতো।

এবার কপিকলের চেন ঘুরিয়ে বালতিটা পানিতে নামিয়ে দিল বেনিটা। একেবারের তলায় গিয়ে না-ঠেকা পর্যন্ত ছাড়তেই থাকল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেন . চেন টেনে তুলে আনল বালতি কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই। এভাবে তিন বার কাজটা করার পর তৃতীয়বারে উঠে এল মানুষের কিছু হাড়গোড়। চতুর্থবারে পাওয়া গেল একটা সোনার-নূপুর।

'নাহ্,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা, 'নীচে সোনা আছে একথা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। হয়তো কোনো এক সময় এ-কুয়ায় পানি নিতে এসেছিল কোনো মেয়ে। নূপুরটা হয়তো ওর পা থেকেই খসে পড়ে যায় ভেতরে।'

'কিংবা মেয়েটাই হয়তো...' কথা শেষ করলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'ধেৎ!' চেঁচিয়ে উঠল অধৈর্য মেয়ার। 'ইচ্ছে করছে আমিই নেমে যাই ওই চেন বেয়ে।'

মশাল নাচিয়ে বহু-পুরানো চেনটা দেখাল বেনিটা। 'চেনটা একবার ছিঁড়ে গেলে বাকি জীবন কুয়ার ভেতরেই কাটাতে হবে আপনাকে।'

কথা বাড়াল না মেয়ার। কাজে লেগে গেল। একটা ভারী পাথর যোগাড় করে আনল গুহার বাইরে থেকে। পাথরটা ওজনে ওর সমান হবে। খুব কায়দা করে চেনের সঙ্গে বাঁধল পাথরটা। তারপর বলল বাপ-মেয়েকে, 'দেখুন এটা নামাতে পারেন কি না। প্রথমে নামাবেন, তারপর তুলে আনবেন। আমি সাহায্য করবো না। আপনারা দু'জনে যদি তুলে আনতে পারেন পাথরটা, তা হলে বুঝবো আমাকেও তুলে আনতে পারবেন। চেন ছেঁড়ার ঝুঁকি নিয়ে হলেও নীচে নামবো আমি। কুয়ায় সোনা থাকলে উদ্ধার করবোই।'

খেপেছে মেয়ার। এখন হাজার চেষ্টা করলেও বোঝানো যাবে না ওকে। কাজেই পাথরটা নীচে নামিয়ে দিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। কিন্তু তুলে আনার সময়ই ঘটল বিপত্তি। অনেক চেষ্টা করেও দশ ফুটের বেশি তোলা গেল না। বেশি টানাটানি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে গিয়ে চেনের বাঁধন-মুক্ত হয়ে পাথরটা পড়ল পানিতে। পতনের আওয়াজটা শোনা গেল বেশ জোরে।

'নাহ্,' হাঁপাচ্ছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'আমরা দু'জনে পারবো না। কমপক্ষে তিনজন লাগবে।'

এবারও কিছু না-বলে দৌড় দিল মেয়ার। চোখের পলকে বেরিয়ে গেল গুহার বাইরে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তারপর পিছু নিলেন মেয়ারের। ব্যর্থতা উন্মত্ত করে তুলেছে মেয়ারকে। ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটিয়ে দিতে পারে সে। বেনিটাও এল বাবার সঙ্গে।

বাইরে বেরিয়ে দেখল ওরা, মলিমোর সঙ্গে তর্ক করছে মেয়ার। চেঁচিয়ে কথা বলছে সে, কাজেই কী বলছে শুনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

'ওসব বুঝি না আমি,' বলল মেয়ার। 'তোর লোকজনকে নিয়ে আয় এখানে। আমাকে কুয়ায় নামাবে ওরা। তারপর আবার তুলে আনবে।'

'আগেও একবার বলেছি,' মলিমোর কণ্ঠ অস্বাভাবিক রকম শান্ত, 'সম্ভব না কাজটা। টমাস ওদেরকে কুচকাওয়াজ করাচ্ছে। মাটাবিলিরা যে-কোনো সময় হামলা করতে পারে এ-আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে অনেকেই। এ-মুহূর্তে কাউকে এখানে আনা মানে সময়ের অপচয় করা আর ব্যামব্যাটসিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া। পারবো না আমি কাজটা করতে। তা ছাড়া ওরা এখানে আসতে খুব ভয় পায়।'

রাগে লাল হয়ে গেল মেয়ার। হিংস্র বাঘের মতো দাঁত বেরিয়ে পড়ায় যার-পর-নাই কুৎসিত দেখাচ্ছে ওকে এখন। আগের মতোই চেঁচিয়ে বলল, 'ভয় পায়? গুলি করে সবগুলোকে খুন করবো আমি নিজের হাতে। ভয় বের হবে তখন। তোকেও খুন করবো আমি, বুড়ো শকুন।'

'সাদা মানুষ,' এখনও শান্ত আছে মলিমো, 'তোমাদেরকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেছিলাম গুপ্তধন যেখানে লুকানো আছে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে আসবে। কথা রেখেছি আমি। এবার গুপ্তধন খুঁজে বের করো তোমরা। তারপর পারলে নিয়ে চলে যাও। বার বার বলছি, এই জায়গাটা পবিত্র। আমি ছাড়া মাটাবিলিদের আর কেউ কখনও পা দেয়নি এখানে, দেবেও না। খুন করতে ইচ্ছে হয় তোমার? করো গুলি। ভয় পাই না আমি। কিন্তু মনে রেখো, আমাকে মারলে তুমিও বাঁচবে না।'

আর কিছু বলল না মেয়ার। সংযত করল নিজেকে। বুঝল, রাগারাগি করে লাভ হবে না। ভিন্ন কৌশল খাটাল। মলিমোকে বলল, 'তা হলে মিস্টার ক্লিফোর্ড আর তোমার শ্বেত-কুমারীর সঙ্গে হাত লাগাও। কুয়ায় নামতে চাই আমি। ওরা দু'জনে আমাকে নামাতে পারবে, কিন্তু টেনে তুলতে পারবে না। তুমি সাহায্য করলে হয়তো...'

'বুড়ো হয়েছি আমি,' বলল মলিমো, 'আগের মতো জোর নেই শরীরে। তবুও চেষ্টা করে দেখবো। তবে তোমার জায়গায় আমি থাকলে কখনোই নামতাম না ওই কুয়ায়।'

নিচু গলায় বলল মেয়ার, 'শকুনরা কুয়ায় নামে না!' তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'আমি নামবো, আগামীকাল।'

এগারো

পরদিন ব্রেকফাস্ট সারার পর এক মুহূর্তও দেরি করল না মেয়ার। সোজা গিয়ে ঢুকল গুহায়। চেনের সঙ্গে বিশেষ কায়দায় আটকাল অদ্ভুত একটা কাঠের সিট। নিজে বসবে সেটাতে। বোধ হয় সারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাত ভেবে বুদ্ধিটা বের করেছে সে। বেশ কয়েকবার টেনেটুনে দেখল কপিকল আর চেন ওর ওজন সহ্য করতে পারবে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে একটা ল্যাম্প হাতে বসে গেল "অদ্ভুত" সিটে। তারপর দু'বগলের নীচ দিয়ে বুকের উপর বাঁধল একটা দড়ি। দড়িটার অন্যপ্রান্ত শক্ত গিঁট দিয়ে বাঁধল চেনের সঙ্গে। মোমবাতি আর দেয়াশলাই-ও নিল। ল্যাম্পটা কোনো কারণে নিভে গেলে কাজে লাগবে ওগুলো। একটা হাতুড়িও নিল।

কপিকলটা যথাসম্ভব শক্ত করে ধরে আছে বেনিটা। চেন ধরেছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মলিমো। মেয়ার বসামাত্র জোরে টান পড়ল চেনে। খুব সাবধানে, একটু একটু করে চেন ছাড়তে লাগলেন তাঁরা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নীচে নামতে লাগল মেয়ার।

পঞ্চাশ ফুটের মতো নামার পর চেঁচিয়ে উঠল মেয়ার, 'থামো, আর ছেড়ো না চেন। কিছু একটা দেখতে পেয়েছি আমি।'

স্পষ্টভাবে শোনা না-গেলেও বুঝতে অসুবিধা হলো না কী বলছে মেয়ার। চেন আঁকড়ে ধরলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মলিমো। ঝুলে রইল মেয়ার।

কিছুক্ষণ পর কুয়ার ভিতর থেকে ভেসে এল ফাঁপা একটা আওয়াজ। হাতুড়ি দিয়ে কুয়ার দেয়ালে বাড়ি দিচ্ছে মেয়ার। কী দেখছে সে-ই জানে। একটু পর আবার চেঁচাল সে, 'আবার ছাড়ো চেন। আরও নীচে নামাও আমাকে।'

চেন ছাড়তে লাগলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মলিমো। ছাড়ার মতো আর চেন রইল না একসময়। এতক্ষণে পানির কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা মেয়ারের।

কুয়ার ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না। কুয়ায় উঁকি দিল বেনিটা। তাকাল নীচে। ছেড়েছে ফুটের মতো নেমেছে মেয়ার। তারপরও ল্যাম্পের আলো দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না আলোটা। কোনো কারণে নিভে গেছে ল্যাম্প।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বালানোর প্রয়োজন বোধ করছে না মেয়ার। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল বেনিটার কাছে।

'মিস্টার মেয়ার?' যথাসম্ভব জোর গলায় চেঁচাল সে।

উত্তর দিল না মেয়ার।

আবারও ডাকল বেনিটা। ফলাফল আগের মতোই। সাড়া দিল না মেয়ার।

মিস্টার ক্লিফোর্ডের মুখের দিকে তাকাল বেনিটা। কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। কপিকল ছেড়ে একলাফে বাবার পাশে এসে দাঁড়াল বেনিটা। ধরল চেনটা। তারপর তিনজনে মিলে সর্বশক্তিতে টেনে উপরে তুলতে লাগল সেটা।

আগের মতোই ভারী লাগছে চেন। তার মানে সিটেই আছে মেয়ার। টানতে টানতে হাত ব্যথা হয়ে গেল ওদের তিনজনের। কষ্টের পুরস্কার পেল একসময়। কুয়ার ভিতরের কিনারা থেকে উপরে উঠে এল মেয়ার। একটু পর লোকটার পুরো শরীর বেরিয়ে এল বাইরে। ওকে দেখে চমকে উঠল বেনিটারা।

মেয়ারের দু'চোখ বন্ধ। মাথাটা ঝুলে পড়েছে পিছন দিকে। ল্যাম্পটা নেই হাতে। অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা। ল্যাম্প খসে পড়েছে কুয়ার পানিতে। চেনের সঙ্গে বাঁধা না-থাকলে ল্যাম্পের মতোই কুয়ার পানিতে পড়ে ডুবে মরত মেয়ার।

বেনিটারা তিনজনে মিলে ধরাধরি করে সিট থেকে সরিয়ে আনল মেয়ারকে। শুইয়ে দিল কুয়ার পাশের মাটিতে। মিস্টার ক্লিফোর্ড মেয়ারের বুকের উপর বাঁধা দড়িটা খুলে নিলেন। কুয়া থেকে এক বালতি পানি তুলল বেনিটা। বালতির পানিতে হাত ভিজিয়ে পানির ছিটা দিতে লাগল মেয়ারের চোখেমুখে। একটু পর চোখ খুলে তাকাল লোকটা। একদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল বেনিটার দিকে।

'কী হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বিষাক্ত গ্যাস,' কাতর কণ্ঠে বলল মেয়ার। 'কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার—কোনো কিছু টের পেলাম না আমি, একটুও খারাপ লাগল না আমার কাছে, স্রেফ জ্ঞানটা হারিয়ে ফেললাম।'

বেনিটা জিজ্ঞেস করল, 'নীচে কিছু দেখেছেন?'

মাথাটা সামান্য ঝাঁকাল মেয়ার। 'দেখেছি। কিন্তু কত নীচে বলতে পারবো না। এক জায়গার পাথর দেখে মনে হলো কেটে সরানো হয়েছিল কোনো একসময়। পাথরটা ছয় ফুট বাই চার ফুটের মতো হবে। ওই পাথরের জায়গায় আরেকটা পাথর বসানো হয়েছে পরে। শুধু বসিয়েই দেয়নি, চুন-সুরকি আর সিমেন্ট দিয়ে ভালোমতো আটকে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাথর কেটে সরাল কেন? নিশ্চয়ই ওটার ভেতর দিয়ে গোপন পথ বানানো হয়েছিল।'

কেউ কিছু বলল না। দু'কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে বসল মেয়ার। বলে চলল, 'গোপন পথটার, মানে পাথরটার ঠিক নীচেই দেখলাম বড় বড় গর্ত। তাতে ভাঙা কড়িকাঠ আটকে আছে। মনে হয় একসময় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হতো জায়গাটা। হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে ওই পাথরটা আলগা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এককণা সিমেন্টও খসাতে পারলাম না। ভাবলাম আরও নীচে নামলে নতুন কিছুর দেখা পাবো। কিন্তু কিছুদূর নামতে-না-নামতেই গেলাম অজ্ঞান হয়ে। যা-ই হোক, আমার মনে হয় ওই পাথরটা সরাতে পারলেই গোপন পথে ঢুকতে পারবো আমরা। আর ওখানেই লুকানো আছে সব সোনা।'

'তা হলে সোনা পাবার আশা বাদ দিতে হবে আমাদেরকে,' বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'কেন?' ভ্রূ কুঁচকাল মেয়ার।

'কুয়ার নীচটা বিষাক্ত গ্যাসে ভরা। আমরা নামবো কীভাবে?'

কথাটা শুনে আরও কুঁচকে গেল মেয়ারের ভ্রূ-জোড়া।

'তা ছাড়া,' বলে চললেন মিস্টার মেয়ার, 'গোপন পথের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারে তুমি যা-বললে সেটা ঠিক না-ও হতে পারে। হয়তো কোনো কারণে ফাটল দেখা দিয়েছিল কুয়ার দেয়ালে। তখন ওই পাথর আটকে দিয়ে মেরামত করেছে লোকেরা।'

'কী জানি!' হতাশ কণ্ঠে বলল মেয়ার। 'কুয়ার বাতাস একটু পরিষ্কার হোক, তারপর আমি আবার নামবো নীচে। পাথরের ব্যাপারটা আসলে কী, জানতেই হবে।'

দুপুরের দিকে খারাপ হলো মেয়ারের অবস্থা। গা কাঁপিয়ে জ্বর এল বেচারার। প্রলাপ বকতে আরম্ভ করল একপর্যায়ে। অবস্থা সুবিধার নয় দেখে ওর শুশ্রূষার দায়িত্ব নিল বেনিটা। সন্ধ্যার দিকে জ্বর কিছুটা কমল মেয়ারের। ছটফট করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা। লোকটার গায়ে একটা কম্বল টেনে দিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে এল বেনিটা। ওরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

ঘণ্টাখানেক পর মেয়ারকে দেখতে গেল সে। ঘুমের মধ্যেই ছটফট করছে লোকটা। তবে জ্বর আগের চেয়ে কম। খেয়াল করল বেনিটা, জার্মান ভাষায় প্রলাপ বকছে মেয়ার। ভাষাটা না-জানায় লোকটা কী বলছে বুঝতে পারল না বেনিটা। তবে স্পষ্ট শুনতে পেল, দু'বার ওর নাম উচ্চারণ করল মেয়ার।

রাতে জ্ঞান ফিরল লোকটার। অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাল এদিক-ওদিক। বেনিটাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'খিদে পেয়েছে আমার।'

খাবার আর পানি নিয়ে এল বেনিটা। দিল মেয়ারকে। গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল লোকটা। খেতে খেতেই বলল, 'আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন, মিস ক্রিফোর্ড?'

এই অ্যাডভেঞ্চারের ফলাফল কী হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবছিল বেনিটা। মেয়ারের প্রশ্নে খানিকটা চমকে মুখ তুলে তাকাল। অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'চিন্তিত? কে বলল?'

'আপনার চোখমুখ। চিন্তায় কালো হয়ে আছে সুন্দর মুখটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়ার প্রশংসা করায় এবার সত্যিই চিন্তিত হলো বেনিটা। লোকটার মতলব বুঝতে পারছে না সে।

বলে চলল মেয়ার, 'দু'দিন পর কোটি-টাকার সোনার মালিক হবেন আপনি। দক্ষিণ আফ্রিকার...না, না, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মহিলা বলে সবাই চিনবে আপনাকে। খুশি হবার বদলে মুখ কালো করে আছেন কেন?'

মেয়ারের চোখে চোখ রাখল বেনিটা। 'বেশি টাকা ভালো না, মিস্টার মেয়ার।'

হা হা করে হেসে উঠল মেয়ার। বেনিটার মনে হলো পুরো ব্যামব্যাটসি গ্রামটাই বুঝি কেঁপে উঠল সে-হাসির আওয়াজে।

'বেশি টাকা ভালো না, তা-ই না? আমি বেশি টাকা কেন চাই জানেন? টাকা না-থাকায় একদিন কুকুরের মতো ঘুরঘুর করতে হয়েছে আমাকে লোকের পিছু পিছু। এর-ওর মুখে গালি-গালাজ শুনে হজম করতে হয়েছে নীরবে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে আমার বুকে। খালি কোটিপতি হই একবার! যারা আমাকে অপমান করেছিল একদিন তাদেরকে চরম শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।'

'কোটিপতি হলে আরও কত ভালো-কাজ করা যায়,' প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল বেনিটা। 'ওসব বাদ দিয়ে আপনি প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবছেন?'

আবারও হা হা করে হাসল মেয়ার। 'ভালো কাজ করবো না কে বলল? প্রথমেই পরীর মতো সুন্দরী এক মেয়েকে বিয়ে করবো,' বেনিটাকে আপাদমস্তক দেখল সে। 'আমার রানি বানাবো মেয়েটাকে। সোনাদানা, মণিমুক্তা যেটা যখন চাইবে সে হাজির করবো তার সামনে। সারাজীবন অন্ধের মতো ভালোবাসবো মেয়েটাকে। দেবী মনে করে পূজা করবো।'

চট করে উঠে দাঁড়াল বেনিটা। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'আমার কিছু কাজ আছে, মিস্টার মেয়ার। আপনি খেতে থাকুন, আমি আসছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরেকদফা অট্টহাসি হাসল মেয়ার।

রাত আরেকটু গভীর হলে বাইরে বেরিয়ে এল লোকটা। গুহামুখের কাছে দাঁড়িয়ে ভরাট কণ্ঠে জার্মান-ভাষায় গান ধরল একটা। গান শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল বেনিটা। মিস্টার ক্লিফোর্ডও এসে দাঁড়ালেন মেয়ের পাশে। মলিমো ছিল গুহার ভিতরে, চিন্তিত মুখে উঁকি দিল সে-ও। কেউই বুঝতে পারছে না কী ঘটছে।

গান শেষ হলে দেয়ালে চড়ল মেয়ার। চেঁচিয়ে ডাকল বেনিটাকে, 'মিস্ ক্লিফোর্ড, আসুন, আমার পাশে এসে বসুন। রাতটা খুব সুন্দর। আকাশ ভর্তি তারা। মেঘের আড়াল থেকে একটু পর পর উঁকি দিচ্ছে দুষ্টু চাঁদ। আসুন, এসে বসুন আমার পাশে : আপনাকে গান শোনাই আরেকটা।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার মেয়ার,' হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে কোনোরকমে বলল বেনিটা। 'খুব ঘুম পাচ্ছে আমার। আপনি চাঁদ দেখুন, আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

আরেকটা গান ধরল মেয়ার। নিস্তব্ধ রাতে ওর ভরাট গলাটা আরও জোরে শোনাল।

'ব্যাপার কী?' বেনিটার সঙ্গে তাঁবুর ভিতরে এসে ঢুকলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'কী হয়েছে মেয়ারের?'

'জানি না। কুয়ার বিষাক্ত গ্যাসের কারণে মাথা খারাপ হয়ে গেল কি না বুঝতে পারছি না।'

'সোনার লোভ, কুয়ার গ্যাস···মেয়ারের মাথা খারাপ হওয়াটা অসম্ভব কিছু না। তুই সাবধানে থাকিস। এড়িয়ে চলার চেষ্টা করিস ওকে।' মেয়ের কপালে একটা চুমু দিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। মেয়ার তখনও গান গাইছে দেয়ালের উপর বসে।

তবে পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় স্বাভাবিক আচরণ করল সে। সবার খাওয়া হয়ে গেলে প্রস্তাব দিল, 'করার কিছু নেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের। তাই বলে সময়টা নষ্ট করা উচিত হবে না। গুহার ভেতরটা খুঁজতে চাই আমি।'

শুরু হলো খোঁজ। গুহার প্রতিটা দেয়াল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওরা। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করল দেয়ালে। ফাঁপা আওয়াজ শোনা যায় কি না যাচাই করল। লাভ হলো না কোনো।

'এক কাজ করুন আপনারা,' এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল মেয়ার। 'যিশুর মূর্তিটা দেখুন ভালোমতো। কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে। আমি ততক্ষণে মেঝেটা পরীক্ষা করে ফেলি।'

একটা মই নিয়ে এল বেনিটা। বেদির উপর গুহার দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড় করাল সেটা। মশাল হাতে মই বেয়ে উপরে উঠে গেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। দেখতে লাগলেন মর্মরের যিশুকে। বেনিটা দাঁড়িয়ে রইল নীচে।

বিশাল মূর্তিটাকে আলখেল্লা জাতীয় একটা পোশাক পরানো হয়েছিল কোনো একসময়। আলখেল্লার বেশিরভাগই উধাও এখন। তবে খানিকটা ঝুলছে কাঁধ থেকে। ধুলোবালি লেগে ময়লা হয়ে গেছে কাপড়ের টুকরোটা। ভালোমতো তাকাতে বোঝা গেল মূর্তির হাত দুটো মর্মরের নয়, সাধারণ পাথরের। কায়দা করে জোড়া লাগানো হয়েছে দেহের সঙ্গে। একটা মোটা তার দিয়ে মূর্তিটা আটকে রাখা হয়েছে পিছনের ক্রসের গায়ে, বড় একটা হুকের সঙ্গে। সাদা রঙ করা হয়েছে তারে। ফলে সহজে চোখে পড়ে না তারটা।

'মিস্টার ক্লিফোর্ড,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মেয়ার, 'জলদি এখানে আসুন!'

চমকে উঠলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। তাড়াহুড়ো করে বেদি ছেড়ে নেমে এলেন দু'জনই। মেয়ার তখন বেদির কাছে মেঝেতে কী যেন দেখছে উবু হয়ে। হাতে একটা মোটা-লাঠি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা কাছে যাওয়ামাত্র জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল সে। উঠে দাঁড়াল। 'শুনুন,' বলেই ভারী লাঠিটা ফেলল বেদির একপ্রান্তের মেঝের উপর।

ঠক্ করে আওয়াজ হলো একটা। তার মানে মাটির নীচে পাথর বা এ-জাতীয় কিছু একটা আছে।

লাঠিটা তুলে নিয়ে এল মেয়ার। গিয়ে দাঁড়াল বেদির ঠিক সামনে, যিশুর মূর্তির দিকে মুখ করে। হাত থেকে ছেড়ে দিল লাঠিটা। এবারের আওয়াজটা হলো ফাঁপা, মৃদু।

পর পর কয়েকবার একই কাজ করল মেয়ার। বেদির থেকে একটু দূরে এখানে-সেখানে লাঠি ফেলল, আওয়াজ শোনা গেল পরিষ্কার। কিন্তু যিশুর মূর্তির দিকে মুখ করে বেদির সামনে লাঠি ফেলায় আওয়াজ হলো অনেক কম। সবচেয়ে বড় কথা, আওয়াজটা ফাঁপা।

'পেয়ে গেছি!' চেঁচানোর বদলে নিচু কণ্ঠে বলল মেয়ার।

সত্যিই কিছু পেয়েছে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও প্রতিবাদ করল না বেনিটা। ফাঁপা আওয়াজটাই ভাবিয়ে তুলেছে ওকে।

আগেকার দিনে গ্র্যানিটের গুঁড়ো দিয়ে সিমেন্ট বানানো হতো। গুহার মেঝে ঢালাই করা হয়েছে সেই সিমেন্ট দিয়ে। সুতরাং ফাঁপা আওয়াজের মানে একটাই—নীচে গোপন কুঠুরি আছে। আর কুঠুরিটা এভাবে লুকানোর মানে হচ্ছে, মূল্যবান কিছু আছে সেখানে। কী লুকানো আছে জানতে হলে খুঁড়তে হবে মেঝে।

দেরি করল না মেয়ার। লিভার হিসাবে ব্যবহার করা হয় এমন একটা স্টিলের ক্রোবার নিয়ে এল সে। কাজে লাগতে পারে ভেবে ক্রোবারটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ওরা। খুঁড়তে আরম্ভ করল মেয়ার।

উৎসাহ যতই থাকুক, সন্ধ্যা নাগাদ কাজের অগ্রগতি দেখে হতাশ হয়ে পড়ল সে। মেঝের সিমেন্ট খুব শক্ত, এত বাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়েছে মেয়ার তবুও ভাঙেনি। কয়েকটা চিড় ধরেছে মাত্র। ক্লান্ত হয়ে বেদির উপর বসে পড়ল সে। তখন এগিয়ে গেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কিন্তু তিনি এমনিতেই বুড়ো, তার উপর দুর্বল। তাই কাজ করতে পারলেন না বেশিক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ক্রোবারটা হাতে তুলে নিল বেনিটা।

এভাবে পালা করে কাজ করে চলল ওরা। তিন দিন লাগল মেঝের সিমেন্ট ভাঙতে। দেখা গেল নীচের পাথুরে মাটি।

হতাশ হয়ে মেঝের উপরই বসে পড়ল বেনিটা। বলল, 'ভুল করেছি আমরা।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল মেয়ার। 'মানে?'

'না-খেতে পেয়ে পর্তুগিজরা তখন দুর্বল। এত বড় মেঝের পুরোটা সিমেন্ট দিয়ে লেপল কখন? আর এত সিমেন্টই বা পেল কোথায়?'

'যদি মাকালাঙ্গারা করে থাকে কাজটা?' পাল্টা যুক্তি দিল মেয়ার। 'সিমেন্ট কী জিনিস ভালোমতোই চেনে ওরা। ওদের চোদ্দ পুরুষ ওসব দিয়ে বাড়িঘরও বানিয়ে গেছে।'

'তা হলে ডাকুন মলিমোকে। ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে সব।'

কিন্তু খুঁজে দেখা গেল মলিমো নেই, গ্রামে গেছে। হয়তো রাতে ফিরবে।

'বসে থাকার কোনো মানে হয় না,' বলে আবার কাজে লেগে গেল মেয়ার। ঝাড়ু দিয়ে গুহার একপাশে সরিয়ে রাখল সিমেন্টের ভাঙা টুকরোগুলো। তারপর ক্রোবারটা আবার তুলে নিল হাতে।

আধঘণ্টা পরই জিভ বেরিয়ে গেল ওর। তখন এগিয়ে এলেন মিস্টার মেয়ার। ছয় ইঞ্চির একটা গর্ত করার পর মেয়ারের মতো অবস্থা হলো তাঁরও। মেঝেতে মেয়ারের পাশে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এভাবে হবে না,' বলল বেনিটা। 'এই ক্রোবার দিয়ে ভাঙতে পারবে না মেঝে। বরং গানপাউডার দিয়ে চেষ্টা করে দেখো কাজ হয় কি না।'

ওয়্যাগনের মালপত্রের মধ্যে এক ফ্লাস্ক গানপাউডার আছে। ফ্লাস্কটা নিয়ে এল মেয়ার। গর্তের মধ্যে ঢালল পরিমাণ মতো। তারপর মাটি আর ভারী-পাথর দিয়ে চাপা দিল গর্তের মুখ। একটুখানি জায়গা ফাঁকা রাখল। ল্যাম্পের সলতে দিয়ে অনভ্যস্ত হাতে একটা ফিউয বানিয়ে গুঁজে দিল সেখানে। তারপর তাকাল বেনিটার দিকে। বলল, 'মিস্টার ক্লিফোর্ডকে নিয়ে চলে যান বাইরে। আগুন দেবো সলতেয়।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে বাবাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল বেনিটা। গিয়ে দাঁড়াল একটা গাছের নীচে।

আগুন লাগিয়েই যত জোরে সম্ভব ছুট লাগাল মেয়ার। গুহার বাইরে, বেনিটাদের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পর ঘটল বিস্ফোরণ। প্রচণ্ড ধাক্কায় কেঁপে উঠল গুহা। কানে তালা লেগে গেল ওদের। গুহার ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ধোঁয়া আর ধুলা।

এক ঘণ্টা পর অনেকখানি কমে গেল ধোঁয়া। বাতাসে ধুলাও উড়ছে না আর। গুহায় গিয়ে ঢুকল বেনিটারা।

দেখল, যতখানি আশা করেছিল কাজ হয়েছে তারচেয়ে কম। বরং কাজ বেড়েছে আরও। পাথুরে মাটিতে কয়েকটা চিড় ধরেছে মাত্র, মাটি ফাটেনি। গানপাউডার বিস্ফোরিত হয়ে নীচের দিকে নয়, উপরের দিকে ধাক্কা দিয়েছে। ভারী পাথরটা ছিটকে গিয়ে আঘাত করেছে গুহার ছাদে। ধাক্কা লেগে ছোট-বড় অসংখ্য পাথরের টুকরো আর চাঁই খসেছে ছাদ থেকে। মেঝের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে সেগুলো। ফলে ছয় ইঞ্চির গর্তটা উধাও হয়ে গেছে। যিশুর বিশাল মর্মর-মূর্তিটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে গেছে সেটা। তামার তার থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলগা হয়ে যে-কোনো সময় মাটিতে পড়ে যেতে পারে।

সুতরাং আবার শুরু হলো হাড় ভাঙা খাটুনি। পাথরের চাঁইগুলো গুহার বাইরের নিয়ে এসে এককোনায় জড়ো করতে লাগলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। ক্রোবারটাই এখন মেয়ারের অন্ধের যষ্টি। সেটা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল সে।

তৃতীয় দিন রাত এগারোটায় একটা সুড়ঙ্গ মতো তৈরি হলো। একজন লোক অনায়াসে ঢুকতে পারবে ওই সুড়ঙ্গপথে। নীচে দেখা যাচ্ছে একটা কুঠুরি।

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেল মেয়ারের। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল সে। ভ্রূ-জোড়া একবার নাচাল মিস্টার ক্লিফোর্ডকে উদ্দেশ্য করে। ভাবখানা এমন: "কী হে, বলেছিলাম না?"

মিস্টার ক্লিফোর্ড মুচকি হাসলেন, কিছু বললেন না।

দড়ির সঙ্গে একটা পাথর বেঁধে সুড়ঙ্গ পথে নীচে নামিয়ে দিল মেয়ার। কিছুদূর গিয়েই আটকে গেল পাথর। আর যাচ্ছে না। দড়ি তুলে আনল মেয়ার। মাপ নিল দড়িটার। আট ফুট। তার মানে কুঠুরিটা আট ফুট গভীর।

কুয়ায় নেমে অজ্ঞান হয়ে শিক্ষা হয়েছে ওর। কুঠুরির বাতাস বিষাক্ত কি না জানার জন্য একটা মোমবাতি জ্বেলে দড়ি দিয়ে বেঁধে নামিয়ে দিল নীচে। নিভে গেল আগুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। তারপর মোমবাতি তুলে এনে তাতে আবার আগুন ধরিয়ে নীচে নামাল। এবার আর নিভল না মোমবাতি। মইটা নিয়ে এল মেয়ার। সুড়ঙ্গ পথে নামিয়ে দাঁড় করাল কুঠুরির মেঝেতে। সবশেষে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে নিজে নেমে গেল নীচে।

মিনিট দুয়েক পরই অশ্রাব্য খিস্তি-খেউড় শুনতে পেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা।

'কী হয়েছে?' সুড়ঙ্গমুখের কাছে বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'সোনা তো দূরের কথা, একটুকরো পাথরও নেই এখানে,' রাগে চেঁচিয়ে উঠল মেয়ার। 'কোনো এক হারামজাদা সন্ন্যাসীর কবর এটা।'

মই বেয়ে নীচে নেমে এলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। তাকালেন চারদিকে।

এককোনায় পড়ে আছে এক সন্ন্যাসীর কঙ্কাল। লোকটার মরদেহে একটা আলখেল্লা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতদিনেও পচেনি আলখেল্লাটা। কঙ্কালের গলায় দেখা যাচ্ছে একটা রূপার ক্রুসিফিক্স। বুকের উপর একখণ্ড পাথর। তাতে ল্যাটিন ভাষায় খোদাই করে লেখা আছে: "মার্কো। জন্ম: লিসবন, ১৪৩৮। মৃত্যু: ব্যামব্যাটসি, ১৫০৩। মোনোমোটাপা রাজ্যে সতেরো বছর ধর্ম প্রচার করেছেন। হাসিমুখে অনেক দুর্ভোগ সয়ে মহান যিশুর আলোয় আলোকিত করেছেন অনেককে। প্রথম জীবনে পেশায় ছিলেন ভাস্কর। পুনরুত্থান দিবসে ঘুম ভাঙবে এঁর। ততদিন পর্যন্ত কেউ যেন বিরক্ত না করে এঁকে।"

ল্যাটিন জানে না মেয়ার। তাই পাথরের লেখাটা অনুবাদ করে ওকে শোনালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। শুনতে শুনতে রাগে লাল হয়ে গেল মেয়ারের চেহারা। মিস্টার ক্লিফোর্ডের কথা শেষ হলে দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে, 'বিরক্ত করবো না? পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ঘুমাতে দেবো? মার্কোর সন্ন্যাস বের করছি আমি,' বলেই কঙ্কালটার দিকে এগিয়ে গেল সে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে এক লাথি মারল সেটাকে। ভেঙে গেল কঙ্কালটার মেরুদণ্ড। ছুটে গেল পাঁজরার কয়েকটা হাড়। ছিটকে গিয়ে কুঠুরির এক দিকের দেয়ালে বাড়ি খেল মার্কোর কঙ্কাল। এবার খসে পড়ল খুলি।

এককালের ধর্মপ্রচারক মার্কোকে না-হোক, তাঁর কঙ্কালটাকে টুকরো টুকরো করতে পেরে দারুণ তৃপ্তি পেল নাস্তিক মেয়ার। কঙ্কালটা যেখানে পড়েছিল, পা দিয়ে সে-জায়গার ধুলা পরিষ্কার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল সে। বলল, 'গোপন সিঁড়ি আছে কি না খুঁজে দেখা দরকার।'

মেয়ারের পাগলামি আর সহ্য করতে পারল না বেনিটা। বলে ফেলল, 'বাড়াবাড়ি করছেন আপনি, মিস্টার মেয়ার। শেষ পর্যন্ত না কিছু একটা ঘটে যায় আপনার!'

'ঘটে যাবে!' কণ্ঠ শুনে মনে হলো আকাশ থেকে পড়েছে মেয়ার। 'কে ঘটাবে? মাকালাঙ্গারা না মাটাবিলিরা?'

'এই গুহায় যারা কয়েকশো বছর ধরে আছে তারা,' শান্ত কণ্ঠে বলল বেনিটা।

হা হা করে হেসে উঠল মেয়ার। যত হাসল তত বাড়ল ওর খুশি। এক পর্যায়ে সামলাতে না-পেরে হাততালি দিতে লাগল সে।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল বেনিটা। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল ছায়ামূর্তিটাকে। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতর।

মাথার উপর, সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে বসে আছে লোকটা। তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। দেখছে বেনিটাদেরকে। লোকটাকে চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বেনিটা। মলিমো। কখন যেন হাজির হয়েছে একেবারে নিঃশব্দে।

শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মলিমো, 'সাদা মানুষ হাসে কেন?'

প্রতিধ্বনিত হয়ে অদ্ভুত এক ফিসফিস-এ পরিণত হলো প্রশ্নটা। শিউরে উঠল বেনিটা। গায়ে কাঁটা দিল মিস্টার ক্লিফোর্ডের। হাসি থামাতে বাধ্য হলো মেয়ার।

'কে?' চমকে উঠে প্রশ্ন করল সে। মলিমোকে চিনতে পারল। 'কী জিজ্ঞেস করলেন আপনি?'

মই বেয়ে নেমে এল মলিমো। 'তুমি হাসছিলে কেন?'

'আপনার "শ্বেত-কুমারীর" কথা শুনে। এই গুহার অধিবাসীরা, মানে মরে-পচে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া মানুষগুলো নাকি আমার ক্ষতি করবে!' তারপর কঠিন গলায় বলল, 'ভূত-

www.BanglaBook.org

প্রেত-ঈশ্বর বলে কোনো কিছু কোনো কালে ছিল না পৃথিবীতে। আজও নেই এবং থাকবেও না কখনও।'

'তা-ই?' মলিমোর নিচু কণ্ঠ আরেকবার চমকে দিল সবাইকে। 'তুমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করো না, কিন্তু আমি তো খালি চোখে দেখি ওদেরকে! এই যে, এই কুঠুরিতেই তো হেঁটে বেড়াচ্ছে কয়েকজন। ওরা কথা বলছে তোমাকে নিয়ে। সেসব কথাও শুনতে পাচ্ছি আমি।'

আরেক দফা হাসল মেয়ার। 'কী বলছে শুনি?'

'তুমি কীভাবে মরবে, মরার পর কোথায় কবর হবে তোমার, স্বর্গ না নরক কোনটাতে যাবে এসব। ভালোমানুষ মার্কোর শাস্তি নষ্ট করেছ তুমি। তাই তোমাকে কী শাস্তি দেয়া যায় সেটাও বলাবলি করছে ওরা।'

'চুপ কর্, বদমাশ কোথাকার!' ছোট্ট কুঠুরিতে বিস্ফোরণের মতো জোরে শোনাল মেয়ারের কণ্ঠ। এক থাবা দিয়ে বেল্টে ঝোলানো খাপ থেকে ছুরি বের করল সে। ডান হাতে ছুরি নিয়ে বাম হাতে গলা টিপে ধরল মলিমোর। 'মুখ একেবারে বন্ধ রাখবি, হারামি! নইলে তোকেই প্রেতাত্মা বানিয়ে দেবো আমি!'

মিস্টার ক্লিফোর্ড ঝাঁপিয়ে পড়লেন মেয়ারের উপর। টেনে-হিঁচড়ে দূরে সরিয়ে নিলেন ক্রোধোন্মত্ত লোকটাকে। মলিমোকে দূরে নিয়ে গেল বেনিটা।

মেয়ারকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখল মলিমো কিছুক্ষণ। একটা কথাও না-বলে মই বেয়ে উঠে গেল উপরে। গুহামুখ থেকে অদৃশ্য হলো ওর ছায়ামূর্তি। এক সময় মিলিয়ে গেল ওর পায়ের আওয়াজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারো

পরদিন ব্রেকফাস্ট বানানোর সময় খেয়াল করল বেনিটা, কাছেই একটা পাথরের উপর গোমড়ামুখে বসে ওকে দেখছে মেয়ার। একবারের জন্যও সরিয়ে নিচ্ছে না দৃষ্টি। অস্বস্তিবোধ করতে লাগল বেনিটা।

গতরাতে মলিমোর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেছে মেয়ার সেটা মনে পড়ে গেল বেনিটার। শিউরে উঠল সে। যত দিন যাচ্ছে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ তত হারাচ্ছে মেয়ার। বাড়াবাড়ি কিছু একটা করে বসতে পারে যে-কোনোদিন, তারপর সেটার খেসারত দিতে হবে সবাইকে। লোকটার দিকে আরেকবার তাকাল বেনিটা। ওকেই দেখছে মেয়ার, পলক পড়ছে না চোখের। চেহারায় আর দৃষ্টিতে নগ্ন-কামনা। গা গুলিয়ে উঠল বেনিটার।

সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে যাওয়া যায় কি না ভাবল সে। মাটাবিলিরা আক্রমণ করেনি এখনও, তবে করবেই একদিন। হয়তো মাদুনা ঠেকিয়ে রেখেছে লোবেঙ্গুলাকে। কিন্তু কত দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ওদের একজন দূত খুন হয়েছে। প্রতিশোধ না-নিয়ে ছাড়বে না ওরা।

কীসে করে রওয়ানা হবে বেনিটারা? ওয়্যাগন? টানবে কে ওয়্যাগনটা? পাঁচটা ষাঁড় সি-সি মাছির কামড়ে রোগাক্রান্ত। বাকি একটার মধ্যে ছ'টাই মেয়ারের।

তবে ভরসা একটাই, দুটো ঘোড়া আছে বেনিটাদের। মাকালাঙ্গাদের যত্নে আর কাজ না-করায় মোটা হয়ে গেছে ঘোড়া দুটো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল বেনিটা। হাঁটতে বের হয়েছিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, ফিরে এসেছেন কিছুক্ষণ আগে। অপেক্ষা করছেন ব্রেকফাস্টের জন্য। পরিবেশন করল বেনিটা। চুপচাপ খাওয়া সারল ওরা তিনজন। মলিমো চলে গেছে ভোরেই।

ব্রেকফাস্ট শেষ করার পর আবার গুহায় গিয়ে ঢুকল ওরা। এবার আরও ভিতরের দিকে একটা কুঠুরির অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল।

সুড়ঙ্গ বানিয়ে সেই কুঠুরিতে নামতে তিন দিন লেগে গেল ওদের। তবে নামার পর খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেল মেয়ারের।

অনেকগুলো কঙ্কাল পড়ে আছে এ-কুঠুরিতেও। বিশৃঙ্খলভাবে নয়, সারি করে সুন্দরভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে কঙ্কালগুলো। তার মানে পর্তুগিজদের কঙ্কাল নয় এগুলো। ওরা আসার আরও অনেক আগে প্রাচীন কোনো জাতি বাস করত এখানে। এতগুলো কঙ্কাল একসঙ্গে দেখে বোঝা গেল এ-জায়গাটা ছিল ওই জাতির কবরস্থান।

সবগুলো কঙ্কালের ডান হাতের কাছে, মাটিতে পড়ে আছে একটা করে সোনার লাঠি। কঙ্কালগুলোর খুলির নীচে সোনা-দিয়ে-মুড়ানো কাঠের-বালিশ। প্রাচীন মিশরীয়রা ব্যবহার করত এ-ধরনের বালিশ। কঙ্কালগুলোর কব্জি আর গোড়ালিতে একাধিক সোনার-বালা। কোমরের কাছে মাটিতে পড়ে আছে অসংখ্য সোনার-চাকতি। খুলির সামনে দাঁড় করানো আছে সুন্দর সুন্দর সব মাটির-পাত্র। কোনো কোনো পাত্রের গায়ে নকশা করে বসানো হয়েছে কাচ। আবার কোনো কোনোটার ভিতরে আছে সোনার-গুঁড়ো।

এককোনায় দেখা যাচ্ছে একটা বড় কবর। ক্রোবার হাতে সেটার-উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়ার। ভেঙে ফেলল দশ মিনিটেই। ভিতরে বিরাটাকৃতির একটা কঙ্কাল। এবং অসংখ্য সোনার-চাকতি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সব মিলিয়ে একশো ত্রিশ আউন্সের মতো হবে,' সোনার চাকতিগুলো জড়ো করতে করতে বলল মেয়ার। 'এবার ভাগ্য ঠকায়নি আমাদের। তবে আসল জিনিস এখনও পাইনি আমরা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনিটা। অকারণেই ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। এত কঙ্কাল, এত সোনা আর সহ্য করতে পারছে না সে। সহ্য করতে পারছে না মেয়ারকেও। একটা করে দিন যাচ্ছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লোকটার লোভ, ধূর্ততা, হিংস্রতা এবং বেনিটার প্রতি কামনা-বাসনা।

বাইরে বেরিয়ে এল বেনিটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বসে রইল দেয়ালের এককোনায়। কেন যেন মনে পড়ে যাচ্ছে লন্ডনের কথা। অতীতের স্মৃতিগুলো উঁকি দিতে চাইছে বিস্মরণের কালো পর্দার আড়াল থেকে। এই রোদজ্বলা দিন, এই ব্যামব্যাটসি, এই দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে লন্ডনের কুয়াশা-ঢাকা বেইযওয়াটার স্ট্রীটের সেই ছোট্ট বাসাটায়। একটানা বারোটা বছর সেখানে কাটিয়েছে সে। লন্ডনে চলতি পথে কোনো দোকানের কাচে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত কিশোরী বেনিটা। ওর মনে হলো, সেই প্রতিবিম্ব আজ যেন জ্যান্ত হয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। কাছে গেলেই কানে কানে বলবে কোনো গোপন কথা।

কী কথা? রবার্ট সিমারের ব্যাপারে? রবার্টের চেহারাটা ভেসে উঠল বেনিটার চোখের সামনে। চেষ্টা করেও বাধা দিতে পারল না সে। কল্পনায় দেখল, ওকে নৌকায় রেখে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে রবার্ট।

হু হু করে উঠল বেনিটার বুকের ভিতর।

মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা। জ্বরে মেয়ারের মাথা ঠিক ছিল না হয়তো। এই দেয়ালের উপর চড়ে বসেছিল সে। গান গাইছিল ভরাট কণ্ঠে। বেনিটাকে দেখে বলে উঠল, "মিস্ ব্লিফোর্ড, আসুন, এসে বসুন আমার পাশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনাকে গান শোনাই আরেকটা।"

মেয়ারের সঙ্গে থাকা অসম্ভব, পালাতে হবে যেভাবেই হোক, ভাবল বেনিটা। ঘোড়ায় চেপেই যাবে ওরা।

বাবার সঙ্গে কথা বলা দরকার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বেনিটা। একটা বাওবাব গাছের নীচে বানানো কুঁড়েঘরের উদ্দেশে হাঁটা ধরল। কুঁড়েটা কয়েকদিন আগে বানিয়েছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মেয়ার মিলে। আজ সারাটা সকাল খেটেছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। ক্লান্ত হয়ে হয়তো শুয়ে আছেন এখন।

ভিতরে ঢুকে বেনিটা দেখল, ঘুমাচ্ছেন ওর বাবা। তাঁকে জাগাবে কি না ভাবল একবার। এমন সময় হাই তুলতে তুলতে উঠে বসলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বেনিটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? কিছু বলবি?'

উপরে-নীচে মাথা দোলাল বেনিটা। 'মিস্টার মেয়ার কোথায়?'

'কোথায় আর? নিশ্চয়ই গুহার ভেতরে বসে হিসেব করছে কত টাকার সোনা পেল।'

'বাবা,' কাতর কণ্ঠে বলল বেনিটা, 'আমি আর পারছি না। এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। আমি···আমি ফিরে যেতে চাই।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'এই জায়গাটা আর ভালো লাগছে না আমার। গুপ্তধন শব্দটা শুনলেই আমার গা গুলাচ্ছে আজকাল। আর···'

'আর?'

'মিস্টার মেয়ার···'

'মেয়ার?' ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে গেল মিস্টার ক্লিফোর্ডের। 'কী করেছে সে?'

'ওকে খুব ভয় পাই আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নাকি অন্য কিছু?'

ঘুরিয়ে জবাব দিল বেনিটা, 'বাবা, আমার মনে হয় পাগল হয়ে গেছে লোকটা। কুয়ার বিষাক্ত গ্যাস তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। দেখো না আজকাল কেমন বেপরোয়া ভাব তার কথাবার্তায়? এমনকী আমার সঙ্গেও ভদ্রভাবে কথা বলে না।...একটা পাগলের সঙ্গে থাকার কোনো মানে হয় না। যে-কোনো সময় যে-কোনো কিছু করে বসতে পারে লোকটা। এজন্যেই তাকে ভয় পাই আমি।'

'ভদ্রভাবে কথা বলে না বলতে কী বোঝাতে চাস তুই? খারাপ ব্যবহার করে তোর সঙ্গে? নাকি খারাপ কথা বলেছে তোকে? যদি বলে থাকে সেরকম কিছু...' রাগে লাল হয়ে উঠল মিস্টার ক্লিফোর্ডের চেহারা।

'না, না, সেরকম কিছু না,' হাত নেড়ে বাবাকে শান্ত করার চেষ্টা করল বেনিটা। 'এখন পর্যন্ত তেমন কিছু বলেনি আমাকে কিন্তু...কেমন কেমন চোখে আমার দিকে তাকায় সে। ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে আমার।...বাবা, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে।'

একদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তারপর বললেন, 'আমারও আর ভাল্লাগছে না এসব। চেষ্টা তো কম করলাম না। কই, পেলাম কিছু?' হাত দুটো সামনে মেলে ধরলেন তিনি। 'এই দেখ, ক্রোবার চালাতে চালাতে কড়া পড়ে গেছে হাতে। এরকম হাড় ভাঙা খাটুনি মেয়ারের পোষাবে, আমার না। টের পাচ্ছি, দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে আমার শরীর। দুয়েকদিনের ভেতর এ-জায়গা না-ছাড়লে মরবো এখানেই।'

'তোমার কিছু হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার,' কেঁদে ফেলল বেনিটা। 'মেয়ারের মতো একটা পাগলের সঙ্গে এখানে থাকতে পারবো না আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। হাঁটা থামিয়ে বললেন একসময়, 'কিন্তু মেয়ার তো ওয়্যাগনটা দিতে রাজি হবে না...'

'ওয়্যাগন লাগবে না। দুটো ঘোড়া আছে আমাদের।'

'ভেবে দেখ, পথে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে ঘোড়া দুটো। মাটাবিলিদের হাতে ধরা পড়তে পারি আমরা। যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটাও অসম্ভব কিছু না। তখন কী করবি?'

'কপালে যা-আছে ঘটবে, বাবা। কাজেই ওসব নিয়ে এত ভেবো না। এখান থেকে চলে যাবো আমরা, কাজেই ঝুঁকি নিতেই হবে আমাদের। শোনো, আগামীকাল হচ্ছে রোববার। মেয়ারের কাছে রোববার-সোমবার সব সমান। তাই আগামীকাল আবার গুহায় ঢুকবে সে। আমি তাকে বলবো, ওয়্যাগনে রয়ে গেছে আমার কিছু কাপড়। ওগুলো আনতে হবে। আর কিছু কাপড় ময়লা হয়ে গেছে, সেগুলো ধুতে দিতে হবে। তাই আমার গ্রামে যাওয়া দরকার। শুনে মেয়ার সন্দেহ করবে বলে মনে হয় না। আমার সঙ্গে যাবে তুমি। গ্রামে গিয়েই খাবার, পানি, বন্দুক আর গুলি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসবো আমরা। গেট খুলে দিতে বলবো মলিমোকে। মানা করবে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের থাকা না-থাকা এখন সমান ওর জন্যে। দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে দেখা যায় না গেটটা, কাজেই আমাদের দেরি দেখে মেয়ার সেখানে চড়লেও গ্রাম ছেড়ে বের হতে দেখবে না আমাদেরকে। আর যখন বুঝবে পালিয়েছি আমরা, তখন ব্যামব্যাটসি থেকে বিশ মাইল দূরে থাকবে আমাদের ঘোড়া দুটো।'

'কিন্তু...কিছু না বলে চলে যাওয়াটা...ভদ্রলোকের কাজ না।'

'একটা চিঠি লিখে দিয়ে যাবো মলিমোর কাছে।'

কথাটা শেষ হতে-না-হতেই কুঁড়ের বাইরে শোনা গেল মেয়ারের বুটের শব্দ। এখানেই আসছে সে হেঁটে। চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বেনিটা। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল মেয়ার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনিটাকে দেখে কুৎসিত হাসল সে। 'কী ব্যাপার, মিস্ ক্লিফোর্ড, আপনি এখানে? গোপন পরামর্শ করছেন নাকি মিস্টার ক্লিফোর্ডের সঙ্গে?'

'কী বলতে চাও তুমি?' কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'আহা, রাগ করেন কেন? একটু ঠাট্টাও করা যাবে না? যা-ই হোক, বলতে এলাম একটা নতুন প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়। আগামীকাল...'

'আগামীকাল?' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল বেনিটা। 'আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন আগামীকাল রোববার।'

'না, ভুলিনি। রোববার হয়েছে তো কী হয়েছে?'

'আমরা আস্তিকরা রোববারে বিশ্রাম নেই, জানেন তো?'

বিড় বিড় করে কিছু বলল মেয়ার। গাল দিল বোধ হয়। তারপর বলল, 'এক আছে মলিমো—সারাক্ষণ শুধু প্রেতাত্মা-প্রেতাত্মা জপে। আরেক হচ্ছেন আপনারা—পুরনো আমলের অদ্ভুত সব ধর্মীয় বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছেন এখনও। আপনাদেরকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরল সে। গজর-গজর করতে করতে বেরিয়ে গেল বাইরে।

তেরো

পরদিন ব্রেকফাস্টের সময় দেখা হলো মেয়ারের সঙ্গে। ভোরে উঠেই গুহায় গিয়ে ঢুকেছিল সে। টুকটাক কিছু কাজ সেরে ঠিক সময়মতো হাজির হয়ে গেছে ব্রেকফাস্টের টেবিলে। ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একাগ্রতার তুলনা হয় না আসলে।

'আপনি আসলে কী করছেন, মিস্টার মেয়ার?' মুখ বুজে রইলে লোকটা সন্দেহ করতে পারে ভেবে জানতে চাইল বেনিটা।

'গুহার মেঝের নিখুঁত একটা মাপ নিচ্ছি। দেখতে চাই গুহাটা বর্গাকার কি না। পুরো ব্যাপারটাকে একটা জ্যামিতিক ছকে ফেলতে পারলে কুঠুরিগুলো ঠিক কোথায় কোথায় আছে বুঝতে পারবো আশা করি।'

'ভালো, খুব ভালো। ইস্ আপনার মতো যদি খাটতে পারতাম!'

বেনিটা প্রশংসা করায় খুব খুশি হলো মেয়ার। সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর।

কাটলেটে কামড় বসাল বেনিটা। 'কুয়ার ব্যাপারটা কী করলেন? নামবেন না আর ওখানে?'

'নামবো। আগে গুহার মাপামাপি শেষ করে নেই। তারপর কুয়া। আরেক কাজ করা যায় অবশ্য—মলিমোর মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে হারামিটাকে নামানো যায় কুয়ায়। সময় বাঁচবে অনেক।'

'জীবনেও রাজি হবে না লোকটা,' কেটলি থেকে কাপে চা ঢালল বেনিটা। 'ওর সঙ্গে বাড়াবাড়ি না করলেই বোধ হয় ভালো হয় আমাদের জন্যে।'

'বাড়াবাড়ি করবো না?' ফুঁসে উঠল মেয়ার। 'কুত্তাটা ধোঁকা দিয়েছে আমাদেরকে। অস্বীকার করতে পারেন?'

তর্কে গেল না বেনিটা। বলল, 'আমাকে একটু গ্রামে যেতে হবে, মিস্টার মেয়ার। সঙ্গে বাবাও যাবে।'

'কেন?'

কারণটা বলল বেনিটা। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'ওয়্যাগনে কিছু বইপত্র রেখে এসেছি। সেগুলোও নিয়ে আসবো। কাজ যখন থাকে না, তখন খুব খারাপ লাগে। বই পড়ে কাটাতে চাই সময়টা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমারও আপনার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে খুব। কিন্তু মাথার ভেতর ঘুরছে জ্যামিতির হিসেব। এখন বদমাশ মাকালাঙ্গাগুলোর চেহারা দেখলে সব ভুলে যাবো।'

'তা হলে না গেলেই ভালো হয় তোমার জন্যে,' তাড়াতাড়ি বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিস্টার ক্লিফোর্ডকে কিছুক্ষণ দেখল মেয়ার। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'গুহার ভেতরে একা একা কাজ করা...অনেক...যন্ত্রণার।'

কথাটা বুঝল না বেনিটা। 'যন্ত্রণার?'

'হুঁ। কাজ করার সময় অদ্ভুত সব শব্দ শুনেছি আমি আজ। চমকে চমকে উঠেছি একটু পর পর।'

'কীসের শব্দ?' কৌতূহল বোধ করছে বেনিটা।

'মনে হলো,' খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল মেয়ার। 'যেন হাড়ে হাড়ে বাড়ি খাচ্ছে কারও ফিসফিস করে কথা বলছে কেউ...নিঃশ্বাস ফেলছে আমার ঘাড়ে।' জোর করে হাসল সে। 'বাতাসের শব্দ আর কী। বদ্ধ গুহায় অন্যরকম মনে হয়েছে।'

'সত্যিই বাতাসের শব্দ কি না জানা উচিত ছিল না?' ব্যঙ্গ করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'ছিল বৈকি,' রাগল না মেয়ার। 'তবে সামান্য আওয়াজের কারণ খোঁজার চেয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করাটা আরও গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে।' চায়ের কাপে চুমুক দিল সে। 'বর্ষা মৌসুম আসতে বেশি দেরি নেই। ততদিনেও যদি গুপ্তধন খুঁজে না পাই আমরা, নিশ্চিত থাকেন আগামী একবছরেও পাবো না। বৃষ্টিতে পথঘাট কাদার সমুদ্র হয়ে যাবে, ফিরতে পারবো না কেউ ক্রান্টযে। এই ব্যামব্যাটসিতে আটকা পড়লে ভবলীলা সাঙ্গ হবে সি-সি মাছির কামড় খেয়ে আর জ্বরে ভুগে।' চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখল সে। 'যান, ব্যামব্যাটসি থেকে বেড়িয়ে আসুন আপনারা। তবে সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন দয়া করে। আপনাদের ভালোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যেই বললাম কথাটা। অন্ধকারে ওই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে পড়ে মরার সম্ভাবনা ষোলো আনা।' কথা শেষ করে চলে গেল সে। দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরল গুহার উদ্দেশে।

তাড়াহুড়ো করে সব গুছিয়ে নিল বেনিটা। তারপর বলল বাবাকে, 'চলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়ি।'

সিঁড়ি ভেঙে দেয়ালে চড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তাঁর ঠিক পিছনেই বেনিটা। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। শেষবারের মতো দেখল জায়গাটা। বুকের ভিতর হু হু করে ওঠার আগেই পা রাখল সিঁড়িতে।

দ্বিতীয় দেয়ালের বাইরে, আঁকাবাঁকা প্যাসেজটা পার হয়ে ওপাশের মাটিতে পা দেয়ামাত্র গুলির আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। প্র্যাকটিস করছে কয়েকজন মাকালাঙ্গা। দেখল কিছুক্ষণ বেনিটা। লোকগুলো এ-ক'দিনে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছে।

ওয়্যাগন থেকে বেশিরভাগ জিনিস নিয়ে গেছে মেয়ার। বাকিগুলো জড়ো করে রাখা আছে "অতিথিশালায়"। নেয়ার মতো কী কী আছে দেখার জন্য সেখানে গেল বেনিটা। পকেট থেকে এক তা কাগজ আর একটা পেন্সিল বের করে একটা চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড:

"মেয়ার,

জানি না এ-চিঠি পড়ে কী ভাববে তুমি। আমি আর বেনিটা পালাচ্ছি ব্যামব্যাটসি ছেড়ে। দিন দিন খারাপ হচ্ছে আমার শরীর, আর জায়গাটা সহ্য করতে পারছে না বেনিটা। সোনা খুঁজতে এসে এত কঙ্কাল দেখতে হবে কল্পনাও করেনি সে। ভেবেছিলাম তোমাকে বলে যাবো। কিন্তু বেনিটা নিষেধ করল বলতে। তোমাকে জানালে হয়তো আমাদেরকে যেতে দিতে না তুমি।

আমার মনে হয় না ব্যামব্যাটসিতে লুকানো আছে পর্তুগিজদের সোনা। হয়তো একটা মিথ্যে আশার পেছনে ছুটেছি আমরা। তবুও যদি সোনা খুঁজে পাও কোনোদিন, নিয়ে নিয়ো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরোটা। আমার কোনো দাবি নেই। ওয়্যাগনটা, সবগুলো ষাঁড়, আর মালপত্রও তোমার জন্যে রেখে গেলাম। ঘোড়া দুটো নিয়ে যাচ্ছি।

হয়তো বোকামি হয়ে যাচ্ছে কাজটা। কিন্তু এখানে থাকলে আরও বড় বোকামি হতো। আমি বাবা; আমার একমাত্র সন্তান বাঁচতে চাওয়ার আকুতি জানিয়েছে আমার কাছে. আমি তাকে ফিরিয়ে দেই কীভাবে?

রুই ক্রান্ট্যের অর্ধেক শেয়ার তোমার। সেটা তোমারই থাকবে। নিতে চাইলে চলে যেয়ো যে-কোনোদিন। পাওনা বুঝে পাবে কড়ায় গণ্ডায়।

আর কখনও দেখা হবে কি না জানি না। সম্ভব হলে ক্ষমা কোরো আমাদেরকে। তোমার সাফল্য কামনা করি।

টি. ক্লিফোর্ড।"

চিঠি লেখা শেষ করে মিস্টার ক্লিফোর্ড দেখলেন, ঘোড়া দুটোকে স্যাডল পরিয়ে নিয়ে এসেছে বেনিটা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়েছে সঙ্গে। কাঁধে ঝুলছে দুটো রাইফেল। একটা বাবাকে দিল সে।

'কতগুলো বুলেট নিয়েছিস?' পথে বিপদ হতে পারে ভেবে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'গুনিনি, তবে নিয়েছি অনেক। চলো, উঠে পড়ি ঘোড়ায়।'

'দাঁড়া, মলিমোকে দিয়ে আসি চিঠিটা।'

'গ্রামে নেই লোকটা। ওর খোঁজ করেছিলাম আমি। বাইরে গেছে সে। তবে ফিরবে শিগগিরই। আমরা বের হবার সময় দেখা হয়েও যেতে পারে।'

প্রথম দেয়ালের ছোট্ট ফটকটার দিকে এগোল বেনিটারা। গ্রামবাসীরা এই পথেই যাতায়াত করে। মাটাবিলিদের আক্রমণের ভয়ে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে প্রধান ফটক। শুধু বন্ধই করে দেওয়া হয়নি, সেটার সামনে-পিছনে কাঁটাগাছ, বড় বড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাথর আর গ্র্যানিটের ছোট-বড় টুকরো ফেলে পুরো জায়গাটা দুর্গম বানিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রধান ফটকের উপর হামলা করে ফটকটা যাতে ভেঙে ফেলতে না পারে মাটাবিলিরা, সেজন্য লম্বা-চওড়া গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঠেক দিয়ে রাখা হয়েছে ফটকটা।

বেশ কয়েকজন মাকালাঙ্গা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখল বেনিটাদেরকে। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। ওরা ভাবল, কোনো কাজে বাইরে যাচ্ছে বেনিটারা। ফিরে আসবে একটু পরই।

পুরু দেয়ালের ভিতরে ঢুকে পড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটা বাঁক। মাথার উপরের ছাদ খিলানাকৃতির, মাটি থেকে সাত-আট ফুট উঁচুতে। একই সমান চওড়া। প্রত্যেকটা বাঁকের মুখে বড় বড় পাথর ফেলে পথটা আরও দুর্গম করেছে গ্রামবাসীরা। মাটাবিলি যোদ্ধারা যদি হামলা করে ছোট্ট গেটটা ভেঙেও ফেলে, তবুও এত সরু পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে ওদের। আর এখানে রাইফেল হাতে মাকালাঙ্গারা পাহারায় বসে থাকলে ওদের বুলেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণহারে মরবে ভিতরে ঢুকে পড়া মাটাবিলিরা।

ছোট্ট ফটকটা পার হওয়ার সময়, শেষ বাঁকের কাছে, বড় পাথরটা ছাড়িয়ে অসামান্য খানিকটা চমকে উঠল বেনিটারা।

মাটিতে বসে আছে মলিমো। দেয়ালে মাথা রেখে পাথরে ভর দিয়ে ঘুমাচ্ছে আরামে। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনে চোখ মেলে তাকাল লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়ে পথ আটকাল সে। 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

'ঘুরতে,' জবাব দিলেন মিস্টার মেয়ার। 'ওই দেয়ালের ভেতর থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে গেছে। তাই হাওয়া খেতে যাচ্ছি। সন্ধ্যার আগেই ফিরবো আমরা।'

'তা-ই?' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বাপ-মেয়েকে দেখল মলিমো। 'মিথ্যে কথা! ঘুরতে গেলে কেউ এত জিনিসপত্র নেয় সঙ্গে? না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমরা আসলে চলে যাচ্ছ ব্যামব্যাটসি ছেড়ে।'

'ঠিক,' স্বীকার করল বেনিটা। 'চলে যাচ্ছি আমরা। এখানে থাকা সম্ভব না।'

'কেন?'

'আজকাল...খুব ভয় লাগে আমার,' বলল বেনিটা।

'আর যেখানে যাচ্ছ সেখানে কোনো ভয় নেই? বন্য জন্তু হামলা করতে পারে তোমাদের উপর। অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বসতে পারো। তা ছাড়া মাটাবিলিরা আছে...'

'মানলাম। কিন্তু যেখানে ছিলাম সে-জায়গাটাও থাকার উপযুক্ত না। সবসময় একটা আতঙ্ক...'

'কীসের আতঙ্ক? প্রেতাত্মার? কিন্তু ওরা তো কিছু বলবে না তোমাকে! তা ছাড়া তোমাকে রক্ষা করার জন্যে আমরা আছি। তুমি আমাদের পবিত্র শ্বেত-কুমারী। তোমাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।' একটু থেমে বেনিটাকে ভালোমতো দেখল। 'আমার মনে হয় তোমাদের আরেক সঙ্গীর ভয়ে পালাচ্ছ তোমরা। ঠিক না?'

'ঠিক।'

এবার আর কিছু বলল না মলিমো।

চিঠিটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'এটা রাখুন। মেয়ারের সঙ্গে দেখা হলে দিয়ে দেবেন দয়া করে।'

বুড়ো মলিমোকে ভালো লেগে গিয়েছিল বেনিটার, বিদায় নিতে কষ্ট হচ্ছে এখন। কিছু বলতে চাইল সে। কিন্তু পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘোড়ার পেটে আলতো করে গুঁতো দিল সে। আগে বাড়ল ঘোড়াটা। মিস্টার ক্লিফোর্ডও বেরিয়ে এলেন।

ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে মিশেছে রাস্তাটা। দু'পাশে বাগান আর খেত। একটু পর পর পুরানো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। দূরে ব্যামব্যাটসি পর্বতের সুউচ্চ শির। গিরিপথটা বন্ধুর, ক্রমোন্নত। সেটা পার হলো বেনিটারা। তারপর নামতে

www.BanglaBook.org

আরম্ভ করল ঢাল বেয়ে।

চারদিকে এখন ছোট ছোট টিলা। দুয়েকটা বিচ্ছিন্ন গ্র্যানিটের-পিলারও চোখে পড়ে। মাইলের পর মাইল একই দৃশ্য। একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন।

সূর্যাস্তের সময় ব্যামব্যাটসি থেকে ষোলো মাইল দূরে চলে এল ওরা। কাছেই একটা টিলা, সঙ্গে একটা প্রাকৃতিক ঝরনা। কচি আর নধর ঘাস চারপাশে। ক্যাম্প করার জন্য জায়গাটা আদর্শ।

পশ্চিম দিগন্ত লাল করে একসময় ডুবে গেল সূর্য। ঝরনার ধারে পানি খেতে এল একদল হরিণ। হাতে রাইফেল তুলে নিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কিন্তু নামিয়ে রাখলেন পরমুহূর্তেই। গুলির আওয়াজ শোনা যাবে বহুদূর থেকে। ব্যাপার কী দেখার জন্য হাজির হতে পারে উৎসুক যে-কেউ।

সঙ্গে করে আনা শুকনো মাংস আর যবের রুটি দিয়ে ডিনার সারলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। তারপর শুকনো ডালপালা কুড়াতে লাগলেন দু'জনে মিলে। পাতার বিছানা বানিয়ে নিলেন দ্রুত হাতে। একটা করে কম্বল নিয়ে শুয়ে পড়লেন তারপর।

আরেকটু গভীর হলো রাত। মিস্টার ক্লিফোর্ড ঘুমিয়ে গেছেন। দেহে ক্লান্তি থাকলেও চোখে ঘুম নেই বেনিটার। একদৃষ্টিতে আকাশটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাল ছেড়ে দিয়েছে কল্পনার নৌকার।

আকাশে ভেসে চলেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। সেগুলো কখনও কখনও সরিয়ে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিচ্ছে একটুকরো চাঁদ। মেঘ আর চাঁদের এই লুকোচুরি খেলায় অংশ নিতে না পেরে লজ্জায় মিটমিট করছে দুয়েকটা তারা। বইছে না বাতাস, নড়ছে না গাছের পাতা। তবে একটানা ডাকছে ঝিঁঝি। ঘুমিয়ে গেছে প্রকৃতি, কিন্তু জেগে উঠেছে নিশাচরেরা।

বহু, বহুদূরে একটানা গর্জন করছে একদল সিংহ। দুয়েকটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাজির হয়ে যেতে পারে এখানেও। কথাটা মনে পড়ায় শিউরে উঠল বেনিটা। রাইফেলটা টেনে নিল আরও কাছে। ধাতব নলের ঠাণ্ডা স্পর্শ অদ্ভুত এক স্বস্তি জাগাল ওর মনে। বার দুয়েক পিটপিট করে চোখ বন্ধ করল সে। ঘুমিয়ে গেল কিছুক্ষণ পর।

সূর্য ওঠার আধঘণ্টা আগে ভাঙল ওর ঘুম। গা থেকে কম্বল সরাতে গিয়ে টের পেল সারারাতের শিশির ভিজিয়ে দিয়েছে কম্বলটাকে। হালকা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ভেজা ঘাস আর মাটির মাদক সুবাস বাতাসে। মুচকি হাসল বেনিটা। কোনো কোনো সময় পৃথিবী বড়ই সুন্দরী, বড়ই মনোরম। বেঁচে থাকা খুবই আনন্দের।

হাতমুখ ধুয়ে এসে বাবাকে ডেকে তুলল সে। কিছুক্ষণ পর নাস্তা খেয়ে নিল ওরা দু'জন। সূর্য ওঠার পর স্যাডল পরাল ঘোড়া দুটোকে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। রওয়ানা হয়ে গেল আবার।

দুপুরের দিকে থামল ওরা। গুলি করে মারা হলো একটা হরিণকে। সেটার মাংস দিয়ে লাঞ্চ করল দু'জন। তারপর আবার শুরু হলো পথ চলা।

সূর্য ডুবছে, এমন সময় অসংখ্য ঝোপঝাড়ে ভরা একটা টিলার কাছে এসে থামল ওরা। রাতটা এখানেই কাটাবে বলে ঠিক করল। জায়গাটা ওদের পরিচিত। মেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ব্যামব্যাটসিতে যাওয়ার সময়ও থেমেছিল এখানে। টিলার চূড়ায় একটা প্রাকৃতিক-জলাধার আছে। পানির অভাব পূরণের জন্য সেটা যথেষ্ট।

জলাধারটার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। অস্তমান সূর্যের আলোয় তাকাল চারদিকে।

এ-ক'দিনেই কেমন বদলে গেছে জায়গাটা। যাওয়ার সময় দেখেছিল কাঁটাঝোপগুলো ন্যাড়া, খটখটে শুকনো। সামান্য বাতাসেই হিসহিস আওয়াজ করে। আর এখন সেগুলো ছেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে ছোট-ছোট পাতায়। শুধু তা-ই নয়, মস আর ফার্নের আধিক্যে চারপাশ সবুজ। বিক্ষিপ্তভাবে ঘাস গজিয়েছে মাটির এখানে-সেখানে। তবে গাছের ডালগুলো পাতার অভাবে এখনও প্রায়-নগ্ন।

হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য জলাধারটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কিন্তু মাটিতে সিংহের পায়ের-ছাপ দেখতে পেয়ে থমকে গেলেন। ডাকলেন মেয়েকে, দেখালেন ছাপগুলো।

'অনেক,' নিচু কণ্ঠে বলল বেনিটা। গতকাল রাতের ভয়টা আবার ফিরে আসছে ওর মনে।

'এখানে পানি খেতে আসে সিংহের দল,' বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। 'কী করবি এখন?'

'টিলা থেকে নেমে সামনে এগোনোটা ঠিক হবে না। এখানে তো তবু একটা আশ্রয় আছে। কিন্তু ফাঁকা মাঠে যদি আমাদেরকে পেয়ে যায় সিংহের দল...'

'বোমা বানাতে হবে,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'সবসময় হাতের কাছে রাইফেল রাখবি।'

মালপত্রের ভিতর থেকে একটা ভোজালি বের করলেন তিনি। গাছ থেকে কাটলেন বেশ কিছু শুকনো ডাল। কাটলেন অনেকগুলো কাঁটাঝোপও।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে গভীর জলাধারটা। সেটার এক পাড়ে, সুবিধাজনক জায়গায় এনে, একটা গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলেন ঘোড়া দুটোকে। তারপর একটা অর্ধবৃত্ত কল্পনা করে নিয়ে জায়গাটা ঘিরে দিলেন গাছের ডাল আর কাঁটাঝোপ দিয়ে। বানানো হয়ে গেল বোমা—হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আফ্রিকান আদিবাসীদের অদ্ভুত বেড়া।

তারপরও একটা জায়গায় ফাঁকা রয়ে গেল। সেখানে শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিল বেনিটা। তারপর বাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে দ্রুত সেরে নিল ডিনার। বাবার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে হাতে রাইফেল আর পায়ের কাছে বুলেটের থলে নিয়ে তাকিয়ে রইল জলাধারটার দিকে। এখান দিয়ে কোনো সিংহ ঢুকে পড়লে সামলাবে সে। আর মিস্টার ক্লিফোর্ড সামলাবেন "বোমার" দিকটা।

উপরে মেঘহীন আকাশ। তাতে হাজার তারার মেলা আর একটুখানি চাঁদ। নীচে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাতে জ্বলন্ত-আগুনের টিপ কপালে নিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে একটা টিলা। বাপ-মেয়ে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমে ঢুলছে। হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলেন দু'জনই।

"উউক্! উউউউক্!"–হাজির হয়েছে একদল হায়েনা। টিলার নীচে দাঁড়িয়ে ডাকছে ক্রমাগত। একটা একটা করে উঠে আসছে উপরে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে সেগুলোর সবুজ চোখ।

রাইফেলের বোল্ট টানলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বেনিটার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ঠাণ্ডা একটা স্রোত। আরও কাছে এগিয়ে এল হায়েনার পাল। বোমার বাইরে জড়ো হয়েছে সবগুলো।

ফাঁকা গুলি ছুঁড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড একবার। লাভ হলো না খুব একটা। নিকৃষ্টতম ভঙ্গিতে হেসে চলল হায়েনার দল। কাটল আধঘণ্টা। তারপর আচমকা, যেভাবে হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবে, চেঁচামেচি থামাল হায়েনাগুলো। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে কী যেন দেখছে এখন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে পড়তে লাগল একটা-দুটো করে। বোমার বাইরের জায়গাটা খালি হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, নতুন একটা আওয়াজ শুনে দম বন্ধ হয়ে গেল তাঁর।

"ঘঁ-অঅঅউউ! আররররঘ!" হায়েনার চেয়ে বিশগুণ জোরে ডাকছে জন্তুগুলো। এখনও আছে টিলার নীচেই। এদের ভয়েই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালিয়েছে হায়েনার দল।

সিংহ! একটা দুটো নয়, পুরো গোত্রটাই হাজির হয়েছে। জায়গা ছেড়ে উঠে একদৌড়ে কিছু ডালপালা নিয়ে আগুনে ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তারপর এসে বসলেন মেয়ের পাশে।

পনেরো মিনিট পর পুরো গোত্রটা উঠে এসে সারি বেঁধে দাঁড়াল বোমার বাইরে। তাদের সম্মিলিত হুঙ্কারে থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি। রাইফেল কাঁধে তুলে নিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চাইছে ঘোড়া দুটো। টানাটানি করছে খুব, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। ঘন ঘন ঢোক গিলছে বেনিটা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। ট্রিগারে চেপে বসা তাঁর ডান তর্জনী অস্থির হয়ে উঠছে ক্রমেই। যে-সিংহটা আগে ঢুকবে বোমার ভিতর সেটা আগে মরবে।

কাছে না-এসেও বুঝে গেছে সিংহের দল, দখল হয়ে গেছে তাদের জলাধার। অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক কোনো প্রাণী আছে সেখানে। যে-প্রাণী আগুনকে ভয় পায় না, যে-প্রাণী শত হুঙ্কার শুনেও বসে থাকে অবিচল! রাগে গজরাতে লাগল জন্তুগুলো। আগুনের ভয়ে আসছে না ভিতরে। চক্কর দিচ্ছে বোমার বাইরে।

চলতে থাকল সিংহের গর্জন, উন্মত্ত হুঙ্কার। বেনিটার গলা শুকিয়ে কাঠ। চেষ্টা করেও আর ঢোক গিলতে পারছে না সে। সারা দেহে স্নায়ু-ছেঁড়া টান অনুভব করছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

রাত তিনটার দিকে পরাজয় মেনে নিল সিংহ-বাহিনী। নেমে গেল টিলা ছেড়ে। হাঁপ ছাড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। এত জোরে যে, মনে হলো আর্তনাদ করে উঠল কেউ।

'চলে গেছে,' বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'এবার ঘুমিয়ে পড় তুই। আমি জেগে আছি। পরে তুই উঠলে আমি ঘুমিয়ে নেবো ঘণ্টা দুয়েক।'

কথা বাড়াল না বেনিটা। শুয়ে পড়ল কম্বল মুড়ি দিয়ে। ঘুমিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কতক্ষণ পর জানে না সে নিজেও, ভেঙে গেল ঘুমটা। মাথার ভিতরটা খালি খালি লাগল কিছুক্ষণ। বার কয়েক চোখ পিট পিট করল বেনিটা। কী ব্যাপার, ঘুম ভাঙল কেন? উত্তর পেতে সময় লাগল না। মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। শুয়ে শুয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। আছে কেবল একটা ধূসর রেখা। কিন্তু সেটা চারপাশের অন্ধকার দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। কিছুক্ষণ আগে নিভে গেছে আগুনটা। ধোঁয়ার একটা সরু রেখা উঠছে কয়লা হয়ে যাওয়া কাঠগুলো থেকে। আবছা দেখা যাচ্ছে ঘোড়া দুটোকে। ঘুমাচ্ছে একটা, আরেকটা জাবর কাটছে। মিস্টার ক্লিফোর্ড বলেছিলেন জেগে থাকবেন, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছেন কিছুটা দূরে–নিজের অজান্তেই হয়তো। সবকিছু শান্ত, স্বাভাবিক।

তা হলে কীসের শব্দ শুনল বেনিটা?

কোনো হিংস্র প্রাণীর আওয়াজ নয়। হিংস্র প্রাণীর আওয়াজ হলে এত শান্ত থাকত না ঘোড়া দুটো। কান খাড়া করে রইল বেনিটা। কিছুক্ষণ পর আবার শুনতে পেল শব্দটা। মৃদু একটা গুঞ্জন–একদল লোক টিলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে যেন।

উঠল বেনিটা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল বাবার দিকে। মৃদু ধাক্কা দিয়ে জাগাল তাঁকে।

'কী ব্যাপার?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'সিংহের চেয়েও বড় বিপদ,' নিচু কণ্ঠে উত্তর দিল বেনিটা। 'সম্ভবত একদল লোক হাজির হয়েছে টিলার পাদদেশে। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে কি না কে জানে!'

আর কিছু বললেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড। টেনে নিলেন রাইফেলটা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনের অন্ধকারের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কিছুই ঘটল না। আরও দুয়েকবার শোনা গেল মৃদু আওয়াজটা। তারপর সব চুপচাপ। বাতাসে ঘন হলো কুয়াশা। গাছের ডাল থেকে নীচের ঘাসে আর ঝরা-পাতায় খসে পড়তে লাগল শিশির। অমঙ্গল আশঙ্কায় ওদের উৎকণ্ঠিত-মন একসময় অভ্যস্ত হয়ে গেল সেই শব্দেও। একটু একটু করে বয়ে চলল সময়। পুবাকাশের ধূসর রেখাটা চওড়া হলো আরেকটু। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ঘোড়াদুটোর গায়ে স্যাডল চাপালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। অপেক্ষা করতে লাগলেন সূর্যোদয়ের।

টিলার চূড়া কামড়ে রয়ে গেছে একটুখানি কুয়াশা। সূর্যের প্রথম-আলোর চুমুতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সেটা। অষ্টাদশীর মতো হঠাৎ এক দৌড়ে উধাও হলো কোথায় যেন। রাতের কান্নার সাক্ষী হয়ে মুক্তোর মতো চকচক করছে ক্ষণস্থায়ী কিছু শিশির। বেনিটার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল হঠাৎ। আতঙ্কের প্রচণ্ড ধাক্কায় বিদায় নিল ওর মুগ্ধতা।

বোমার বাইরে একটা বর্শা। মাটিতে খাড়া হয়ে আছে সেটা, ফলাটা আকাশমুখী। বর্শা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা কালো। খুব লম্বা আর হালকা-পাতলা। পরনে পশুর লোমশ-ছাল দিয়ে বানানো কম্বল, কোমরে মুচা। অবজ্ঞা, কৌতূহল আর সতর্কতার জারজ দৃষ্টি চোখে। একটু পর পর হাই তুলছে আদিবাসী লোকটা।

'বাবা! বাবা!' চেঁচাতে চাইল বেনিটা, কিন্তু পারল না। গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ বের হলো ওর গলা দিয়ে।

জলাধারের পানিতে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বেনিটার ডাক অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি।

'মাটাবিলি!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'হায় ঈশ্বর! মাটাবিলিরা হাজির হয়েছে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোদ্দ

শোনা গেল আরও কয়েকটা কণ্ঠ, টিলা বেয়ে উঠে আসছে লোকগুলো। বেনিটার পাশে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। ডান হাতে রাইফেল।

'গতরাতে আগুন জ্বালিয়েছিলাম আমরা, সেটা দেখেছে ওরা!' এবার কথা বলতে পারল বেনিটা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে সে।

'আমাদের পালাতে হবে,' বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'আরও মাটাবিলি হাজির হবার আগেই। রাতে হামলা করেনি ওরা, হয়তো ভেবেছে আমরা মাত্র দু'জন—যখন খুশি তখন ধরা যাবে। আমরা ঘোড়া ছুটালে বাধা দিতে পারবে না এই অল্প ক'জন। কিন্তু পুরো দলটা হাজির হলে পালানোর পথ থাকবে না!'

'কোন্ পথে পালাবো আমরা? কোন্ দিকে যাবো?'

'যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'আর কোনো রাস্তা নেই। রুই ক্রান্টস অনেক দূরে, ব্যামব্যাটসি ছাড়া এ-মুহূর্তে আর কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই আমাদের!'

'কিন্তু···কিন্তু···'

'নাম-পরিচয়হীন কবরে পচার চেয়ে ব্যামব্যাটসিতে থাকা অনেক ভালো,' বেনিটার হাত ধরে টান দিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'জলদি ঘোড়ায় চড়ুন।'

বাঁধন ছুটিয়ে যার যার ঘোড়ায় চড়ে বসল বেনিটারা। জোরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোঁচা দিল জন্তু দুটোর পেটে। নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছুট লাগাল ঘোড়া দুটো।

বোমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মাটাবিলিটা অবোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে বলল কিছু। তারপর বর্শা বাগিয়ে ধরল। ছুঁড়ে মারার জন্য প্রস্তুত।

লাফ দিয়ে বোমা পার হলো মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটার ঘোড়া। লাগাম ছেড়ে দিয়ে কাঁধে রাইফেল তুললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বর্শা ছুঁড়তে উদ্যত মাটাবিলি লোকটাকে নিশানা করে টিপে দিলেন ট্রিগার। প্রচণ্ড এক ধাক্কায় একপাক ঘুরে গেল লোকটা। পর মুহূর্তেই উল্টে পড়ল মাটিতে।

টিলার ঢাল বেয়ে উঠে আসছিল আরও তিনজন মাটাবিলি। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ, রাইফেলের গর্জন, নিহত মাটাবিলির চিৎকার—এক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো শব্দ শুনে হতভম্ব হয়ে গেল লোকগুলো। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ওদেরকে তীরবেগে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘোড়া দুটো। ঢাল বেয়ে নীচের মাঠে নামতে সময় লাগল কয়েকটা সেকেন্ড। রাশ টেনে ধরলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, দেখাদেখি বেনিটা। সামনের দৃশ্য দেখে রাশ না-টেনে উপায় ছিল না।

দুশো গজ দূরে, রুই ক্রান্টযে যাওয়ার রাস্তাটা আটকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকশো মাটাবিলি যোদ্ধা। ওদের ঢালে, বর্শার ফলায়, এমনকী নাদুসনুদুস ষাঁড়গুলোর শিং-এ প্রতিফলিত হচ্ছে ভোরের-সূর্য।

ডানে তাকাল বেনিটা। কিছুটা পিছনে, মাঠের এক জায়গায়, শ'খানেক গজ দূরে বসে ছিল আরও কয়েকশো যোদ্ধা; বেনিটাদেরকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। ঢাল-তলোয়ার-বর্শা তুলে নিচ্ছে হাতে। কেউ কেউ এগোতে আরম্ভ করে দিয়েছে বেনিটাদের দিকে।

দু'দিক থেকে আটকা পড়ে গেছে বেনিটারা। ব্যামব্যাটসিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাওয়ার রাস্তাটাই খোলা আছে শুধু। কারণ আর কোনো পথ চেনা নেই মিস্টার ক্লিফোর্ডের।

কী করতে হবে খুলতে হলো না। লাগাম টেনে যার যার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল বেনিটারা। তারপর আবার গুঁতো দিল ঘোড়ার পেটে।

চঞ্চল হয়ে উঠল মাটাবিলি যোদ্ধাদের দুটো দলও। দৌড় দিল ওরা—সোজাসুজি নয়, কোনাকুনি। উদ্দেশ্য, বেনিটাদের পথ আটকে দেওয়া।

একবার ডানে, একবার বামে তাকাচ্ছে বেনিটা। মানুষ যে এত দ্রুত দৌড়াতে পারে আজ না দেখলে জীবনেও বিশ্বাস করত না। ঘোড়ার পেটে আগের চেয়েও জোরে গুঁতো দিল সে।

বর্শা বাগিয়ে ছুটছে মাটাবিলিরা। বেনিটাদেরকে নয়, ঘোড়া দুটোকে গেঁথে ফেলার মতলব করেছে ওরা! ডান দিকের দলটা বেনিটাদেরকে ঘিরে ফেলেছে প্রায়।

মাটাবিলি যোদ্ধাদের দল দুটোকে দুশো গজ দূর থেকে ইংরেজি "ইউ" অক্ষরের মতো দেখাচ্ছে। সাঁড়াশির মতো দু'দিক থেকে এসে একসঙ্গে জোড়া লাগছে "ইউ"-এর দু'বাহু। বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে আদিবাসী লোকগুলো। ঘোড়ার পেটে ক্রমাগত গুঁতো মারছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। ছেড়ে দিয়েছেন লাগাম, দু'জনই হাতে তুলে নিয়েছেন রাইফেল। মরলে যতজন মাটাবিলিকে সম্ভব সঙ্গে নিয়ে মরবেন।

এসে গেছে মাটাবিলিরা। সবচেয়ে সামনের লোকটা আর মাত্র বিশ গজ দূরে আছে। কিন্তু বেনিটাদের ঘোড়ার গতি বেড়েছে অনেক, বেরিয়ে যেতে পারবে ওরা। ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না মাটাবিলিদের। দৌড়াতে দৌড়াতেই কাঁধের ওপর বর্শা তুলল ওরা। ছুঁড়ে মারল যত জোরে সম্ভব।

এক ঝাঁক বর্শা ছুটে এল মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটার দিকে। মাথা নিচু করে ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। মেয়েকেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললেন কাজটা করতে ; কিন্তু দেরি করে ফেলল বেনিটা। চোখের সামনে এক ঝলক আলো দেখতে পেল সে। ওর গলার বামপাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল একটা বর্শা। চামড়ায় একটা জ্বালা অনুভব করল সে। পরমুহূর্তেই মাথা নিচু করে নিল, ঘোড়ার কেশরের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল প্রায়।

পরের বর্শাটা ছুঁয়ে গেল ওর পিঠ, খানিকটা ছিঁড়ে গেল ওর ব্লাউয : তৃতীয় বর্শাটা গিয়ে লাগল মিস্টার ক্লিফোর্ডের ঘোড়ার গায়ে, পিছনের বাম পায়ের হাঁটুতে। দৌড়াতে দৌড়াতে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। পা ঝাড়া দিল, খসে পড়ে গেল বর্শা। ব্যথায় আতঙ্কিত হয়ে আরও জোরে দৌড় দিল ঘোড়াটা।

কয়েকজন মাটাবিলির হাতে বন্দুক আছে ; বর্শায় কাজ হলো না দেখে গুলি করতে লাগল ওরা। কিন্তু ওদের হাতের টিপ জঘন্য ; একটা গুলিও লাগাতে পারল না।

প্রায় অক্ষত দেহে বেরিয়ে এল বেনিটারা। সামনে একটা ঢাল, সেটা বেয়ে নেমে গেল নীচে। ফিরে চলল ব্যামব্যাটসির পথে। কিছুক্ষণের মধ্যে দৃষ্টির সীমা থেকে হারিয়ে গেল মাটাবিলিরা ;

রাশ টেনে ঘোড়ার গতি বেশ কিছুটা কমালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। একটানা অনেকখানি দৌড়ে হাঁপিয়ে গেছে জন্তুটা। গতি কমাল বেনিটাও।

হাঁপাচ্ছে সে : গলার ছড়ে যাওয়া জায়গাটা হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করল সে ; হাতটা সরিয়ে এনে দেখল। না, রক্ত পড়ছে না। বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচেছি!'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

বাবার দিকে তাকাল বেনিটা। 'ওরা কি পিছু নেবে আমাদের?'

'ইতিমধ্যেই নিয়েছে। ভালোমতোই জানে কোথায় যাচ্ছি আমরা। ওরা হামলা করবে মাকালাঙ্গাদের ওপর। এখন আমরাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওদের শত্রু . কাজেই আমাদেরকেও ছাড়বে না।'

মিস্টার ক্লিফোর্ড কথাটা শেষ করামাত্র খোঁড়াতে লাগল তাঁর ঘোড়া। থেমে দাঁড়াল। ঝাড়া দিল পিছনের বাম পা। মিস্টার ক্লিফোর্ড গুঁতো দেওয়ায় দুলকি চালে চলতে শুরু করল।

'দেখেছিস?' মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল বেনিটা। 'বর্শাটা কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে। কী করবে এখন? নামবে স্যাডল ছেড়ে? পরীক্ষা করবে ক্ষতটা?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তারপর বললেন, 'না, এগিয়ে যাবো সামনে। মাটাবিলিদের থেকে যতটা দূরে সম্ভব চলে যাওয়া উচিত আজকের মধ্যেই। খেয়াল করে দেখেছি ওরা অলস এবং রাতে লড়তে চায় না। সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে।'

এগিয়ে চলল বেনিটারা। এমনকী খাওয়ার জন্যও থামল না কোথাও। কথা বলে অপচয় করল না মূল্যবান সময়। ব্যামব্যাটসি ছেড়ে আসার প্রথম রাতটা কাটিয়েছিল যেখানে, দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেল সে-জায়গায়। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ঝরনাটা। অনেকক্ষণ হলো পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ ওদের। সুতরাং ঝরনাটা দেখার পর আর সহ্য করা গেল না। থামল ঝরনার কাছেই, নামল ঘোড়া থেকে। মানুষ আর ঘোড়া একই সঙ্গে পান করতে লাগল ঝরনার পানি—কেউ আঁজলা ভরে, কেউ মুখ ডুবিয়ে।

এরপর খাওয়ার পালা। ঘোড়া দুটো এগিয়ে গেল সামনের ঝোপঝাড়ের দিকে। থলে থেকে কিছু শুকনো খাবার বের করে দ্রুত খেয়ে নিল বেনিটারা। খাওয়া শেষ করে মিস্টার ক্লিফোর্ড ভালোমতো দেখলেন তাঁর ঘোড়ার ক্ষতটা।

ফুলে গেছে জায়গাটা। এখনও ফোঁটায় ফোঁটায় বের হচ্ছে রক্ত। তবে বেশিরভাগই জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। পা-টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুটিয়ে রেখেছে ঘোড়াটা। ক্ষুরের ডগা ছুঁই ছুঁই করছে মাটি। অর্থাৎ জন্তুটার এক পা খোঁড়া হয়ে গেছে প্রায়।

'এবার কী হবে?' আর্তনাদের মতো শোনাল বেনিটার প্রশ্নটা।

চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন আর চড়া যাবে না এই ঘোড়ার পিঠে। চার পায়ে এক ফুট-ও যেতে পারবে না জন্তুটা। ঘোড়াটার জন্য খুব খারাপ লাগছে তাঁর। কিন্তু করার কিছু নেই।

কিছুক্ষণ পর বললেন তিনি, 'ব্যামব্যাটসি এখান থেকে ষোলো মাইল দূরে। পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে আমাকে।...মালপত্র কমাতে হবে। দুটো ঘোড়ার বোঝা একটা ঘোড়া নিতে পারবে না। তুই তোর ঘোড়ায় উঠে পড়। এক্ষুনি রওনা হবো আবার।'

আহত ঘোড়াটার স্যাডল খুলে নিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কিন্তু বয়ে নেওয়া সম্ভব নয় বলে ঝরনার ধারেই ফেলে দিলেন। চটপট হিসাব করে ফেললেন মালপত্র কোন্‌টা লাগবে আর কোন্‌টা লাগবে না। বুলেটের থলেটা নিলেন। বাকি জিনিসগুলোর বেশিরভাগই ফেলে দিলেন স্যাডলের পাশে।

ঝরনার ধারেই ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার রওয়ানা হলেন তাঁরা। কিছুটা দূরে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেনিটা। ছলছল চোখে একবার দেখল ঘোড়াটাকে। হাতে রাইফেল আর কাঁধে বুলেটের থলে নিয়ে হেঁটে চললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

আধ মাইল যাওয়ার পর আবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেনিটা। হয়তো ওদের পিছু নিয়েছে ঘোড়াটা। তিন পায়েই আসছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। না, পিছু নেয়নি ঘোড়াটা। বরং আরও দূরে, তিন কি চার মাইল হবে সম্ভবত, পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য কালো বিন্দু। বিন্দুগুলো সচল, এগিয়ে আসছে বেনিটাদের দিকেই। আকৃতিতে বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে।

উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল বেনিটা, 'ওগুলো কী, বাবা?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মাটাবিলিরা।' মেয়ের চেহারার দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। আমাদের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে লোকগুলো। কিন্তু যত জোরেই আসুক, তোর ঘোড়াটা এই মুহূর্তে ছুট লাগালে ধরতে পারবে না তোকে। এক কাজ কর। একাই চলে যা ব্যামব্যাটসিতে। বাড়তি কিছু বুলেট দিয়ে যা আমাকে। আমি ঠেকিয়ে রাখছি মাটাবিলিদের। ততক্ষণে নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারবি তুই।'

'না, কক্ষনো না।'

'পাগলামি করিস না। আমাদের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা কর। তোর ঘোড়া আছে। ঘাস-পানি খেয়ে, বিশ্রাম নিয়ে সেটা এখন একদম তাজা। বাকি পনেরো মাইল তুফানের বেগে ছুটতে পারবে ওটা। আমি যেভাবেই হোক ধোঁকা দিতে পারবো মাটাবিলিদের। লুকিয়ে পড়বো কোথাও-না-কোথাও। কিন্তু তুই সেটা পারবি না। তা ছাড়া বুড়ো হয়েছি আমি, এমনিতেও আর বেশিদিন বাঁচবো না। আজ মরা বা দু'দিন পরে মরা একই কথা আমার জন্যে। কিন্তু তোর সামনে পড়ে আছে পুরো জীবন। পাগলামি করিস না আর। চলে যা তুই।'

কেঁদে ফেলল বেনিটা। রাশ টেনে ধরল ঘোড়ার। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'তোমাকে ছাড়া আমি যাবো না, বাবা।'

'বাড়াবাড়ি করছিস তুই, বেনিটা,' গর্জে উঠলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

কান্না থামাল বেনিটা। লাগাম ছেড়ে দিয়ে অশ্রু মুছল দু'চোখের। তারপর বলল, 'মরলে দু'জন একসঙ্গে মরবো, আগে পরে নয়। মাটাবিলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে একসঙ্গে করবো। পালাতে হলে একসঙ্গে পালাবো। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাবো না কিছুতেই। আরেকটা কথা, ব্যামব্যাটসি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি মেয়ারের সঙ্গে থাকতে পারবো না বলে। এখন তুমিই আমাকে জোর করে পাঠাচ্ছ শয়তানটার কাছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উত্তর দিলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

বেনিটা বলল, 'কোথায় পালাবে তুমি? কোথায় লুকাবে?'

'বড় কোনো গাছের আড়ালে। নইলে যাম্বেযির তীরে কোথাও।'

'আশপাশে বড় গাছ কোথায় আছে দেখাও তো আমাকে?'

হাঁটতে হাঁটতেই চারদিকে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। যতদূর চোখ যায় শুধু ঝোপঝাড় আর ছোট ছোট ন্যাড়া গাছ। বড় কোনো গাছ নেই যেটার ওপর চড়া যায় কিংবা যেটার আড়ালে লুকানো সম্ভব।

সুতরাং এবারও কিছু বললেন না তিনি।

'যাম্বেযির তীরেও যেতে পারবে না,' বলল বেনিটা। 'মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় পাহাড়। উপত্যকাটাও পাথুরে আর দুর্গম। ওটা পার হবার আগেই তোমাকে ধরে ফেলবে মাটাবিলিরা।'

'কিন্তু যদি উপত্যকাটা পার না হই? মনে কর ঢাল বেয়ে সোজা উঠে গেলাম ওপরে। চূড়ায় অনেকগুলো পুরনো বাড়ি আছে। একটার মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। সূর্য ডোবার আগেই ব্যামব্যাটসির কাছে পৌঁছে যাবে মাটাবিলি যোদ্ধারা। ওই সময় আমি বেরিয়ে আসবো। রওনা হয়ে যাবো রুই ক্রান্টযের দিকে।'

'পুরোটা পথ তুমি পায়ে হেঁটে যাবে? সঙ্গে খাবার নেই, পানি নেই। গুলি করে হরিণও মারতে পারবে না। রাইফেলের শব্দ শুনে অন্য কোনো মাটাবিলি হাজির হতে পারে। তা ছাড়া গত রাতে হায়েনা আর সিংহের দল কীভাবে ঘিরে ধরেছিল আমাদেরকে মনে নেই? একা সামাল দেবে কীভাবে?'

এবারও বলার মতো যুক্তি খুঁজে পেলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'ব্যামব্যাটসির দিকেই যাবো আমরা। তবে কায়দাটা একটু পাল্টাতে হবে,' বলল বেনিটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী রকম?'

'বুলেটের থলে আর রাইফেল বাদে আর যা-যা আছে সঙ্গে সব ফেলে দেবো। তারপর একসঙ্গে চড়ে বসবো ঘোড়ায়। ঘোড়াটা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাবো যতদূর সম্ভব। এরপর একবার আমি, আরেকবার তুমি—এভাবে পাল্টাপাল্টি করে ঘোড়ায় চড়ে এগোবো। মাটাবিলিরা হয়তো ধরতে পারবে না আমাদেরকে।'

কথামতো কাজ করা হলো। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে স্যাডলের সামনে বসল বেনিটা। হাতে রাইফেল নিয়ে পিছনে বসলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। ছুট লাগাল ঘোড়াটা। আধঘণ্টা পর ছোট হয়ে এল কালো বিন্দুগুলো।

থামল না ওরা, এগিয়ে চলল। একসময় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঘোড়াটা। রাশ টেনে জন্তুটাকে থামাল বেনিটা। নেমে পড়ল স্যাডল ছেড়ে। হাঁটতে লাগল ঘোড়ার পাশাপাশি।

কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াটা। বুঝতে পেরে মিস্টার ক্লিফোর্ডও নেমে পড়লেন স্যাডল ছেড়ে। তাতেও লাভ হলো না খুব একটা। সওয়ারীহীন হওয়া সত্ত্বেও একশো গজের বেশি এগোতে পারল না জন্তুটা। খোঁড়াতে লাগল। পড়ে গেল একবার। বার দুয়েকের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে গিয়ে আবার খোঁড়াল, শেষ পর্যন্ত থেমে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল। ফেনা বের হচ্ছে মুখ দিয়ে।

ঘোড়াটাকে টানতে টানতে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে দাঁড় করালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বেনিটাও সঙ্গে এল। গাছটার সামনে উঁচু আর চওড়া একটা বোল্ডার। আর বেশি হলে তিন মাইল দূরে ব্যামব্যাটসি। সূর্য ডুবতে বাকি বড়জোর এক ঘণ্টা। বোল্ডারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লেন বাবা-মেয়ে দু'জনই।

বেশিক্ষণ বিশ্রাম জুটল না। পিছনের দিগন্তটা ঢেকে দিয়েছে বেঁটে বেঁটে টিলার সারি। একটা টিলার পাশ থেকে উঁকি দিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা কালো মাথা। দু'হাজার গজ দূরে আছে লোকটা। পৌঁছে গেছে মাটাবিলিরা।

মাটাবিলিদের দেখে ক্লান্তি বিদায় নিল বেনিটাদের। কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেয়ে ঘোড়াটাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। স্যাড়লে চড়ে বসল বেনিটা। ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল এক মুহূর্তও দেরি না করে। দুলকি চালে রওয়ানা হলো জন্তুটা। মিস্টার ক্লিফোর্ড ধীর গতিতে দৌড়াতে লাগলেন ঘোড়ার পিছু পিছু। এভাবে আধ মাইল গিয়ে স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল বেনিটা। চড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বেনিটা দৌড়াচ্ছে এবার।

কাছিয়ে আসছে ব্যামব্যাটসি। নিকটবর্তী হচ্ছে মাটাবিলিরাও। সূর্য ডুবছে। অস্তায়মান লাল গোলকটা আকাশ ছেড়ে প্রত্যেক মাটাবিলির বর্শায় ঠাঁই নিয়েছে যেন। হাজার গজ দূরে থাকা বর্শাগুলোর ফলা লাল দেখাচ্ছে তাই। দেখে মনে হচ্ছে বর্শাগুলো কিছুক্ষণ আগে চুষে এসেছে কারও রক্ত। বেনিটাদের ভয় আরও বাড়াতে ক্রমাগত বর্শা নাড়াচ্ছে দুর্ধর্ষ মাটাবিলিরা। রণ-হুঙ্কার ছাড়ছে একটু পর পর।

আর চলতে পারছে না ঘোড়াটা। হাঁটতে পারছেন না মিস্টার ক্লিফোর্ডও। চূড়ান্ত অবসাদে বেনিটাও হাঁটু ভেঙে হোঁচট খেয়ে পড়ছে বার বার। আরও একবার পড়ল সে। রাইফেলটা ছুটে গেল হাত থেকে। সেটা তুলে নিতে নিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে।

মাত্র তিনশো গজ দূরে আছে মাটাবিলিরা। আবার সামনে তাকাল মেয়েটা। ব্যামব্যাটসিতে ঢোকার ছোট্ট গেটটা এখনও আধ মাইল দূরে।

পাঁচ মিনিট কাটল। শুধুমাত্র ইচ্ছেশক্তির জোরে মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা ঢাল বেয়ে উঠে চলেছেন ওপরে। ঘোড়াটা শামুকের গতিতে আসছে তাঁদের পিছু পিছু। সেটার লাগাম ঝুলছে মাটিতে, মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে ফেনা।

বেনিটারা ব্যামব্যাটসির খুব কাছে পৌঁছে গেছে, আরেকটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগোলে ফস্কে যাবে হাত থেকে—বুঝে আরও জোরে ছুট লাগাল মাটাবিলিরা। দৌড়ে সবাইকে হার মানাল খুব লম্বা এক মাটাবিলি যোদ্ধা। দু'মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ল বেনিটাদের একশো কদম পিছনে। ছুটতে ছুটতেই হাত ওঠাল কাঁধের ওপর, বর্শা তাক করল মিস্টার ক্লিফোর্ডের দিকে। ছুঁড়ে মারবে এখনই।

'বাবা! সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল বেনিটা।

ব্যাপারটা আগেই দেখতে পেয়েছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। চট্ করে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে টানলেন রাইফেলের বোল্ট। একবারমাত্র নিশানা করেই টিপে দিলেন ট্রিগার।

বর্শাটা ছুঁড়তে গিয়েও পারল না মাটাবিলি লোকটা। শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে। কয়েকটা মুহূর্ত অবিশ্বাসভরা-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। তারপর কাটা গাছের মতো পড়ে গেল মাটিতে। ঠিক এই সময় বাকি মাটাবিলিরা এসে পৌঁছাল লোকটার কাছে। অনেকেই ঘিরে ধরল ওকে। বাকিরা দম নিল বুক ভরে, তারপর আবার ছুটল।

অসম লড়াইটা দেখার জন্য এখনও ব্যামব্যাটসি উপত্যকায় রয়ে গেছে গোধূলির শেষ আলোটা। ছ'মাসের শিশু যে-গতিতে হামাগুড়ি দেয়, সে-গতিতে ছুটছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। হঠাৎ ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেন তাঁরা। কেঁপে উঠল পুরো উপত্যকা। কারণ রোষে গর্জে উঠেছে মাটাবিলি-বাহিনী। কমপক্ষে পঞ্চাশজন পৌঁছে গেছে বেনিটাদের ষাট গজের মধ্যে।

অন্ধকারের ঘোমটায় মুখ ঢেকেছে পুরানো বাড়িগুলো। ব্যামব্যাটসি পর্বতের সুউচ্চ শিরও অদৃশ্য। উন্মুক্ত প্রান্তর পার হয়ে চওড়া রাস্তাটায় এসে উঠলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। দু'পাশের বাগান আর খেতে ছোপ ছোপ অন্ধকার। সেখানে বিনা বাতাসে রহস্যজনকভাবে নড়ছে ফসলের শিষ। পাথুরে গিরিপথের বোল্ডারগুলোর আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে ভূতুড়ে ফিসফিসানি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনতিদূরে একটা গ্র্যানিটের পিলার। তাতে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা আর বলিষ্ঠ এক মানব-মূর্তি। বেগুনি আকাশের পটভূমিতে একেবারেই অপার্থিব দেখাচ্ছে তাকে।

এ-সবের কিছুই দেখতে পেলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড বা বেনিটা। কারণ রাস্তায় ওঠামাত্র একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তাঁর হাত থেকে ছুটে গেছে রাইফেলটা। সেটা তোলার চেষ্টা করলেন কয়েকবার। কিন্তু শক্তি পেলেন না দেহে। ধীরে ধীরে মাথাটা নেমে এল পথের ওপর। দুর্বল গলায় মেয়েকে ডাকলেন একবার। তারপরই জ্ঞান হারালেন।

ধুঁকছিল বেনিটাও। মিস্টার ক্লিফোর্ডের ডাক শুনতে পেয়ে থেমে ঘুরল সে। হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিয়ে ছুটে গেল বাবার দিকে। মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। একবার দেখল ত্রিশ গজ দূরের মাটাবিলিদের। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'বাবা, বাবা, ওঠো, এসে গেছে ওরা!'

সাড়া দিলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড।

বাপ আর মেয়েকে পথের উপর পড়ে যেতে দেখে বিজয়-হুঙ্কারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল মাটাবিলিরা। তবে ছুঁড়ে মারল না বর্শা, সামনে বাগিয়ে ধরে ছুটে এল। যুলু ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে লাগল, 'গেঁথে ফেলো ওদেরকে! চামড়া তুলে নাও!'

এমন সময় একই ভাষায় গর্জে উঠল গ্র্যানিটের পিলারে দাঁড়ানো মূর্তিটা, 'মারো! গুলি করো! খুন করে ফেলো কুত্তার বাচ্চাগুলোকে!'

সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাতের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল বেনিটার। দিশেহারা হয়ে গেল সে। কী ঘটছে বুঝতে পারল না কিছুই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাগানে, ফসলের মাঠে, পাথরের বোল্ডারের আড়ালে আর গ্র্যানিটের পিলারের ওপর অসংখ্য আগুনের-ফুলকি। একবার বুলেটের আওয়াজ শোনা যায়, তো পরমুহূর্তে রাইফেল কক্ করে কেউ।

গ্র্যানিটের পিলারের উপর দাঁড়ানো মূর্তিটা ক্রোধে ছটফট করছে, আর শ্রাব্য-অশ্রাব্য গালিতে মুখর করে তুলেছে ব্যামব্যাটসি উপত্যকা—'একটা শুয়োরের বাচ্চাও যেন পালাতে না পারে।'

যথাযথভাবে পালিত হলো আদেশ। একজন-দু'জন করে উল্টে পড়তে লাগল মাটাবিলিরা। পাঁচ মিনিট পর নামল আঁধার, থামল গুলিবর্ষণ, মাটিতে স্তূপ হয়ে পড়ে রইল পঞ্চাশজন মাটাবিলি যোদ্ধা।

গ্র্যানিটের পিলার থেকে নেমে বেনিটার দিকে ছুটে এল মানব-মূর্তি। ভরাট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম বেড়াতে গিয়েছিলেন; তা, কেমন বেড়ালেন, মিস্ ক্লিফোর্ড?'

পনেরো

উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই বেনিটার। মিস্টার ক্লিফোর্ড এখনও অজ্ঞান। জেকব মেয়ারের আদেশে ধরাধরি করে বাপ আর মেয়েকে গ্রামে নিয়ে এল মাকালাঙ্গারা। গ্রামে ঢুকেই জ্ঞান হারাল বেনিটা।

জ্ঞান ফেরার পর কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল বেনিটা। বুঝতে দেরি হলো না খুব একটা—ওর তাঁবুতে, পর্তুগিজদের গুহার সামনে। বয়ে নিয়ে এসেছে কেউ, শুইয়ে দিয়ে গেছে বিছানায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'পায়ে, শরীরের প্রতিটা জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা। একটু পর পর গুলাচ্ছে গা. মনে হচ্ছে বমি হলে ভালো হয়। খিদে লেগেছিল কোনো একসময়, এবং কোনো একসময় মরে গেছে সেটা। পিপাসায় গলার ভিতরটা শুকিয়ে মরুভূমি। কাউকে ডাকতে ইচ্ছে করছে না বেনিটার। চোখ বন্ধ করল সে। ছটফট করল কয়েকবার। তারপর তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

দু'চোখের পাতায় রোদের চুমু লাগায় আরেকবার ছটফট করে উঠল বেনিটা। খুলতে বাধ্য হলো চোখ। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে ফেলল। একটা হাত আপনাআপনি উঠে এসে ঢেকে দিল চোখ-জোড়া। তাঁবুর দরজা সরিয়ে ঢুকছে কেউ। ফাঁক পেয়ে সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়েছিল রোদ। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে লোকটাকে দেখল বেনিটা।

মলিমো। ওর ডান হাতে লাউ-এর শুকনো খোলসের পাত্র। সেটাতে ছাগীর দুধ।

লোকটাকে দেখে খুব খুশি হলো বেনিটা। ওকে কোনো এক অদ্ভুত বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে এই যোগী। বুড়োকে দেখলেই প্রশান্তি আর ভালোলাগার এক পবিত্র অনুভূতিতে ভরে যায় ওর মন। মুখে হাসি নিয়ে বিছানায় উঠে বসল সে।

হাসল মলিমোও, তবে সামান্য। 'তোমার জন্যে দুধ নিয়ে এসেছি, শ্বেত-কুমারী। খেয়ে নাও। দুধটুকু একেবারে টাটকা। ভালো লাগবে তোমার।'

পাত্রটা নিল বেনিটা। এক চুমুকে খালি করে দিল। ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'বাবার কী খবর?'

'শরীর এখনও দুর্বল। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

সামান্য ইতস্তত করল বেনিটা। তারপর বলল, 'গতকাল তো বাবা লুটিয়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। আমি ছুটে গেলাম। তারপর ঠিক কী ঘটল নিজেও তো মতো বুঝিনি। দয়া করে সব খুলে বলুন আমাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিছানার পাশে বসে পড়ল মলিমো। বলতে আরম্ভ করল, 'চলে গেলে তোমরা। সে-সন্ধ্যায় আমার কাছে গেল কালো লোকটা...'

'কালো লোকটা?' বাধা না দিয়ে পারল না বেনিটা।

'জেকব মেয়ার। ওর দাড়ি আর মন দুটোই কালো। সেজন্যে আমরা ওর নাম দিয়েছি কালো লোক।'

মুচকি হাসল বেনিটা। 'তারপর?'

'চিঠিটা দিলাম ওকে। পড়ল সে। তারপর...ওহ্! যদি দেখতে! আগে ছিল অর্ধেক পাগল, চিঠি পড়ে পুরো খারাপ হয়ে গেল ওর মাথা। যে-ভাষায় কথা বলো তোমরা, সে-ভাষায় অভিশাপ আর গাল দিতে লাগল আমাকে। বলল আমিই নাকি ভাগিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে! তারপর এক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল ওর রাইফেল। গুলি করে মারার হুমকি দিল আমাকে অনেকবার। কিন্তু মারল না শেষ পর্যন্ত। রাগ কিছুটা ঠাণ্ডা হলে কী করা যায় জিজ্ঞেস করল আমাকে। বললাম কিছুই করার নেই। কারণ তখন অনেক দূরে চলে গেছ তোমরা। কালো লোকটা পাগল হলেও নির্বোধ না। বুঝতে পারল কথাটা। আর চেঁচাল না।

'তোমাদের খোঁজ নিতে সে-রাতেই আমার গুপ্তচরদেরকে পাঠালাম জায়গায় জায়গায়। হাতের উল্টো-পিঠের মতো পুরো এলাকাটা চেনে ওরা। তাই অনেক দ্রুত যেতে পারল অনেক দূর। আশপাশে আরও আদিবাসী বসতি আছে, সবাই বলল যেতে দেখেছে তোমাদেরকে। কিন্তু একটা দুঃখের খবরও শোনাল ও। মানুষ-শিকারে বেরিয়ে পড়েছে মাটাবিলিরা। ইতিমধ্যেই মেরে-কেটে শুইয়ে দিয়েছে কয়েকটা গোত্রকে। গ্রামে ফিরে এসে খবরটা আমাকে জানাল এক গুপ্তচর।

'পরদিন বিকেলে ফিরে এল আরেক গুপ্তচর। জানাল তোমাদেরকে নাকি ঘিরে ফেলেছে মাটাবিলিরা। পালানোর পথ নেই তোমাদের। অনুমান করলাম গ্রামে ফিরে আসবে তোমরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কথাটা শুনে আর দেরি করল না কালো লোকটা। ধাওয়া করা হবে তোমাদেরকে, বুঝে ফেলল সে। রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে থাকার বুদ্ধি দিল। পঞ্চাশজন পুরুষকে বাছাই করল টামাস। রাইফেল চালাতে চালাতে হাত পাকিয়ে ফেলেছে এরা। এদেরকে নিয়ে লুকিয়ে রইল কালো লোকটা। তারপর, প্রায়-ধরা পড়ে গেছ তোমরা, কিন্তু ততক্ষণে রাইফেলের আওতায় এসে গেছে মাটাবিলিরা। এরপরের ঘটনা তুমি জানো, শ্বেত-কুমারী।'

'কিন্তু আরও আগে কেন হামলা করলেন না আপনারা? যদি রাস্তাটায় পৌঁছাতে না পারতাম আমরা?'

'আমার লোকেরা খোলা মাঠে যুদ্ধ করেনি কখনও। তা ছাড়া ওদেরকে আদেশ দেয়ার ছিল না কেউ। তাই তোমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি কেউ। তবে...'

'তবে?'

'তোমরা ধরা পড়ে যাচ্ছ দেখে বার বার ছুটে যেতে চাইছিল কালো লোকটা। একাই লড়তে চাইছিল মাটাবিলিদের বিরুদ্ধে। সে পাগল হলেও খুব সাহসী। ওর মতো সাহসী লোক আমি জীবনেও দেখেনি। টামাস না থামালে কালো লোকটা ঠিকই ছুটে যেত। কে জানে হয়তো জানও দিয়ে দিত তোমাদের...তোমার জন্যে।'

মনে মনে মেয়ারকে ধন্যবাদ দিল বেনিটা। কিন্তু লোকটার নাম মুখেও আনল না। মেয়ারের ব্যাপারে মলিমো কিছু বলুক এটাও চায় না সে। তাই প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞেস করল, 'মাত্র পঞ্চাশজন মাটাবিলি মরেছে গত রাতে। বাকিরা কোথায়?'

'ঘিরে রেখেছে পুরো গ্রামটাকে। দেয়ালের বাইরে ঘাঁটি গেড়েছে। সব মিলিয়ে তিন হাজারের মতো হবে। ওদের নেতা কে জানো?'

'না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা।

'মাদুনা। লোবেঙ্গুলার ছেলে। ওই যে যাকে প্রাণে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁচিয়েছিলে তুমি? তারপর তোমার কাছে কী সব প্রতিজ্ঞা করল সে।'

মনে পড়ল বেনিটার।

'এবার দেখেছ মাটাবিলিরা কত খারাপ? প্রতিজ্ঞা করল তোমার কাছে–সেটা তো ভাঙ্গলই, এমনকী তুমি যে ওর জীবন বাঁচিয়েছ সেটাও ভুলে গেল বেমালুম! কতটা পথ তাড়া করে আনল তোমাদেরকে!'

'হয়তো···হয়তো মাদুনা জানে না আমি ছিলাম···' চুপ করে গেল বেনিটা।

মাদুনার প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না মলিমো। 'তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আগের জায়গায় নিয়ে এসেছি তোমাদেরকে। বন্ধ করে দিয়েছি সব গেট। আমার একটা লোকও ধরা পড়েনি মাটাবিলিদের হাতে। একজনও মরেনি এখন পর্যন্ত। দেয়ালের ভেতরেই আছে সবাই। আছে আমাদের ভেড়া আর ছাগলগুলোও। মেয়েলোক আর বাচ্চাদেরকে ক্যানোয় চড়িয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে যাম্বেযির আরেক তীরে। এমন এক জায়গায় লুকানো হয়েছে, যে-জায়গা আমরা ছাড়া আর কেউ চেনে না। মাটাবিলিরা চাইলেও যেতে পারবে না সেখানে। ওদের বেশিরভাগই সাঁতার জানে না। যে-ক'জন জানে তারাও আনাড়ি।' থামল মলিমো।

'কিন্তু মাটাবিলিরা তো ঘিরে ফেলেছে গ্রামটা। খাবার যোগাড় করবেন কোত্থেকে?'

'তিন মাসের খাবার মজুদ আছে গ্রামে। তবে তার আগেই পালাতে হবে মাটাবিলিদের।'

'কেন?'

'বর্ষা মৌসুম শুরু হলে টিকতে পারবে না ওরা। ওরা শুকনো এলাকার মানুষ। কাদা-পানি সহ্য করতে পারে না।'

'এক কাজ করলেই তো পারতেন–মেয়েলোক আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাচ্চাদেরকে যেখানে পাঠিয়েছেন, সেখানে চলে যেতে পারতেন আপনারাও। গেলেন না কেন?'

'দুটো কারণে। এক, গেলে আর কোনোদিনই ফিরে আসতে পারতাম না ব্যামব্যাটসিতে। আমাদের বাপ-দাদার জায়গাটুকু হাতছাড়া হয়ে যেত। সব দখল করে নিত লোবেঙ্গুলা। আর কোনোদিনই দখল করতে পারতাম না আমরা। দুই নম্বর কারণ হচ্ছে, তুমি ফিরে এসেছ আমাদের গ্রামে, আমাদের গ্রামে আশ্রয় নিয়ে সম্মানিত করেছ আমাদেরকে। এবার সেই সম্মানের বিনিময় দিতে হবে আমাদেরকে। জীবন দিয়ে হলেও তোমাকে রক্ষা করবো আমরা।'

বিস্মিত হয়ে মলিমোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বেনিটা। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মেয়ার কি খুঁজে বের করতে পেরেছেন সোনা?'

'না, পায়নি। পাবেও না। কারণ সোনা ওর জন্যে নয়। তোমার জন্যে। তোমার ভাগ্যে লেখা আছে ওই সোনা। তুমি না চাইলেও পেয়ে যাবে সব। দেখো, একদিন সত্যি হবে আমার কথা।' উঠে দাঁড়াল মলিমো। 'যুদ্ধ নিয়ে একটুও ভেবো না তুমি। টামাস খুব ভালো বোঝে এসব। তা ছাড়া এবার রাইফেল আছে আমাদের কাছে। বুলেটও আছে অনেক। গেট আটকে দিয়েছি আমরা। ইচ্ছে করলেই টপকাতে পারবে না মাটাবিলিরা। ভেঙে ফেলা তো পরের কথা। এই যুদ্ধে জিততে পারবো না আমরা, কিন্তু হারবোও না। গ্রামে ঢুকতে হলে প্রথম চালটা দিতে হবে মাটাবিলিদের। আর সেটা করতে গেলেই গুলি খেয়ে মরবে ওরা। কাজেই ওদের চেয়ে আমাদের শক্তি বেশি এবার।' কথা শেষ করে বেনিটাকে একবার বাউ করল মলিমো। তারপর বেরিয়ে গেল তাঁবু ছেড়ে।

কয়েক মিনিট পর একটা লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিতরে ঢুকলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। খুব দুর্বল আর ক্লান্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখাচ্ছে তাঁকে। মেয়ের পাশে, বিছানায় বসে পড়লেন তিনি।

'এখন তোমার কেমন লাগছে, বাবা?'

'ভালো না. এতখানি ধকল যাবে কল্পনাও করতে পারিনি। শরীর আরও ভেঙে পড়েছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনিটা। চুপ করে রইল।

'মলিমো কী বলতে এসেছিল?'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। আমাদেরকে কীভাবে নিয়ে এসেছে এখানে, মাটাবিলিরা কী করছে এখন, গুপ্তধন পেয়েছে কি না মেয়ার—এসব।'

'মেয়ারের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর?'

'হুঁ। গতকাল। আমাকে দেখামাত্র সে কী জিজ্ঞেস করেছে জানো, বাবা? কেমন বেড়ালাম আমরা। এদিকে আমরা মরছি ক্লান্তিতে, আর উনি করছেন উপহাস!'

'এরপর আর কথা হয়নি ওর সঙ্গে?'

'না।...কেন?'

'লোকটা সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

'মলিমোও একই কথা বলল।...তোমাকে মেয়ার কিছু বলেছে নাকি?'

'বলেছে, তবে আপত্তিকর কিছু না। আমি অবশ্য শুনতেও চাই না ওর কথা। আজকাল নাকি সবসময় উত্তেজিত হয়ে থাকে সে। আপনমনে বিড় বিড় করে। কাউকে দেখলেই তেড়ে-কুঁদে মারতে যায়। কখনও চেঁচায়, আবার কখনও ফেটে পড়ে অট্টহাসিতে। কুয়ার গ্যাস বেচারার মাথা সত্যিই খারাপ করে দিয়েছে!...মাটাবিলিরা তো ব্যামব্যাটসি ঘিরে ফেলেছে। জানি না কবে মুক্তি পাবো! কতদিন থাকতে হবে মেয়ারের সঙ্গে ঈশ্বরই জানেন। তুই সাবধানে থাকবি। মেয়ার বাড়াবাড়ি কিছু করলেই চেঁচিয়ে ডাকবি আমাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নীচে মাকালাঙ্গাদের সঙ্গে থাকলেই বোধ হয় ভালো হয়,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল বেনিটা।

'আমিও মলিমোকে কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু মলিমো মানতে নারাজ। নীচে নাকি গোলাগুলি হবে, শেষে কী থেকে কী হয়ে যায় ঠিক নেই। তা ছাড়া···মেয়ার নাকি গতরাতে বার বার ওকে বলেছে, এখানে নিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে। নইলে গুলি করে খুন করবে সে মাকালাঙ্গাদের। এমনকী আমাকে খুন করারও কসম খেয়েছে পাগলটা।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা। 'কেন এরকম করছে লোকটা?'

'সোনার জন্যে। হাতের এত কাছে লুকানো আছে রাশি রাশি সোনা। কিন্তু গাধার খাটুনি খেটেও খুঁজে বের করা যাচ্ছে না কিছুতেই। লোভী যে-কারোরই এতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। মেয়ার বিশ্বাস করে আমাদেরকে ছাড়া, মানে আসলে তোকে ছাড়া খুঁজে বের করা যাবে না ওই সোনা। সুতরাং তোকে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না সে। ওকে আজ সকালে যেরকম উন্মত্ত দেখলাম, তাতে সোনার জন্যে দশ-বিশটা লাশ ফেলতে ওর খারাপ লাগবে বলে মনে হলো না।'

কিছু বলল না বেনিটা। অজানা আশঙ্কায় ওর বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে।

'মেয়ারের কবল থেকে বাঁচার একটা উপায় আছে,' নিচু কণ্ঠে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'কী?' ভ্রূ-জোড়া কুঁচকাল বেনিটা।

ফিসফিস করে উত্তর দিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'ওকে গুলি করে খুন করে ফেলা। কেউ জানবে না।'

ভয়ে কেঁপে উঠল বেনিটা। 'না, না, কক্ষনো না। পাগল হোক আর যা-ই হোক, সে যদি আমাদের কোনো ক্ষতি না করে তা হলে আমাদেরও উচিত হবে না ওর ক্ষতি করা। বিনা কারণে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে খুন করলে বাকিটা জীবন একটা আতঙ্ক নিয়ে থাকতে হবে আমাদেরকে। ভুলেও কাজটা করতে যেয়ো না, বাবা।'

'ঠিক আছে, করবো না। আমি যাই এখন,' উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'তোর বেশি খারাপ লাগলে শুয়ে থাক। তবে চেষ্টা করে দেখ উঠে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারিস কি না। তা হলে আরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবি।'

উঠল বেনিটা। দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। খুব একটা খারাপ লাগছে না। বাবার কথামতো হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ। প্রথমে তাঁবুর ভিতরে, তারপর সাহস করে বাইরেও গেল। অসুবিধা হচ্ছে না ততটা। দুর্বল ভাবটা কেটে গেছে অনেকখানি।

ঠিক করল, ডিনারটা নিজেই বানাবে। এটা-সেটা নিতে গিয়ে দেখল, যেটা যেখানে থাকা দরকার ঠিক সেখানেই আছে। কাজটা মেয়ারের বুঝতে অসুবিধা হলো না বেনিটার। বিস্মিত হলো সে। এমনভাবে সবকিছু গুছিয়ে রেখেছে লোকটা যেন জানত ফিরে আসবে বেনিটা, আবার ডিনার বানাবে কোনো এক সন্ধ্যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। মন দিল কাজে।

ব্যামব্যাটসি পর্বতের আড়ালে আশ্রয় নিল সূর্য। গোধূলির আলোটা ফিকে হতে হতে মিলিয়ে গেল একসময়। চারদিক নিঃশব্দ। পাত্তা নেই মেয়ারের। শরীর খারাপ লাগছে বলে মিস্টার ক্লিফোর্ড শুয়ে আছেন কুঁড়েতে। তাঁবুর বাইরে টুকটাক কাজ সারছে বেনিটা। হঠাৎ পিঠের উপর অদ্ভুত একটা শিরশিরে অনুভূতি টের পেল সে। ঝট্ করে ঘুরল।

জেকব মেয়ার। গ্র্যানিটের বিরাট একটা বোল্ডারের উপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো। না দেখলেও বেনিটা জানে লোকটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মেয়েরা পুরুষদের সবরকমের দৃষ্টি পড়তে পারে, এমনকী অন্ধকারেও।

ডুবে যাওয়ার আগে একটুখানি লালিমা পশ্চিমাকাশে রেখে গেছে সূর্য। লাল আকাশের পটভূমিতে মেয়ারকে দেখাচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্যান্থারের মতো। এখুনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের উপর। বেনিটার মনে হলো সে-ই হচ্ছে মেয়ারের শিকার। একটা ঢোক গিলল সে। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'গুড ইভনিং, মিস্টার মেয়ার। আমার ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেছে। তাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে পারছি না আপনার দিকে।' বলেই হাসার চেষ্টা করল সে। কিন্তু নিষ্প্রাণ হাসিটা বড় বেমানান দেখাল ওর সুন্দর ঠোঁট-জোড়ায়।

লাফিয়ে বোল্ডারের উপর থেকে নামল মেয়ার। হেঁটে এসে দাঁড়াল বেনিটার সামনে। বলল, 'আপনার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন তো? তাঁর কল্যাণেই পুরোপুরি শক্ত হয়ে যাননি আপনি আর আপনার বুড়ো বাপটা।'

মেয়ারের কণ্ঠে ক্ষুরের ধার। সতর্ক হলো বেনিটা। 'ধন্যবাদ আপনারও পাওনা, মিস্টার মেয়ার। আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন আপনি।' মেয়ার আরও এক পা এগোল দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বেনিটা, 'বাবা, মিস্টার মেয়ার এসেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দেবে না?'

কুঁড়ে থেকে তাড়াহুড়ো করে বের হলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। খোঁড়াতে খোঁড়াতে যত দ্রুত সম্ভব হাজির হলেন মেয়ের সামনে। বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই, মেয়ারকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত বটে। তবে কাজটা আগেই সেরে ফেলেছি আমি।'

'রান্না হয়ে গেছে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল মেয়ার। 'তা হলে চলুন দেরি না করে খেয়ে নেই চটপট। তারপর কয়েকটা কথা বলবো আপনাদেরকে।'

মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা ক্ষুধার্ত, তবে পরিমাণমতো খেলেন দু'জনই। কিন্তু মেয়ার বলতে গেলে কিছুই খেল না। তবে পান করল প্রচুর। কাপের পর কাপ কালো কফি আর গ্লাসের পর গ্লাস মদ। ঢুলতে আরম্ভ করল বিশ মিনিটের মধ্যেই। ঘোর লাগল ওর দু'চোখে। ভ্রূ-জোড়া উঁচু করে, চোখ পিটপিট করে ঘোরটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটানোর চেষ্টা করল সে। সফল হলো না খুব একটা। একসময় শুরু হলো ওর বকবকানি, 'বেশি বেশি খাওয়া উচিত আপনার, মিস্ ক্লিফোর্ড। নইলে স্বাস্থ্য ফিরবে না। আর স্বাস্থ্য না ফিরলে নষ্ট হয়ে যাবে আপনার···কী যেন বলে···অনুপম সৌন্দর্য!'

'আপনি বরং আপনার কথা ভাবুন, মিস্টার মেয়ার,' সহজ গলায় বলল বেনিটা। 'সৌন্দর্য থাক বা না থাক, কম খেয়েও বেঁচে থাকতে পারবো আমি। কিন্তু আপনি যে-হারে কফি আর মদ গিলছেন, সে-হারে প্রতিদিন খেলে এক মাসও টিকবেন না।'

'আজ রাতে কফি আর মদ ছাড়া অন্য কিছু হজম হবে না আমার পেটে। কফি গিলছি কারণ দারুণ তেষ্টা পেয়েছিল, আর মদ খাচ্ছি কারণ আমার শক্তি দরকার। তিনজন মানুষের সমান কাজ করেছি, কাজেই···'

'এত কীসের কাজ তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'টুকটাক যা-লাগবে সব নিয়ে এসেছি হারামি মাকালাঙ্গাদের থেকে। ওই সিঁড়ি বেয়ে কতবার যে উঠতে আর নামতে হয়েছে আমাকে সেটা আপনাদের ঈশ্বরও বলতে পারবে না।'

চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বেনিটাও কিছু বলল না।

'তবে খুব মজা হয়েছিল গতকাল। কতদিন পর নিজের হাতে গুলি করে মানুষ মারলাম···আহ্! কী তৃপ্তি!'

চমকে উঠলেন বাপ-মেয়ে। এসব কী বলছে মেয়ার! কতদিন পর মানুষ মেরেছে বলতে কী বোঝাতে চায় সে?

'সাতজনকে, বুঝলেন মিস্ ক্লিফোর্ড, সাতটা হারামি মাটাবিলিকে মেরেছি গতরাতে। কেন? আপনার জন্যে। কী যে মজা লাগল···' বোতল থেকে মদ ঢেলে গ্লাসটা কানায় কানায় ভরল মেয়ার। তারপর একচুমুকে খালি করে ফেলল অর্ধেক। ঝিম মেরে রইল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ অনেকদূর থেকে ভেসে এল সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গীত। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী রাতের প্রথম-প্রহরে গান গেয়ে প্রার্থনা করছে মাটাবিলিরা।

সুরের তালে তালে ডান তর্জনী এদিক-ওদিক দোলাতে লাগল মেয়ার ; কিছুক্ষণ পর তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠে বলল, 'বাআহ্! ঈশ্বরের বন্দনা করাটা তো খুব মজার! অসভ্যরা গান গায়, আপনাদের মতো সভ্য আস্তিকদের তো নাচা উচিত ছিল!' ঢক ঢক করে গিলে বাকি মদটুকুও পেটের ভিতরে চালান করে দিল সে। তারপর রক্তচক্ষু মেলে তাকাল বাপ-মেয়ের দিকে। বলল, 'কান খুলে শুনুন আপনারা। আমাকে একা ফেলে পালিয়ে যাবার মতলব করেছিলেন, কাজটা ভালো করেননি। এতদিন ভদ্র বলে জানতাম আপনাদেরকে। কিন্তু দেখা গেল ভুল জানতাম।...হারামির বাচ্চা ক্লিফোর্ড,' এতক্ষণে নেশা ধরেছে মেয়ারকে, 'তুই যদি একা থাকতি আর পালাতি আমাকে একা ফেলে, তবে তোর ঈশ্বর আর আমার শয়তানের নামে শপথ করে বলছি—পরে যেখানেই তোর সঙ্গে দেখা হতো আমার, গুলি করে মারতাম তোকে। কিন্তু তোর মেয়ে সঙ্গে থাকাতে বেঁচে গেছিস এ-যাত্রা।' বোতল থেকে আরও এক গ্লাস মদ ঢালল সে। 'আর যেন পালানোর খায়েশ না হয় তোদের, বলে রাখলাম। অবশ্য হলেও কোনো লাভ নেই। চেষ্টা করলেও পালাতে পারবি না তোরা।'

একে-অন্যের মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা।

হঠাৎ তাঁদেরকে চমকে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠল মেয়ার। হাসি থামিয়ে খালি করল মদের গ্লাসটা। তারপর বলল, 'বিশ্বাস হয় না আমার কথা? আগামীকাল সকালে গিয়ে দেখে আসিস কী করেছি আমি সিঁড়িটার। পাথর ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছি ওই ফাটলটা। এখন কারও বাপেরও সাধ্য নেই সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে, কারও দাদারও ক্ষমতা নেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তারপরও ঠিক নেই, তোরা তো আবার বুনো ওল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমিও বাঘা তেঁতুল–এখন থেকে রাতে ঘুমাবো সিঁড়ির পাশে। সঙ্গে রাখবো রাইফেল। উড়াল দেবার চেষ্টা করলেই গুলি খেয়ে মরবি তোরা। এখন আমি যাচ্ছি সেখানেই। আমার নতুন ক্যাম্পে। ঘুমাবো।' চলে গেল মেয়ার।

শূন্যদৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল বেনিটা। মেয়ার কি সত্যিই হুমকি দিয়ে গেল? নাকি মদের নেশায় বলে গেল আজেবাজে কথা? বুঝতে পারছে না মেয়েটা। তবে এটা বুঝতে পারছে, আটকা পড়ে গেছে ওরা। সাহায্য করারও কেউ নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। অদ্ভুত এক বিষাদে ছেয়ে গেছে তাঁর মন। বুঝতে পারছেন এতগুলো বছর আসলে মেয়ারের হাতের পুতুল হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনার মূল্য দেয়নি মেয়ার। একটু আগে কত জঘন্য একটা কথা বলে গেল! প্রয়োজনে খুন করবে মিস্টার ক্লিফোর্ডকে। নিজের জন্য ভাবেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড। মেয়েকে নিয়েই তাঁর যত দুশ্চিন্তা। কেন যে চিঠি লিখে মেয়েটাকে আসতে বললেন দক্ষিণ-আফ্রিকায়! ইংল্যান্ডে থাকলেই ভালো করত বেনিটা। এত কষ্ট পোহাতে হতো না ওকে। চোরা চোখে একবার বেনিটাকে দেখলেন তিনি। মায়া হলো খুব। কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলেন না। বাপ হয়ে মেয়েকে এত বড় বিপদের মধ্যে ফেলেছেন, এখন মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে কী লাভ?

নতমুখে বিদায় নিলেন তিনিও।

পরদিন ব্রেকফাস্টের সময় আবার দেখা হলো মেয়ারের সঙ্গে। পাইপ টানতে টানতে হাজির হলো লোকটা। খাবারের প্লেটটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলল, 'গতরাতে বোধ হয় নেশার ঘোরে আজেবাজে কথা বলে ফেলেছি আপনাদেরকে। আশা করি কিছু মনে করেননি আপনারা। আসলে কথাগুলো আপনাদের ভালোর জন্যেই বলেছিলাম।'

'ভালোর জন্যে?' বেনিটার গতরাতের রাগটা আজ সকালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। 'কাপুরুষ কোথাকার! একটা অসহায় মেয়ে আর তার বুড়ো বাবাকে আটকে রাখতে লজ্জা করে না আপনার?'

'লজ্জা করলে কি আর আটকে রাখতাম?' পাইপটা পকেটে ভরে নির্বিকারচিত্তে খেতে আরম্ভ করে দিল মেয়ার।

রাগে ভাষা হারাল বেনিটা। মিস্টার ক্লিফোর্ড কিছুই বললেন না। আগের মতোই নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগলেন কফির কাপে।

'আচ্ছা বলুন তো,' খেতে খেতে বলল মেয়ার, 'আপনি পালিয়ে গেলে আমার কী হবে?'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল বেনিটা। 'জানি না। জানার দরকারও মনে করি না।'

'গতবার অর্ধেক পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। পরেরবার হবো পুরো পাগল।'

মন্তব্য করল না কেউ।

'মলিমো বুড়োটা ধোঁকাবাজ হলেও ওর একটা কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি আমি। গুপ্তধনটা আপনার, মিস্ বেনিটা। আপনি ছাড়া আর কেউ সেটা উদ্ধার করতে পারবে না। এখন আপনিই যদি পালিয়ে যান, বাধা দিলে কি খুব বেশি দোষ দেয়া যাবে আমাকে?' কেটলি থেকে কাপে কফি ঢেলে নিল মেয়ার। 'অনেক খুঁজেছি আমরা, কিন্তু পাইনি সোনা। দোষ আমাদের কারোরই না। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করেছি আমি।'

'কী?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'মিস্ ক্লিফোর্ড, আপনি জানেন কোথায় আছে গুপ্তধন। এবার আপনি আমাকে বলবেন, আর আমি গিয়ে মাটি খুঁড়ে তুলবো।'

'আমি জানি?' দুঃখের হাসি হাসল বেনিটা। 'জানলে এতদিন লুকোচুরি খেলেছি নাকি আপনার সঙ্গে? ভুল বলেছেন আপনি। আমি জানি না। জানলে বলতাম আপনাকে এবং সব সোনা আপনাকে দিয়ে কেটে পড়তাম এই নরক থেকে।'

'এতটা নীচ ভাববেন না আমাকে। আমি ধর্ত হতে পারি, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাটপার নই। সোনা খুঁজে পেলে সমান ভাগে ভাগ হবে সব। এক আউন্সও এদিক-ওদিক হবে না। যাকগে, আসল কথায় আসি। বলছিলাম যে আপনি জানেন এবং চাইলেই জানাতে পারেন আমাকে। কীভাবে সেটা শুনুন এখন। ইহুদির ঘরে জন্মেছি—বেশ কিছু গোপন বিদ্যা জানা আছে আমার। যেমন ধরুন মানুষের মনের কথা পড়া, চেহারা দেখে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ অনুমান করা এবং সম্মোহন করা।'

'আপনি অনেক কাজের কাজী, মিস্টার মেয়ার!' বেনিটার গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গ।

রাগ করল না মেয়ার। ধরলও না কথাটা। যেন শুনতেই পায়নি মন্তব্যটা এমন ভঙ্গিতে বলে চলল, 'আমি আপনাকে সম্মোহন করতে চাই, মিস্ বেনিটা। সম্মোহিত অবস্থায় আপনি দেখতে পাবেন কোথায় আছে সব সোনা। তারপর বলতে পারবেন আমাকে। তারপর...'

'আপনি বার বার একই কথা কেন বলছেন বুঝতে পারছি না,' মেয়ারকে বাধা দিয়ে বলে উঠল বেনিটা। 'সোনা কোথায় আছে জানি আমি—কথাটা কে বলল আপনাকে?'

'কেউ বলেনি। আমিই অনুমান করেছি। কিছু কিছু লোক আছে, যাদের মনে এক অদ্ভুত-শক্তি থাকে। যেটাকে বলে কি না অন্তর্দৃষ্টি। আপনার সেই অন্তর্দৃষ্টি আছে। আপনার চোখ যা-দেখতে পায় না, কান যা-শুনতে পায় না, আপনার মন কিন্তু সেটা ঠিকই জানতে পারে। মনে আছে একবার যানযিবারের ঘটনাটা বলেছিলেন আমাকে? ডিনারের পর খারাপ লাগছিল আপনার। মনে হচ্ছিল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। দুর্ঘটনাটা কিন্তু ঠিকই ঘটেছিল, মিস্ ক্লিফোর্ড।...এবার বিশ্বাস হয় আমার কথা?'

যানযিবার নামটার সঙ্গে আরেকটা নাম ভেসে উঠতে চাইল বেনিটার স্মৃতির সমুদ্রে। জোর করে নিজেকে সংযত করল সে। তাকাল মেয়ারের চোখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক এ-কারণেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমি,' বলে চলল মেয়ার। 'কোনোমতেই যদি খুঁজে না পাই গুপ্তধন, ইচ্ছে ছিল তখন আপনাকে সম্মোহন করে জেনে নেবো।...বেশি হলে এক ঘণ্টা লাগবে, কোনো ক্ষতি হবে না আপনার...'

'এক মিনিট লাগলেও রাজি হবো না আমি।' একটুও দ্বিধা না করে প্রত্যাখ্যান করল বেনিটা। 'আমি চাই না আমার ইচ্ছেশক্তিকে দখল করুক কোনো পুরুষ।'

একটুও উত্তেজিত হলো না মেয়ার। তার মানে আগে থেকেই জানত ওর প্রস্তাবে রাজি হবে না বেনিটা। ধীরে-সুস্থে শেষ করল কাপের সবটুকু কফি। তারপর ঘুরে তাকাল মিস্টার ক্লিফোর্ডের দিকে। 'আপনার মেয়েকে বোঝান।'

'পারবো না। পারলেও বোঝাতাম না। যা-বলেছে ঠিকই বলেছে বেনিটা। তা ছাড়া এসব অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপার ঘৃণা করি আমি। কাজেই অন্য কোনো উপায় জানা থাকলে বলো, নইলে চুপ করে থাকো।'

এবারও রাগল না মেয়ার। অর্থাৎ মিস্টার ক্লিফোর্ডও যে রাজি হবেন না সেটা আগে থেকেই জানত সে। বেনিটার দিকে তাকাল সে। কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার বদলে আপনার বাবা আপনাকে সম্মোহন করলে কোনো অসুবিধা নেই তো?'

হাসল বেনিটা। এবারের হাসিটা হলো প্রাণবন্ত। 'বাবা সম্মোহন করবে আমাকে? পারলে করুক, আপত্তি নেই আমার। তবে আমার মনে হয় না কাজ হবে।'

'কাজ হবে কি হবে না সেটা দেখা যাবে পরে। আপনি ঘুরে-ফিরে বেড়ান, মিস্ ক্লিফোর্ড। আপনার বাবাকে সম্মোহনের বিদ্যাটা শেখাতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

লাঞ্চ পর্যন্ত মিস্টার ক্লিফোর্ডকে "গোপন বিদ্যা" শেখাল মেয়ার। তারপর তিনজনই দ্রুত সেরে নিল লাঞ্চ। এরপর গিয়ে ঢুকল পর্তুগিজদের গুহায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেদির সিঁড়িগুলোর একটা ধাপে বসানো হলো বেনিটাকে। পুরো ব্যাপারটা আরও নাটকীয় করার জন্য যিশুর মূর্তি বরাবর বেনিটাকে কাছ বসাল মেয়ার। বেদিতে রাখল একটা ল্যাম্প, আর বেনিটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দু'পাশে দুটো। এরপর তাকাল মিস্টার ক্লিফোর্ডের দিকে। চোখের নীরব ভাষায় কাজ শুরু করতে বলল।

বেনিটার সামনে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। অত্যন্ত অদ্ভুত আর একঘেয়ে ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলেন হাত দুটো। মেয়ারের শেখানো বুলি তোতাপাখির মতো আউড়াতে লাগলেন একটানা স্বরে, 'তুমি এখন খুব ক্লান্ত। ঘুমে তোমার দু'চোখের পাতা ঢুলুঢুলু হয়ে আসছে। হেলে পড়ছে মাথাটা...'

অথচ এসবের কিছুই হচ্ছে না বেনিটার। প্রথমে কিছুক্ষণ চোখমুখ শক্ত করে হাসি চেপে রাখল সে। তারপর আর সংযত রাখতে পারল না নিজেকে, হেসে ফেলল। বাবা মনে কষ্ট পেতে পারেন ভেবে হাসি থামাল। চোখ-জোড়া কয়েকবার পিট পিট করে বোঝাতে চাইল কাজ হচ্ছে। একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে ফেলল চোখ দুটো। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল মেয়ারের চাপা উল্লাসধ্বনি। তৎক্ষণাৎ চোখ খুলল বেনিটা। তাকাল মেয়ারের দিকে। ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেছে লোকটা। পরমুহূর্তেই ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মেয়ারের চেহারা। কটমট করে বেনিটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মেয়েটা। কিন্তু মেয়ার তাকিয়েই আছে বুঝতে পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল। মিস্টার ক্লিফোর্ডের কলাকৌশল এখনও চলছে।

চোখ বন্ধ করে আছে বেনিটা। চলছে মিস্টার ক্লিফোর্ডের অরণ্যে রোদন। কতক্ষণ পর জানে না বেনিটা, ঝিমুনি পেয়ে বসল ওকে। মাথাটা কেমন হালকা বোধ হলো। মেঘের উপর দিয়ে ভাসছে যেন। কেউ বা কিছু একটা চেষ্টা করছে জোর করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর মনের ভিতর ঢুকে পড়তে। ওর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। জিনিসটা যেন কণ্ঠনালী বেয়ে উঠে গেল উপরে। আরেকটু পরই ঢুকে পড়বে মস্তিষ্কে। অনেক বছর আগের একটা ঘুমপাড়ানি গান মনে পড়ে গেল বেনিটার। একটু পর মনে হলো কেউ যেন গাইছে গানটা। আরও কিছু সময় পর মনে হলো ওর মা-ই গাইছেন।

কল্পনার চোখ দিয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেল বেনিটা: খুব উঁচু কোনো পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে। আকাশ থেকে ধীর গতিতে নীচে পড়ছে তুলার মতো অসংখ্য তুষার। কিন্তু কী আশ্চর্য! প্রতিটা তুষার যেন জ্বলন্ত কয়লা—অসহ্য, অদর্শনীয়। ছটফট করে উঠল বেনিটা। মনে হলো দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে সে। এখুনি এই পর্বত থেকে নামতে না পারলে মৃত্যু ঘটবে এখানেই! চোখ খুলতে চাইল সে, কিন্তু বাধা দিল কে যেন। পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল বেনিটা। কতগুলো রাজহাঁসের ডানায় ভর দিয়ে নামতে লাগল নীচে। নামছে তো নামছেই। এই নামার শেষ নেই যেন। এত ভারী অনুভূত হচ্ছে দু'চোখের পাতা!

সম্মোহিত হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে চোখ মেলে তাকাল বেনিটা। হাত-পা নাড়া বন্ধ করে দিয়ে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। পকেট থেকে লাল রঙের রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছছেন ক্রমাগত। পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে জেকব মেয়ার। দু'চোখের দৃষ্টিতে সম্মোহনের আগুন। বেনিটার দিকে তাকিয়ে আছে সে নির্নিমেষ। মেয়েটার চেহারার সঙ্গে লোকটার দু'চোখ আঠা দিয়ে কেউ আটকে দিয়েছে যেন। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনিটা। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল দ্রুতবেগে।

'যথেষ্ট হয়েছে! আর না!' ছোঁ দিয়ে একটা ল্যাম্প তুলে নিল সে। ছুটে চলে গেল গুহার বাইরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনিটা ভেবেছিল খুব রেগে যাবে মেয়ার। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। গুহার বাইরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা, কথোপকথন শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মেয়ারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছেন ওর বাবা।

বেনিটার সামনে থামলেন দু'জন। মিস্টার ক্লিফোর্ড বললেন, 'মেয়ার বলছে আমাকে দিয়ে সম্মোহন হবে না। ঠিকই বলেছে সে। আমার মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে মাটাবিলিদের তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আরেক দফা।'

'আপনি কি কিছুই দেখতে পাননি?' জিজ্ঞেস করল মেয়ার।

কী দেখতে পেয়েছে বলল বেনিটা। তারপর বলল, 'পুরো ব্যাপারটা একটুও ভালো লাগেনি আমার কাছে। খুব ভয় লাগছে এখন।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলল মেয়ার। কিন্তু তাকে সে-সুযোগটা দিল না বেনিটা। সোজা হাঁটা ধরল নিজের তাঁবুর দিকে। মেয়ারের বকবকানি শুনতে ইচ্ছা করছে না মোটেও।

পরদিন হামলা করল মাটাবিলিরা। ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে দেখা দিল বেনিটার জন্য। সকালে উঠেই সম্মোহনের তোড়জোড় শুরু করেছিল মেয়ার, মাটাবিলিরা আক্রমণ করায় ক্ষান্ত দিল সে-চেষ্টায়।

দেয়ালের উপর নিরাপদ জায়গায় বসে মাটাবিলি বনাম মাকালাঙ্গাদের যুদ্ধ দেখতে লাগল বেনিটা। অসুস্থ থাকায় নিজের কুঁড়েতে শুয়ে রইলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। আর মেয়ার আপনমনে বিড় বিড় করতে করতে পায়চারি করতে লাগল সিঁড়ির কাছে।

বেনিটা দেখল, উঁচু আর বড় গাছ কেটে ডালপালা কুপিয়ে ফেলে দিয়ে শুধু গুঁড়িটা বয়ে নিয়ে এসেছে মাটাবিলিরা। তারপর সেগুলো দিয়ে কোনোরকমে বানিয়েছে মই।

মাটাবিলি যোদ্ধারা মই-এর একপ্রান্ত বসাল মাটিতে, আরেকপ্রান্ত প্রথম-দেয়ালের মাথায়। খাড়াভাবে বসায়নি, কিছুটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁকা করে রেখেছে। গেট ভেঙে ঢোকা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে মই বেয়ে উঠে আসার বুদ্ধি এঁটেছে মাটাবিলিরা।

এদিকে টামাসের নির্দেশে পাঁচটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে রাইফেলধারী একশো মাকালাঙ্গা। একটা দল বসে আছে প্রথম-দেয়াল-সংলগ্ন ভাঙাচোরা কেল্লার ছাদে। ছোট্ট ফটকটা পাহারা দিচ্ছে দ্বিতীয় দল, এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। প্রধান ফটকের দায়িত্বে আছে তৃতীয় দলটা। চতুর্থ দলটা কার্যত অনেকগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে গ্রামের বিভিন্ন সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নিয়েছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে পাথরের বোল্ডারের আড়ালে, কেউ বসে আছে ধসে পড়া বাড়িগুলোর সুবিধাজনক কোনায়, আবার গাছের মাথায় গিয়ে চড়েছে কেউ। পঞ্চম দলটাকে বলা যায় "সাহায্যকারী দল"। এরা সংখ্যায় সবচেয়ে কম। রাইফেল কাঁধে নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে এরা। একেকবার একেক দলের কাছে গিয়ে কী লাগবে জানতে চাইছে। প্রয়োজন হলে এরাও যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে।

মাটাবিলিরা মই বেয়ে উঠে আসার চেষ্টা করামাত্র শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ।

দেয়ালের উপরে ওদের মাথা দেখা যাওয়ামাত্র চেঁচিয়ে গুলি করার আদেশ দিল টামাস। মাকালাঙ্গাদের তরফ থেকে একঝাঁক বুলেট বৃষ্টির পর অদৃশ্য হলো মাথাগুলো।

এমন সময় একেবারে নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল মেয়ার। বেনিটাকে চমকে দিয়ে বলে উঠল ভরাট কণ্ঠে, 'নাহ্, অবরোধ করে রাখা পর্যন্তই। মাটাবিলিরা আর কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মেয়ারকে দেখল বেনিটা। 'শুনে মনে হচ্ছে মাটাবিলিদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আপনার। ওরা আরও কিছু করতে পারলে খুশি হতেন নাকি?'

'মোটেও না। বরং ওরা যেন আর কিছু করতে না পারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে-ব্যবস্থা নিচ্ছি এখুনি।' বলেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে আরম্ভ করল মেয়ার।

কিছুই বুঝল না বেনিটা। ভাবল, আবার মাথা গরম হয়েছে মেয়ারের।

মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এল মেয়ার। হাতে একটা স্পোর্টিং মারটিনি রাইফেল। কোমরে ঝুলছে বুলেটের বেল্ট।

অবাক হলো বেনিটা। জিজ্ঞেস করল, 'ওটা দিয়ে কী করবেন?'

'শায়েস্তা।'

'শায়েস্তা! কাকে?'

'আপনার ওপর যারা হামলা চালিয়েছিল তাদেরকে।' বলেই এক ঝট্‌কায় রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে নিশানা করল মেয়ার।

বুঝতে কিছুই বাকি রইল না বেনিটার।

এই তিন নম্বর দেয়ালটা সবচেয়ে উঁচুতে। এখানে দাঁড়ালে মাকালাঙ্গাদের গ্রামটা তো বটেই, পাহাড়ের পাদদেশের উন্মুক্ত প্রান্তরটাও স্পষ্ট দেখা যায়। ওখানেই "ক্যাম্প" করেছে মাটাবিলিরা। ক্যাম্প মানে উঁচু বোমার আড়ালে গুটিকয়েক ছাউনি বানিয়েছে নিজেদের মতো করে। কিন্তু মেয়ারের খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওর স্পোর্টিং মারটিনির রেঞ্জ অনেক বেশি। এখান থেকে গুলি চালালে অনায়াসে ঘায়েল করতে পারবে মাটাবিলিদের। বোমার আড়ালে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকজনকে।

এতদূর থেকেও গুলি করে জখম করা মেয়ারের জন্য ডাল-ভাত। রাইফেলে ওর নিশানা দারুণ। দৃষ্টি বাজপাখির মতো। মার্কস্‌ম্যান হিসাবে ওর জুড়ি মেলা ভার।

'কাজটা না করলে হয় না, মিস্টার মেয়ার?' মেয়ারকে থামানো যাবে না জেনেও প্রশ্ন করল বেনিটা। 'মাটাবিলিরা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি।'

উত্তর দিল না মেয়ার। রাইফেল কক্ করল। ডান তর্জনী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখল ট্রিগারে। বলল, 'ধরুন যুদ্ধে হেরে গেছে মাকালাঙ্গারা। আমরা ধরা পড়েছি মাটাবিলিদের হাতে। কী মনে হয় আপনার, আমাদেরকে পেলে কী করবে মাটাবিলিরা? আমার আর আপনার বাবার কথা না-হয় বাদ দিলাম। লোবেঙ্গুলা আপনাকে পেলে কী করতে পারে অনুমান করুন তো?' বলতে বলতেই ট্রিগার টিপে দিল মেয়ার।

দূরত্বটা সাতশো গজের মতো। তাও আবার উঁচু বোমার আড়ালে আছে মাটাবিলিরা। কিন্তু ফলাফল দেখে বেনিটার মনে হলো সাত গজ দূরের আড়ালবিহীন নিশানায় গুলি করেছে মেয়ার।

মই বানানোর কাজ তদারক করছিল এক লোক, হম্বিতম্বি দেখে "উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা" বলে মনে হচ্ছিল বেনিটার। কিছুক্ষণ আগে ছাউনিতে গিয়ে ঢুকেছিল লোকটা। বের হয়ে আসামাত্র মারটিনির ভারী বুলেটের ধাক্কায় মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল। গিয়ে পড়ল দশ হাত পিছনে। নড়ল না আর। হা হা করে হেসে উঠল মেয়ার।

বোকা বনে গেল নিহত লোকটার সঙ্গীরা। বুলেটটা কোত্থেকে এসেছে বুঝতে পারছে না ওরা। বার বার তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

'এবার, মিস্ বেনিটা, আপনি দেখিয়ে দিন কোন্‌টাকে মারতে হবে।'

দেখিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, মেয়ারের দিকে একবার তাকালও না বেনিটা। সাবধানে পা রাখল সিঁড়ির প্রথম ধাপে। নামতে লাগল নীচে।

মেয়ার বসে রইল দেয়ালের উপর। একটু পর পর হুঙ্কার দিয়ে উঠছে ওর মারটিনি। সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত উল্লাসে অট্টহাসি হাসছে লোকটা।

বিকালের দিকে ফিরে এল সে। একবারমাত্র সাড়া দিয়েই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢুকে পড়ল বেনিটার তাঁবুতে।

'আপনি তো চলে এলেন, মিস্ ক্লিফোর্ড,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল সে, 'থাকলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে পারতেন। ছ'জন মাটাবিলিকে খুন করেছি মোটমাট। আর খোঁড়া বানিয়েছি আরও দশজনকে। হা হা হা।'

'আছে তিন হাজার মাটাবিলি,' মেয়ারের হাসি থামার পর বলল বেনিটা। 'সকালে মাকালাঙ্গাদের গুলিতে মরেছে কয়েকজন। আর আপনার গুলিতে···ধরলাম ষোলোজন। বাকি রইল কত?'

'অনেক, অনেক,' হাসিটা থামলেও দমকটা যায়নি, এখনও শরীর কাঁপছে মেয়ারের।

'তা হলে লোকগুলোকে মেরে কী লাভ হলো?'

'কী লাভ হয়েছে শুনতে চান? মাটাবিলিদের মেরে শান্তি আর আনন্দ দুটোই পেয়েছি আমি।'

'আনন্দ পেয়েছেন?' কথাটা আপত্তিকর মনে হলো বেনিটার কাছে। 'মানুষ খুন করে আনন্দ পেয়েছেন আপনি?'

'অবশ্যই। প্রতিশোধ নিতে পারা যে কত আনন্দের সেটা আপনি বুঝবেন না।···আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল ওরা—আর সবাই সেটা ভুলে গেলেও আমি ভুলি কীভাবে?'

ষোলো

করার যখন আর কিছুই পায় না মেয়ার, গিয়ে বসে দেয়ালের উপর। সঙ্গে থাকে স্পোর্টিং মার্টিনি রাইফেল। চলে গুলি আর হা হা হাসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাটাবিলিরা বুঝে ফেলল ওদেরকে লক্ষ্য করে কোত্থেকে গুলি করা হয়, কে গুলি করে। বোঝার পর পড়ল আরেক বিপদে। যে-জায়গায় আছে সেখানেও থাকা যায় না, কারণ কখন কে মেয়ারের গুলি খেয়ে মরে ঠিক নেই। আবার পিছু হটাও যায় না, কারণ এত কষ্ট করে বানানো মইগুলো অকেজো হয়ে যাবে পিছু হটলে। পিছনের পাথুরে ব্যামব্যাটসি-উপত্যকাও ক্যাম্পিং-এর জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা, বোমার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বের হলে মেয়ারের সহজ টার্গেটে পরিণত হতে হবে।

এভাবে কেটে গেল দুটো দিন। তৃতীয় দিন ভোরে চিৎকার-চেঁচামেচি আর মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল বেনিটার। তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে এল সে। গিয়ে চড়ল দেয়ালের উপর। মিস্টার ক্লিফোর্ড আর মেয়ার আগে থেকেই সেখানে বসে আছেন। দু'জনের হাতেই রাইফেল।

বেনিটাকে দেখতে পেয়ে মেয়ার বলল, 'মাটাবিলিরা হামলা করেছে। ছোট্ট গেটটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়তে চায়।'

ভোরের অস্ফুট আলোয় যুদ্ধের দৃশ্যটা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল বেনিটা।

মাটাবিলিরা বীভৎস চিৎকার করতে করতে সামনের দিকে ছুটে আসছে দলে দলে। প্রতিটা দল ধরাধরি করে নিয়ে আসছে একেকটা মই। গতকাল চেষ্টা করে পারেনি, আজ দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকবেই ওরা।

'তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন কী?' মিস্টার ক্লিফোর্ডকে ধমক দিল মেয়ার। 'গুলি করুন। নইলে মরবেন। দেয়াল টপকে মাটাবিলিরা ঢুকতে পারলে...' কথা শেষ করল না মেয়ার, নিশানাও করল না, টিপে দিল ট্রিগার।

একবারমাত্র ইতস্তত করে মিস্টার ক্লিফোর্ডও গুলি করতে লাগলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁদের দু'জনের গুলিতে কেউ মরল কি না অথবা আদৌ আহত হলো কি না জানা গেল না। ভোরের আলো ভালোমতো ফোটেনি এখনও। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা কুয়াশা। মাটাবিলিদের উপর ক্রমাগত গুলি করছে মাকালাঙ্গারা–সেই ধোঁয়াও বাধা দিচ্ছে বেনিটার দৃষ্টিকে।

কেল্লার ছাদে অবস্থানরত মাকালাঙ্গারা ক্রমাগত গুলি চালাচ্ছে মাটাবিলিদের উপর। দুই ফটকের দায়িত্বে থাকা দল দুটোও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে বারুদের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ধসে পড়া বাড়ি কিংবা গাছের কোনো ডালের আড়াল থেকে। "সাহায্যকারী দলটা" হাঁটাহাঁটি করছে না এখন আর। পজিশন নিয়ে ফেলেছে সুবিধাজনক কোনো জায়গায়। অপেক্ষা করছে টামাসের হুকুমের।

কেল্লার ছাদে পজিশন নেওয়া মাকালাঙ্গাদের লক্ষ্য করে সমানে বর্শা ছুঁড়ছে মাটাবিলি যোদ্ধারা। মই বসানো হয়ে গেছে জায়গামতো, কেউ কেউ চেষ্টা করছে সেগুলো বেয়ে উঠে আসার। একটানা গর্জাচ্ছে মাকালাঙ্গাদের রাইফেল। বুলেট ফুরিয়ে যাওয়ায় কয়েকজন মাকালাঙ্গা-যোদ্ধা কেল্লার ছাদ থেকে নেমে এল নীচে। যথেষ্ট পরিমাণ বুলেট সঙ্গে নিয়ে আবার উঠে গেল উপরে।

বেনিটার মনে হলো পাঁচ মিনিটেই ঘটে গেল সব। কিন্তু যুদ্ধটা আসলে স্থায়ী হলো আধঘণ্টা। তারপর দেয়ালের বাইরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল অনেক মাটাবিলিকে। কেউ কেউ টলতে টলতে ফিরে যাচ্ছে ক্যাম্পে। যাদের সে-সামর্থ্য নেই, তারা হামাগুড়ি দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল রাইফেলের আওয়াজ। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আরও পরিষ্কার হয়েছে চারদিক। মাটাবিলিরা পিছু হটছে। কয়েকটা মই দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। কিন্তু সেগুলো বেয়ে উঠে আসার মতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ নেই। আবার কয়েকটা মই স্ট্রেচার হিসাবে কাজে লাগাচ্ছে মাটাবিলিরা। সেগুলোর উপর আহতদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে। কেউ আবার কাঁধে তুলে নিয়েছে সহযোদ্ধাকে।

'রাইফেল কী জিনিস হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মাটাবিলিরা,' মন্তব্য করল মেয়ার। 'মাকালাঙ্গাদের উচিত আমাদেরকে পূজা করা। একশোটা রাইফেল না পেলে...' কথা শেষ না করে রাইফেল লোড করল সে। সময় নিয়ে নিশানা করে টিপে দিল ট্রিগার। চিৎ হয়ে গেল আরও একজন মাটাবিলি-যোদ্ধা। 'হ্যাঁ, বলছিলাম যে রাইফেল না পেলে আজ স্রেফ জবাই হয়ে যেত মাকালাঙ্গারা। শুধু বল্লম দিয়ে কিছুই করতে পারত না ওরা।'

বেনিটা বলল, 'জবাই আমরাও হতাম, মাকালাঙ্গাদের কয়েক ঘণ্টা পরে।' ভয়ে আর উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছে সে। 'মাটাবিলিরা চলে গেলেই ভালো হয়। সংখ্যায় যত হাজারই হোক না কেন, বল্লম নিয়ে ওরা পারবে না মাকালাঙ্গাদের বিরুদ্ধে।'

কিন্তু গেল না মাটাবিলিরা। এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় ওরা। কেল্লার ছাদে প্রহরায় থাকা মাকালাঙ্গা-যোদ্ধাদের আর মেয়ারের বুলেট এড়াতে ক্যাম্প ছেড়ে পিছিয়ে গেল অনেকখানি। নদীর তীরে গিয়ে নলখাগড়া আর বুনো ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে ঘাঁটি গাড়ল সেখানে। ব্যামব্যাটসি গ্রাম কীভাবে দখল করা যায় সে-আলোচনা করতে লাগল।

মুখটা মলিন হয়ে গেল মেয়ারের। গুলি করে মারা যায় এমন কেউ নেই, সুতরাং খুন করার "মজা"টাও শেষ। আবার গুপ্তধনের খোঁজ শুরু করতে হবে, ভাবল সে।

গুহার বাইরে খুঁজতে আরম্ভ করল সে। করার কিছু নেই বলে বেনিটাও যোগ দিল মেয়ারের সঙ্গে। আর মিস্টার ক্লিফোর্ড অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে রইলেন কাছেই।

চারদিকে পাথুরে মাটি, তাতে বড় বড় ঘাস, উঁচু উঁচু গাছ আর পুরানো আমলের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। যেখানে খুঁড়লে কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হলো ওদের, সেখানেই খুঁড়ল ওরা। কিছু সোনার অলঙ্কার পেল, কিন্তু পরিমাণটা বেশি নয়। এক জায়গায় পেল কতগুলো কঙ্কাল। আসল গুপ্তধনের চিহ্নমাত্র নেই।

এসব খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতেই কেটে গেল এক সপ্তাহ।

আজকাল চেহারায় আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মেয়ার। ওকে ঘাঁটতে সাহস পায় না বেনিটা। তাই দূরে দূরে থাকে সবসময়। তা ছাড়া মেয়েটা নিজেও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ওর প্রথম চিন্তা বাবাকে নিয়ে। পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন তিনি। মনে হচ্ছে এ-ক'মাসে দশ বছর বয়স বেড়েছে তাঁর। আগে ছিলেন বুড়ো, এখন দেখাচ্ছে অতি-বুড়োদের মতো। মাটাবিলিদের তাড়া খেয়ে ফিরে আসার পর থেকেই শুয়ে-বসে কাটান। কাজ করার শক্তি টুকুও পান না। স্বাস্থ্যের চূড়ান্ত অবনতি ঘটায় সবসময় মনমরা হয়ে থাকেন আজকাল।

দ্বিতীয় কারণ, আট-দশ দিন হলো দেখা নেই মলিমোর। বাবার পরে এ-লোকটাকেই সবচেয়ে আপন বলে মনে হতো বেনিটার। বুড়ো কাছে থাকলে সাহস পেত সে। মাটাবিলিদের হামলায় মারা গিয়ে থাকতে পারে লোকটা। হয়তো কেল্লার ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল, বর্শার আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হয়ে পরে মারা গেছে। কিংবা সি-সি মাছির কামড়ে অসুস্থ হয়ে নিজের কুঁড়েতে শয্যাশায়ী হয়ে থাকাও অসম্ভব নয়।

মাটাবিলিরা আর হামলা করেনি। বুঝতে পেরেছে, দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকতে গেলে কাজের কাজ কিছুই হবে না, আরও লোক হারাতে হবে অনর্থক। তার চেয়ে অবরোধ করে রাখলে খাবার আর পানির অভাবে একদিন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে মাকালাঙ্গারা। অথবা অন্য কোনো ফন্দি আঁটছে।

হতাশ মেয়ারও গুপ্তধন উদ্ধার করার কোনো উপায় খুঁজে পায় না। তাই কোলে রাইফেল আর কোমরের বেল্টে রিভলভার নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসে থাকে দেয়ালের সিঁড়ির কাছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদ গিলতে থাকে গ্লাসের পর গ্লাস। বেনিটাকে দেখলেই রক্তচক্ষু মেলে তাকায়। ভয়ে আঁতকে উঠে সরে পড়ে বেনিটা।

সেদিন রাতে সাপারের সময় ওদেরকে দেখলে যে-কেউ ভাবত, সামনে খাবার নিয়ে নয়, কারও লাশ নিয়ে বসে আছে ওরা তিনজন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা শুরু হবে একটু পরই।

মেয়ার নিজে গ্রামে যায় না, কাউকে যেতেও দেয় না; সুতরাং দিন দিন ফুরিয়ে আসছে খাবারের মজুদ। ফুরিয়ে এসেছে ওদের কথাও, তাই ঠোঁট সেলাই করে আছে ওরা। শুকনো মাংস প্রতিদিন সকালে-দুপুরে-রাতে খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে বলে বেনিটা ঠিক করেছে আজ ডিনারের সময় শুধু কফি খাবে। শুনে মেয়ারই বানিয়ে এনেছে এক কেটলি কফি।

কফির কাপে প্রথমবার চুমুক দিয়েই বমি চলে এল বেনিটার। দুধ নেই, চিনি নেই—তিক্ততার দিক দিয়ে কালো কফি যেন নিমপাতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য মেয়ারেরও কোনো দোষ নেই। দুধ, চিনি সবই শেষ। কফি খেতে চাও তো কালো কফি খাও এমন অবস্থা এখন।

সাপার শেষ হলো। উঠে দাঁড়াল মেয়ার। একবার বাউ করল বেনিটাকে, দু'বার হাই তুলল বড় করে। তারপর বলল, 'খুব ঘুম পাচ্ছে আমার, মিস্ ক্লিফোর্ড; ঘুমাতে চললাম আমি। গুড নাইট।'

কয়েক মিনিট পর মিস্টার ক্লিফোর্ডও গিয়ে ঢুকলেন তাঁর কুঁড়েতে। বেনিটা সঙ্গে গেল। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন ওর বাবা। ধরে ধরে হাঁটতে হয় তাঁকে। এমনকী কাপড় পাল্টাতে হলেও অন্যের সাহায্য লাগে।

বাবাকে কোট খুলতে সাহায্য করল বেনিটা। ধরে শুইয়ে দিল খাটে। একটা কম্বল টেনে দিল বাবার গায়ে। তারপর বিদায় জানিয়ে ফিরে এল আগুনের ধারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশুতি রাত। চারদিকে গভীর নীরবতা। এমনকী ঝিঁঝি পোকাগুলোও আজ রাতের জন্য ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে যেন। নড়ছে না বাতাস, মিটমিট করছে না আকাশের তারা। চাঁদের একঘেয়ে হলদে-সাদা উজ্জ্বল আলোয় চারদিকে রহস্যময় সব ছায়া—কালো কালো আর মড়ার মতো নিথর।

নিজেকে বড় বেশি একা আর অসহায় মনে হলো বেনিটার। মনে হলো একমাত্র ওর বিছানাটাই একটুখানি হলেও আশ্রয় দিতে পারবে ওকে এ-মুহূর্তে। কিন্তু শোওয়ামাত্র কেঁদে ফেলল সে। অনেকদিনের দুঃখগুলো জমে ছিল বুকের গভীরে কোথাও, আজ অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। ঠাঁই নিচ্ছে ওর বালিশের কোনায়।

অদ্ভুত একটা ঝিমুনি পেয়ে বসল বেনিটাকে হঠাৎ। দৃষ্টি প্রতারণা করতে লাগল চোখের সঙ্গে, প্রবঞ্চিত হলো কান। অন্ধকার যেন প্রাণ পেয়ে বিচিত্র কোনো মূর্তি হয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল ওর তাঁবুর ভিতরে। বালিশে-ঠাঁই-নেওয়া অশ্রুর ফোঁটাগুলো সমবেত-কণ্ঠে গাইতে লাগল ঘুমপাড়ানি গান। দু'চোখের পাতা কখন বন্ধ হয়ে এল টের পেল না বেনিটা।

টের পেল না, একজোড়া হালকা-পায়ের আওয়াজ ধীর-স্থির কিন্তু নিশ্চিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে থামল ওর তাঁবুর দরজার বাইরে, মধ্যরাতের পর।

চাঁদের আলো লেপ্টে ছিল দরজাটার সঙ্গে, জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। কারণ দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা। ওর চোখ দুটো জ্বলছে, বোধ হয় হার মানিয়েছে বাইরের জ্বলন্ত আগুনকেও। তাঁবুর ভিতরে ঢুকল সে। অদ্ভুত রহস্যময় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল বেনিটাকে।

কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়া মোহাচ্ছন্ন বেনিটা এসবের কিছুই টের পেল না। এমনকী জানলও না ঘুমের মধ্যেই কখন উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে। জানল না কখন তুলে নিয়ে পরল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভারী ক্লোকটা, কীভাবে জ্বালল ল্যাম্পটা এবং সেটা হাতে নিয়ে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে কোথায় চলল হাত-নেড়ে-নেড়ে-ডাকতে থাকা লোকটার পিছু পিছু।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে তাঁবু ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। দুয়েকটা কথা বললেন মেয়ারের সঙ্গে। তাঁদের কাছ থেকে অল্প কিছুটা দূরেই ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল বেনিটা হাতে জ্বলন্ত-ল্যাম্পটা নিয়ে।

চাপাকণ্ঠে ধমক দিল মেয়ার, 'আপনার মেয়েকে জাগানোর চেষ্টা করবেন না। করলে জ্ঞান আর ফিরবে না মিস্ ক্লিফোর্ডের। আমার কথার মানে বুঝেছেন?...আপনার কারণে মিস্ ক্লিফোর্ডের কিছু হলে...' কোমরের বেল্টে ঝোলানো রিভলভারটা একবার স্পর্শ করল সে, 'আপনাকে খুন করবো আমি।' থামল মেয়ার। শান্ত করার চেষ্টা করল নিজেকে। তারপর খানিকটা নরম স্বরে বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকুন। কসম খেয়ে বলছি কোনো ক্ষতি হবে না মিস্ ক্লিফোর্ডের। চুপ করে দেখে যান কী ঘটে। আমার কাজে বাধা দেবেন না দয়া করে।'

চাইলেও বাধা দিতে পারবেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড। সে-শক্তি নেই তাঁর গায়ে। সুতরাং মেয়ারের পিছু নিলেন তিনি।

গুহায় গিয়ে ঢুকলেন তাঁরা তিনজন।

যিশুর মূর্তির নীচে গিয়ে থামল মেয়ার। হাত নেড়ে থামার আদেশ দিল বেনিটাকে। পালিত হলো আদেশ।

'হাত থেকে ল্যাম্পটা নামিয়ে রাখো,' আবার আদেশ দিল মেয়ার।

ল্যাম্প নামিয়ে রাখল মোহাচ্ছন্ন বেনিটা।

'বসে পড়ো বেদির ওপর।'

বসল বেনিটা।

এগিয়ে গিয়ে বেনিটার মাথাটা ধরল মেয়ার। সামনের দিকে নামিয়ে আনতে লাগল ধীরে ধীরে। বেনিটার মাথাটা ঝুলে পড়ল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুকের উপর। চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ঢাকা পড়ে গেল নগ্ন পায়ের-পাতা দুটো।

দু'হাতে বেনিটার হাত দুটো তুলে ধরল মেয়ার। ঘড়ঘড়ে, একটানা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ঘুমাচ্ছ?'

'আমি ঘুমাচ্ছি,' ধীর, অদ্ভুত কণ্ঠে জবাব দিল বেনিটা। বহুদূর থেকে কেউ ফিসফিস করে উঠল যেন।

'তোমার আত্মা জেগে আছে?'

'আমার আত্মা জেগে আছে।'

'সময়ের উল্টোদিকে যেতে তোমার আত্মাকে আদেশ দাও তুমি। আদেশ দাও যেন সময়ের একেবারে শুরুতে ফিরে যায় সে। তারপর আমাকে বলো কী দেখতে পাচ্ছ তুমি।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর বেনিটা বলতে লাগল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি একটা গুহা। ভেতরের মাটি এবড়োখেবড়ো। কয়েকজন মানুষ থাকে এখানে। মানুষগুলো দেখতে বুনো পশুর মতো। আমি আরও দেখতে পাচ্ছি, একটা বুড়োকে। মারা যাচ্ছে বুড়ো।' মেয়ারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ডান দিকে নির্দেশ করল বেনিটা। 'একটা নিগ্রো মহিলা বসে আছে। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে একটা বাচ্চা ছেলেকে। ওর স্বামী ঢুকল গুহায়। লোকটার এক হাতে একটা মশাল। আরেক হাতে টেনে নিয়ে আসছে একটা ছাগল।'

'থামো,' আদেশ দিল মেয়ার। 'কত বছর আগের ঘটনা এসব?'

'তেত্রিশ হাজার দুশো এক বছর আগের।'

উত্তরটা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'ত্রিশ হাজার বছর এগিয়ে এসো,' আবার আদেশ দিল মেয়ার। 'তারপর বলো কী দেখতে পাচ্ছ।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল বেনিটা।

'কথা বলছ না কেন?' জিজ্ঞেস করার সময় কণ্ঠ সামান্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেঁপে উঠল মেয়ারের।

'ত্রিশ হাজার বছরের সব ঘটনা একটার পর একটা ভেসে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে দিয়ে। আমি সব দেখতে চাই।'

আবার দীর্ঘক্ষণের নীরবতা।

একসময় আবার মুখ খুলল বেনিটা, 'হ্যাঁ, সব দেখে ফেলেছি। এখন তিন হাজার বছর আগের ঘটনা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। অনেক পাল্টে গেছে গুহার ভেতরটা। মেঝে একেবারে মসৃণ। চারদিক সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক মানুষ। সবাই পূজা করতে এসেছে। অদ্ভুত সব পোশাক পরেছে ওরা। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। পাথরের গায়ে খোদাই করা একটা দেবীর-মূর্তি আমার পিছনে। দেবীর চেহারা শান্ত, কিন্তু নিষ্ঠুর। আমার সামনে একটা বেদি। আগুন জ্বলছে সেখানে। সাদা-রোব পরা পুরোহিতরা একটা বাচ্চাকে উৎসর্গ করছে। চেঁচিয়ে কাঁদছে বাচ্চাটা...'

'আরও পরের ঘটনা বলো,' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল ঘাবড়ে গেছে মেয়ার। 'দু'হাজার সাতশো বছর পরে দেখো। তারপর আমাকে বলো কী দেখলে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল বেনিটা। তারপর বলল, 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পুরো জায়গাটা অন্ধকার। মেঝের নীচে ঘুমাচ্ছে মরা মানুষরা।'

'জ্যান্ত মানুষ আসবে। অপেক্ষা করো। তারপর বলো কী ঘটল।'

'জ্যান্ত মানুষ এসেছে,' কিছুক্ষণ পর বলে উঠল বেনিটা। 'ওরা সবাই ন্যাড়া মাথার ভিক্ষু। একজন বেদির উপর এই মূর্তিটা বসাল,' যিশুর মূর্তিটার দিকে ইঙ্গিত করল বেনিটা। 'দলে দলে লোক আসছে এখন। সবাই মাথা নুইয়ে সম্মান জানাচ্ছে এই মূর্তিকে। সম্মান জানিয়ে চলে যাচ্ছে। কার কথা বলবো তোমাকে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পর্তুগিজদের কথা বলো। যারা এখানে মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, ওদের সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। দুশো তিন জন। ওদের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে গেছে। সবাই খুব ক্লান্ত। খেতে পায়নি বলে দুর্বল। খুব সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি আমি। পর্তুগিজদের সঙ্গেই আছে। আমার কাছে আসছে মেয়েটা। আমার ভেতরে ঢুকে গেল সে। এরপর কী হলো ওকে জিজ্ঞেস করো। খুব ঘুম আসছে আমার...' মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে একসময় থেমে গেল বেনিটার ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।

মিস্টার ক্লিফোর্ড বাধা দিতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল মেয়ার।

'কথা বলো,' বেনিটাকে আবার আদেশ দিল সে।

শুনে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল বেনিটা। কিছু বলল না।

'কথা বলো,' গলা চড়ল মেয়ারের। উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কথা বলে উঠল বেনিটা, কিন্তু কণ্ঠটা অন্য কোনো মেয়ের। মনে হলো যেন ঠোঁট নাড়ছে বেনিটা, কিন্তু ওর পিছন থেকে কথা বলছে আরেকটা মেয়ে, 'তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না কিছুই। আমার ভাষায় কথা বলো তুমি।'

'হায় ঈশ্বর!' এত অবাক হয়েছে মেয়ার যে, নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরকে ডেকে বসল। 'পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলছে মেয়েটা!'

বেনিটা পর্তুগিজের "প"-ও জানে না। কথাটা জানা আছে মেয়ারের। সম্মোহনের ফলাফল দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে তাই। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না।

ওদিকে মিস্টার ক্লিফোর্ডও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন।

তবে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়ারের। ঠিক করল, পর্তুগিজেই কথোপকথন চালাবে। সে জার্মান, তা ছাড়া জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে ইউরোপে। পর্তুগিজ ভাষাটা ভালোমতো বলতে না পারলেও বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না ওর।

পর্তুগিজেই বেনিটাকে প্রশ্ন করল সে, 'তুমি কে?'

'আমি বেনিটা ডা ফেরেইরা। বাবার নাম ক্যাপ্টেন ডা ফেরেইরা, মায়ের নাম লেডি ক্রিসটিনহা। ওঁরা তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখো।'

ঢোক গিলল মেয়ার। এদিক-ওদিক তাকাল। মিস্টার ক্লিফোর্ডকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেল না।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা মিস্টার ক্লিফোর্ড আবারও কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু চোখ পাকিয়ে তাঁকে নিষেধ করল মেয়ার। আদেশ দিল বেনিটাকে, 'বেনিটা ডা ফেরেইরা, আমাকে বলো তোমরা কেন এখানে এলে। আসার পর কী ঘটল?'

সেই ভিনদেশী ভাষায়, অন্য কোনো মেয়ের কণ্ঠে বলতে লাগল বেনিটা, 'মোনোমোটাপা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো আমাদের। আমাদের অনেক লোককে খুন করল ওরা। খুন করল আমার ভাইকে, আর আমার ভালোবাসার মানুষটাকে। আমরা যারা বেঁচে ছিলাম, পালিয়ে চলে এলাম এখানে।

'মাম্বো নামের আমাদের এক ক্রীতদাস আর তার ছোট্ট গোত্র থাকত এখানে। আশ্রয় চাইলাম ওদের কাছে। আমাদেরকে দেয়ালের ভেতরে নিয়ে এল ওরা। ভেবেছিলাম, পরে নিরাপথে পালিয়ে চলে যাবো অন্য কোথাও। কিন্তু আমাদেরকে অবরোধ করে ফেলল আদিবাসীরা। আগুন লাগিয়ে ছাই করল সবগুলো নৌকা। পালানোর উপায় থাকল না আমাদের। যুদ্ধ চলতে লাগল। দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু পারল না, উল্টো আমাদের হাতে মরল অনেকে। মাঠে, গর্তে পড়ে রইল ওদের লাশ। তারপর এক শয়তানি বুদ্ধি আঁটল ওরা। চলেও গেল না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হামলাও করল না আর–আমাদেরকে ঘেরাও করে বসে রইল আগের জায়গায়।

'না-খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়লাম আমরা। যুদ্ধ করার শক্তিটুকুও রইল না। তখন ওরা ঢুকে পড়ল প্রথম দেয়ালের ভেতরে। পালিয়ে দ্বিতীয় দেয়ালের ভেতরে চলে এলাম আমরা। কয়েকদিন পর আরও দুর্বল হলাম আমরা, আর ওরা দখল করল দ্বিতীয় দেয়ালটাও। আমরা পালিয়ে চলে এলাম তিন নম্বর দেয়ালটার ভেতরে। আশ্রয় নিলাম এই গুহায়। এখানে আসতে পারল না আদিবাসীরা। তারপরও আমরা মরতে লাগলাম একজন একজন করে–না খেতে পেয়ে। আমার চোখের সামনে মরল সবাই। শুধু আমি বেঁচে রইলাম। কী যে কষ্ট হলো আমার কেউ বুঝবে না। কাঁদতে কাঁদতে মেরির-ছেলের কাছে মরণ চাইলাম আমি। কিন্তু মরণ আর আসে না। একসময় জ্ঞান হারালাম।

'জ্ঞান ফিরলে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাম্বো আর ওর গোত্রের কয়েকজন লোক। আদিবাসীরা মনে করেছে মারা গেছি আমরা সবাই। তাই ফিরে গেছে নিজেদের গ্রামে। আমাদেরকে সাহায্য করেছে বলে মাম্বো আর ওর গোত্রের লোকদেরকেও মেরে ফেলত ওরা। কিন্তু বুদ্ধিমান মাম্বো আগেই সরে পড়েছিল সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। গিয়ে লুকিয়েছিল নদীর ধারে কোনো গোপন জায়গায়। পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে উঠতে জানত ওরা। আদিবাসীরা চলে গেছে দেখে হাজির হয়েছে আমাদের কী হলো দেখতে।

'আমাকে উদ্ধার করল ওরা। খাবার আর পানি দিল খেলাম আমি। কিন্তু বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার। তাই মাম্বো আর ওর লোকদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালালাম রাতে। চড়ে বসলাম কালো পাথরের পিলারের ওপর। সূর্য ওঠার পর ওরা দেখতে পেল আমাকে, দাঁড়িয়ে আছি সেই পিলারটার ওপর নেমে আসার জন্য অনেকবার অনুরোধ করল ওরা আমাকে। কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামলাম না আমি। ভাই-বোন-বাবা-মা ভালোবাসার মানুষ ছাড়া এ-পৃথিবীতে একা বাস করার কোনো মানে নেই। তাই মরা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার।

'আমি আত্মহত্যা করবোই বুঝতে পেরে আমাকে গুপ্তধনের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগল ওরা...' এ-পর্যন্ত বলে থেমে গেল বেনিটা।

ক্রমাগত ঢোক গিলছে মেয়ার। এমন জায়গায় এসে থেমেছে বেনিটা যে, নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'বলে যাও,' উঁচু গলায় আদেশ দিল সে।

'আমি ওদেরকে বললাম,' আবার শুরু করল বেনিটা, 'গুপ্তধনটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এই মুহূর্ত থেকে ওটা অভিশপ্ত। আমার রূপ ধরে আসবে আরেকজন। শুধু সে-ই পাবে ওটা। অন্য কেউ খোঁজার চেষ্টা করলে অভিশাপ নামবে ওদের ওপর।...মরার সময় বাবা আমাকে আদেশ করে গেছে আমি যেন কাউকে না বলি কোথায় লুকানো আছে গুপ্তধনটা।

'মাম্বো আর ওর লোকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি প্রার্থনা করলাম মেরির-ছেলের কাছে। তারপর চুমু খেলাম এই ক্রুসিফিক্সে,' বুকের উপর ঝুলে থাকা ক্রুসিফিক্সটা দেখাল বেনিটা। 'তারপর দু'হাতে চোখ ঢেকে লাফিয়ে পড়লাম নীচে।' যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল বেনিটার চোখমুখ, যেন পাথরে বাড়ি খেয়ে ভেঙে যাচ্ছে ওর হাড়গোড়। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। শুনে মনে হলো পানিতে ডুবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। মেয়ের এই অবস্থা দেখে অজ্ঞান হওয়ার দশা হলো মিস্টার ক্লিফোর্ডের। ওদিকে ভয়ে সাদা হয়ে গেল মেয়ারের চেহারা।

'বেনিটা ডা ফেরেইরা,' কোলাব্যাঙের মতো আওয়াজ বের হলো মেয়ারের গলা দিয়ে, 'আমার সঙ্গে কথা বলো। নাকি মরে গেছ তুমি?'

'ওহ্! মরলেই ভালো হতো। আমার কপালে মরণ নেই! আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শরীর মরেছে, কিন্তু আত্মা বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত। এখানে একা ঘুরে বেড়ানোই আমার নিয়তি। ঘুরে বেড়াই, আর লুকানো সোনা পাহারা দিয়ে রাখি আমি।'

'বেনিটা ডা ফেরেইরা,' কাঁপছে মেয়ার, ভয়ে না উত্তেজনায় বোঝা গেল না। 'কোথায় লুকানো আছে সোনা?'

'মাটির নীচে। ষাঁড়ের চামড়ার ব্যাগে। অনেকগুলো ব্যাগ। মাত্র একটা ব্যাগ খুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কয়েকটা কয়েন। ব্যাগটার গায়ে দুটো রঙ—কালো আর লাল।'

'কোন্ জায়গার মাটির নীচে?' হাঁপাচ্ছে মেয়ার।

'না, তোমাকে বলবো না আমি। কোনোদিনও না। গোপন কথাটা শোনার অধিকার নেই তোমার।'

'এমন কেউ কি আছে যার কথাটা শোনার অধিকার আছে?'

'আছে।'

'কে?'

'যার বুকে ঠাঁই নিয়েছি আমি।'

'তা হলে ওকে বলো। আমি আদেশ করছি তোমাকে।'

'বলেছি। ও জানে।'

'সে কি আমাকে বলবে?'

'আমার মতো সে-ও পাহারা দিয়ে রাখবে ওই সোনা।...তোমাকে ধন্যবাদ। কথাগুলো বলতে পেরে খুব ভালো লাগছে আমার। কতদিন একা ছিলাম; আজ এমন কাউকে পেয়েছি যার বুকে পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেয়া যায়, সঙ্গী হিসেবে যে সবচেয়ে ভালো। কথাগুলো বলতে পেরে সত্যিই খুব হালকা লাগছে নিজেকে। আত্মহত্যা করার পাপটা এতদিন খামচে ধরে ছিল আমাকে, আজ মনে হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে সেই পাপের।'

বেনিটার সঙ্গে পর্তুগিজে যা-যা কথা হয়েছে ইংরেজিতে অনুবাদ করে সেগুলো মিস্টার ক্লিফোর্ডকে শোনাল মেয়ার। শুনে দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে আছে বেনিটা। ওকে একসময় জিজ্ঞেস করল মেয়ার, 'বেনিটা ডা ফেরেইরা, তুমি কি চলে গেছ?'

জবাব নেই।

'বেনিটা ক্লিফোর্ড, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' এবার পর্তুগিজের বদলে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল মেয়ার।

'শুনতে পাচ্ছি,' একই ভাষায়, নিজের কণ্ঠে উত্তর দিল বেনিটা। তবে এখনও মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে সে।

'কোথায় আছে সোনা?'

'আমার হেফাজতে।'

'আমাকে বলো। আদেশ করছি আমি।'

চুপ করে রইল বেনিটা।

একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞেস করল মেয়ার, কিন্তু একটা অক্ষরও উচ্চারণ করল না বেনিটা।

বেনিটার মাথাটা ক্রমেই ঝুলে পড়ছে হাঁটুর ওপর। "সোনা কোথায়, সোনা কোথায়" জিজ্ঞেস করতে করতে ওর কান পচিয়ে ফেলেছে মেয়ার। আর সহ্য করতে না পেরে একসময় একপাশে কাত হয়ে গেল বেনিটার মাথা।

ফিসফিস করে বলল সে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। নইলে মারা যাবো।'

সতেরো

কথাটা শোনার পরও দ্বিধা করছে মেয়ার। সোনা কোথায় আছে জানতে পারেনি সে। এখন বেনিটাকে "ছেড়ে দিলে" পরে আবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্মোহন করার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না, গেলেও বেনিটা সোনার ব্যাপারে মুখ খুলবে কি না–এসব ভাবতে ভাবতে মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে লাগল।

বেনিটার এই অবস্থা দেখে রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। অসুস্থতা, শারীরিক দুর্বলতা সব ভুলে গিয়ে লাফিয়ে পড়লেন মেয়ারের উপর। সর্বশক্তিতে টুঁটি চেপে ধরলেন লোকটার। তারপর আরেকহাতে একটানে বের করলেন কোমরের বেল্টে ঝোলানো ছুরিটা। সেটা ধরলেন মেয়ারের গলায়। ভয়ঙ্কর গলায় বললেন, 'শয়তানের বাচ্চা শয়তান! ফিরিয়ে আন আমার মেয়েকে! ওর কিছু হলে তোকে জবাই করে ফেলবো আমি!'

হাল ছেড়ে দিল মেয়ার। এগিয়ে গেল বেনিটার দিকে। পিছু পিছু গেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। ছুরিটা আগের মতোই মাথার উপর তুলে রেখেছেন। মেয়ার ওলট-পালট কিছু করলেই খুন করে ফেলবেন ওকে।

বেনিটার মাথার উপর দিয়ে হাত নাড়তে লাগল মেয়ার। একই সঙ্গে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতে লাগল অদ্ভুত সব মন্ত্র। কিছুই ঘটল না। বেনিটার মাথা আগের মতোই ঝুলে রইল ওর একদিকের কাঁধের উপর।

কাজ হচ্ছে না দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেছে মেয়ার। কুলকুল করে ঘামছে। কপাল বেয়ে নামছে ঘাম, গলা দিয়ে গড়িয়ে ঢুকে যাচ্ছে শার্টের ভিতর। মোছার কথা মনেও আসছে না ওর। হাত নাড়ছে সমানে, মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে একটানা। আর ঢোক গিলছে ঘন ঘন।

মিস্টার ক্লিফোর্ড ধরে নিলেন মারা গেছে তাঁর মেয়ে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলেন তিনি। ছুরির বাঁটে চেপে বসল তাঁর হাত। এক পা আগে বাড়লেন, আরেকটু উপরে তুলে ধরলেন ছুরিটা। এখুনি বসিয়ে দেবেন মেয়ারের পিঠে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক সেই মুহূর্তে চোখের পাতা পিটপিট করতে লাগল বেনিটা। ঘাড় সোজা করে তাকাল সামনের দিকে। এখন স্বাভাবিকভাবে দম নিচ্ছে সে।

'ঈশ্বর!' আরেকবার নাস্তিকতা ভুলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়ার। 'বেঁচে গেছে মেয়েটা!'

বেনিটার চোখে শূন্যদৃষ্টি। কিছুই যেন দেখছে না সে, কিছুই বুঝতে পারছে না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার। কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট-জোড়া। দেখে মনে হলো বলবে কিছু। কিন্তু বলল না। গুহামুখের উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে—টলছে, কাঁপছে, হোঁচট খাচ্ছে; ঘুমের মধ্যে হাঁটছে যেন। মেয়ারের দিকে একবার কটমট করে তাকালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। তারপর বেদির উপর থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে মেয়ের পিছু নিলেন।

সোজা নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল বেনিটা। শুয়ে পড়ল খাটের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

মেয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'ভয় পাবেন না,' মিস্টার ক্লিফোর্ডকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে বলে উঠল মেয়ার, কখন যেন হাজির হয়েছে একেবারে নিঃশব্দে। 'কোনো ক্ষতি হয়নি মিস্ ক্লিফোর্ডের। আগামীকাল সকালে ঘুম ভাঙবে তাঁর। কোনো অসুবিধা হবে না।'

'অসুবিধা না হলেই ভালো।' হাত ধরে টেনে মেয়ারকে তাঁবুর বাইরে বের করে আনলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। শান্ত অথচ কঠোর গলায় বললেন, 'যদি কোনো অসুবিধা হয় আমার মেয়ের, তোমাকে খুন করবো আমি।'

'দেখা যাবে,' মিস্টার ক্লিফোর্ডের হুমকিতে সামান্যতম ভয় পেল না মেয়ার। 'খুব ক্লান্ত আমি। ঘুমাতে যাচ্ছি।' মাতালের মতো টলতে টলতে নিজের নতুন ক্যাম্পের উদ্দেশে রওয়ানা হলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনিটার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। চলে যাবেন কি না ভাবলেন একবার। কিন্তু মেয়েকে একা রেখে যেতে সাড়া দিল না মন। বিছানার পাশে, মাটিতে বসে পড়লেন পা ছড়িয়ে। জেগেই রইলেন। মেয়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন আকাশ-পাতাল।

প্রহর কাটতে লাগল নিঃশব্দে। সময় বয়ে যেতে লাগল অনন্তের পানে। গভীর থেকে গভীরতর হলো রাত। গায়ে গরম পোশাক না-থাকায় শেষরাতের ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। একটা মাত্র কম্বল আছে বেনিটার তাঁবুতে, সেটা বের করে মেয়ের গায়ে জড়িয়ে দিলেন তিনি। তারপর গিয়ে বসলেন আগের জায়গায়—হাত-পা গুটিয়ে, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

একসময় আকাশের গর্ভে ঠাঁই নিল ধূসর আলো। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় হতে লাগল সেটা। তারপর যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলো একটা নতুন দিনের সূর্য। ঘুম থেকে জাগল বেনিটা। চোখ খুলেই দেখতে পেল মিস্টার ক্লিফোর্ডকে।

'বাবা!' উঠে বসতে বসতে বলল সে। 'তুমি এখানে!'

'তোকে খুঁজতে এসেছিলাম। সূর্য উঠেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো, অথচ বাইরে কোথাও তোকে দেখলাম না, তাই ভাবলাম...'

'মড়ার মতো ঘুমিয়েছি কাল রাতে,' ক্লান্ত একটা হাসি ফুটল বেনিটার ঠোঁটে। 'কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। মাথাব্যথা করছে,' ডানহাতটা তুলে কপাল টিপল কিছুক্ষণ সে। হঠাৎ বলে উঠল, 'ওহ্! মনে পড়েছে! ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি।'

'কীসের দুঃস্বপ্ন?' যথাসম্ভব হালকা গলায় প্রশ্ন করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'মিস্টার মেয়ারকে নিয়ে। ঘুমের মধ্যে মনে হলো...যেন...যেন আমাকে জাদু করেছে লোকটা। যেন দখল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে নিয়েছে আমার দেহ আর আত্মা। তারপর প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছে আমার সব গোপন কথা। যেন বন্দী করে ফেলেছে আমাকে—উত্তর না-দিয়ে উপায় নেই আমার।'

'কীসের গোপন কথা? আমাকে বলতে অসুবিধা না-থাকলে...'

'না, অসুবিধা নেই; কিন্তু ঠিকমতো মনে করতে পারছি না এখন।'

'ঠিক আছে, জোর করে মনে করার দরকার নেই। কাপড় পাল্টে চলে আয় বাইরে। আমি আগুন জ্বালছি।'

মিনিট পনেরো পর বাবার পাশে, আগুনের ধারে গিয়ে বসল বেনিটা। কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। অল্প অল্প কাঁপছেও। খুব খিদে পেয়েছে ওর, তাই রুচি-অরুচির ধার না-ধেরে বিস্কুট আর শুকনো মাংস গিলে চলল। কফির কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে গিয়েও থমকে গেল। বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বানিয়েছ কফি?'

অন্য সময় প্রশ্নটা শুনলে হাসতেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কিন্তু বেনিটা প্রশ্নটা কেন করেছে বুঝতে পেরে উপরে-নীচে মাথা নাড়লেন একবার।

'গতরাতের কফির চেয়ে একেবারেই অন্যরকম মনে হচ্ছে। মেয়ার মনে হয় কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল ইচ্ছে করেই। কোথায় লোকটা?...ও, বুঝেছি। ঘুমাচ্ছে। একটার আগে ভাঙবে না ওর ঘুম।'

মন্তব্যটা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'তোকে কে বলল?'

'জানি না। কিন্তু দেখে নিয়ো একটার আগে হাজির হতে পারবে না মেয়ার।...তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে চলো দেয়ালের উপর গিয়ে বসি দু'জনে। দেখি মাকালাঙ্গারা কী করছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিঁড়ি ভেঙে দেয়ালের উপর গিয়ে চড়ল বাপ-মেয়ে। ওঠার সময় মেয়ারের দিকে একবার তাকাল বেনিটা। হাত-পা ছড়িয়ে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে লোকটা। পাশে খালি পড়ে আছে একটা জিনের-বোতল। তার মানে সারা রাত মদ খেয়েছে মেয়ার।

দেয়ালে চড়ে সুবিধাজনক জায়গায় বসলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা। পাথর ঠেলে ফাটলটা বন্ধ করে দিয়েছে মেয়ার, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাথরটা দেখল বেনিটা। ওরা বাপ-মেয়ে মিলে ঠেলে পাথরটা সরাতে পারবে কি না যাচাই করল একবার। পারবে না, নিশ্চিত হলো কিছুক্ষণ পর। মেয়ারের মতো শক্তিশালী লোক ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় কাজটা।

সঙ্গে করে একটা ফিল্ড-গ্লাস নিয়ে এসেছে বেনিটা। সেটা বের করে চোখে লাগাল সে। এক লাফে কাছে চলে এল একনম্বর দেয়াল।

কয়েকজন মাকালাঙ্গা হাঁটাহাঁটি করছে নিশ্চিন্তে। মলিমোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল বেনিটা। দেখতে পেল না। এতদূর থেকে একই রকম দেখাচ্ছে মাকালাঙ্গাদের চেহারা। বেনিটার একবার মনে হলো টামাসকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না সে, খুঁতখুঁতে ভাব রয়ে গেল মনের মধ্যে।

ফিল্ড-গ্লাসটা ব্লাউযের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বাবার দিকে তাকাল বেনিটা। মিস্টার ক্লিফোর্ড তখন উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সকালের নীল আকাশটার দিকে।

'বাবা, কেন যেন মনে হচ্ছে আমার থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছ তুমি। ঠিক করে বলো তো, গতরাতে ঘুমের মধ্যে মেয়ারের সঙ্গে কোথাও গিয়েছিলাম আমি? সঙ্গে কি তুমিও ছিলে?'

উত্তর দিতে ইতস্তত করতে লাগলেন মিস্টার মেয়ার। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে গুরুতর কোনো অপরাধবোধে ভুগছেন। বেনিটার নজর এড়াল না ব্যাপারটা।

'বুঝেছি,' বলল সে। 'ঠিকই অনুমান করেছি আমি। বাবা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলো, আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল মেয়ার? তুমি ওকে বাধা দিলে না কেন?'

গতরাতের ঘটনা খুলে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। চুপচাপ শুনে গেল বেনিটা। কোনো প্রশ্ন করল না, মন্তব্য করল না। সব শোনার পর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি মেয়ারকে বাধা দিলে না কেন?'

'সে যে এমনটা করে বসবে কল্পনাই করিনি। এমনকী তোর কফিতে কখন ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছে, কখন তোকে সম্মোহন করেছে কিছুই জানি না। ঘুম আসছিল না আমার, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলাম, তোদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এসে দেখি হাতে ল্যাম্প নিয়ে মেয়ারের পিছু পিছু যাচ্ছিস তুই।'

'কী সাহস লোকটার!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বেনিটা। নিষ্ফল ক্রোধ সহ্য করতে না পেরে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সে। 'ওকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। কাল রাতে ছুরিটা ওর গলায় চালিয়ে দিলেই ভালো করতে তুমি।'

'ছি, ছি, ছি! আস্তিক খ্রিস্টানরা কি ওভাবে কথা বলে, মিস্ ক্লিফোর্ড?' বাপ-মেয়ে দু'জনকেই ভীষণভাবে চমকে দিয়ে পিছন থেকে বলে উঠল মেয়ার, হাজির হয়েছে একেবারে নিঃশব্দে।

মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা দু'জনই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। মেয়ার আবার বলল, 'এক নম্বর কথা হচ্ছে, কেউ খুন করেনি আমাকে। দু'নম্বর, একটা বেজে গেছে, মিস্ ক্লিফোর্ড, লাঞ্চের সময় হয়েছে। সুতরাং বাপ-মেয়ে মিলে ফুসুর-ফাসুর না করে নীচে চলুন। আমাদের হাতে সময় অল্প, কিন্তু কাজ প্রচুর।'

লাঞ্চের সময় শুরু হলো মেয়ারের বকবকানি, 'আপনার বাবা আপনাকে সব বলে দিয়ে ভালোই করেছেন, মিস্ ক্লিফোর্ড। নইলে আমাকে বলতে হতো। তাতে আপনি হয় ভেঙে পড়তেন কান্নায়, নইলে বার বার ক্ষমা চাইতে হতো আমাকে। মূল্যবান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় বেঁচেছে আমাদের। একটা কথা বলি। আগেও অনেককে সম্মোহন করেছি আমি; কিন্তু গতরাতে আপনার বেলায় যা-দেখলাম, জীবনেও সেরকম দেখিনি বা শুনিনি। আমাকে চমকে দিয়েছেন আপনি, মিস্ ক্লিফোর্ড।'

'আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে সম্মোহন করেছেন। আমি কোনোদিন ক্ষমা করবো না আপনাকে।' শীতল কণ্ঠে বলল বেনিটা।

'নিজের ওপর অবিচার করবেন তা হলে। আপনার মধ্যে একটা···কী বলবো···অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে। এতদিন সেটা ব্যবহার না করে আসলে নিজেকেই ঠকিয়েছেন আপনি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল বেনিটার। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'আচ্ছা মিস্টার মেয়ার, আপনি বলেছেন ঈশ্বর বলে কেউ নেই। আত্মা, ভূত এসব বাজে কথা। তা হলে বলুন তো, কাল রাতে আমার মুখ দিয়ে কে কথা বলল? পর্তুগিজ জানি না আমি, তারপরও ওই ভাষায় কী করে কথা বললাম?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মেয়ার। 'মানুষের মন, বুঝলেন, মিস্ ক্লিফোর্ড, খুব রহস্যময়। বিশেষ করে অবচেতন মন। আমি মনে করি, একজন মানুষ সব জানে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কী ঘটেছে, কী ঘটছে এবং কী ঘটবে সব জানা আছে তার। কিন্তু সেই জ্ঞানটা লুকিয়ে থাকে তার অবচেতন মনে। বিশেষ সময়ে, বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা বেরিয়ে আসে। এসব অল্প কথায় বোঝানো যাবে না আপনাকে। জানতে হলে এ-ব্যাপারে পড়াশোনা করতে হবে আপনার।'

'কৌশলে উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন।'

হাসল মেয়ার। 'গতরাতে প্রথমে সম্মোহন করলাম আপনাকে। তারপর ঘুম থেকে জাগালাম আপনার অবচেতন মনকে। প্রশ্ন করলাম বিশেষ কায়দায়। আপনি কিন্তু আসলে পর্তুগিজ জানেন। বেনিটা ডা ফেরেইরা কীভাবে কথা বলত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটাও জানেন। সব লুকিয়ে ছিল আপনার মনের ভেতরে। ঘুম থেকে জেগে আপনার অবচেতন মন কথাগুলো বলতে বাধ্য হলো। নিজে থেকেই বলেছে, আত্মা বা ঈশ্বরের দরকার পড়েনি।'

এ-প্রসঙ্গে কথা আর বাড়াল না বেনিটা। শুধু আক্ষেপ করে বলল, 'আপনার মতো লোকের দরকার সামনাসামনি কোনো আত্মা দেখা। তা হলে যদি বিশ্বাস হয় আপনার!'

'বাদ দিন এসব কথা। আমরা এখানে ঈশ্বরকে দেখতে আসিনি। কারও আত্মা খুঁজে বের করাও আমাদের উদ্দেশ্য না। কাজের কথা বলি। পর্তুগিজদের সোনা কোথায় আছে জানেন আপনি। গতরাতে স্বীকার করেছেন কথাটা। এখন বলুন কোথায় আছে গুপ্তধন।'

'জানি না। কোনো কিছুই মনে নেই আমার।'

'মানলাম। তা হলে আপনাকে আরেকবার সম্মোহিত করতে দিন। এখনই বা আজকেই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর না হয় সময়-সুযোগমতো বসা যাবে। আগামী বুধবার হলে ভালো হয়। তা হলে তিন দিন সময় পাবেন আপনি।'

'আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়েকে আর কখনও সম্মোহিত করতে পারবে না তুমি, মেয়ার,' হিসহিসে কণ্ঠে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

হাসল মেয়ার। 'পারবো। গতরাতেই তো পেরেছিলাম। বাধা দিতে পেরেছিলেন আমাকে? তবে মিস্ ক্লিফোর্ড স্বেচ্ছায় সাহায্য করলে ফল খুব ভালো হতো।...এসব কথাবার্তা বরং থাক এখন। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলুন। শেষে আবার রেগে গিয়ে কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারি আমি।' মালপত্রের ভিতর থেকে আরেকটা জিনের-বোতল বের করল সে।

পরের দিনগুলো ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে কাটল বেনিটার। সবসময় মনে হয় মেয়ার যেন জোর করে ঢুকে পড়তে চাইছে ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনের ভিতর। একটু অন্যমনস্ক হলেই এমন সব কাজ করে বসে মেয়েটা যে, পরমুহূর্তে নিজেই বিহ্বল হয়ে যায়।

যেমন, মেয়ার না-চাইতেই এটা-সেটা এগিয়ে দেয় লোকটার দিকে। কারণে-অকারণে ছুটে যায় ওর কাছে। মেয়ার কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই উত্তর দিয়ে বসে। শুধু তা-ই নয়, মেয়ারের চোখের দিকে তাকালে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় বেনিটার। মেয়ার চোখ ফিরিয়ে নিলে ছুটে পালায় সে।

মেয়ার ছুঁয়েছে এমন কোনো খাবার, এমনকী এক গ্লাস পানি পর্যন্ত হাতে নেয় না বেনিটা; খাওয়া তো দূরের কথা। রাতে বাবার কুঁড়েতে ঘুমায়। মিস্টার ক্লিফোর্ড সবসময় পাহারা দিয়ে রাখেন মেয়েকে। রাতে তিনি কুঁড়ের ভিতরে, দরজার সামনে, মাটিতে ঘুমান। হাতের কাছেই রাখেন গুলি ভরা রাইফেল। কখনও বাবা ঘুমায় আর মেয়ে জেগে থেকে কান পেতে রাখে। আবার ঘণ্টা দুয়েক পর বাবাকে জাগিয়ে দিয়ে মেয়ে ঘুমায়, মিস্টার ক্লিফোর্ড তখন রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অন্ধকারের দিকে। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপলেও সে-শব্দ শুনে তীব্র বাতের-ব্যথা সহ্য করে উঠে বসেন তিনি। রাইফেল হাতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজে পান না।

এত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও কেমন করে যেন কেটে গেল তিনটা দিন।

দেখতে দেখতে হাজির হলো বুধবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঠারো

সারাটা রাত ঘুমায়নি বেনিটারা। ঘুমে ভারী হয়ে আছে বাপ-মেয়ে দু'জনেরই চোখের পাতা।

'বাবা,' মেয়ার শুনে ফেলতে পারে ভেবে নিচু কণ্ঠে বলল বেনিটা, 'আজকাল সারারাত মদ খায় মেয়ার। আর দিনে ঘুমায়। এক কাজ করি চলো। সিঁড়িটা দেখে আসি একবার। পালানোর কোনো উপায় চোখে পড়তেও পারে।'

খুব একটা উৎসাহ দেখা গেল না মিস্টার ক্লিফোর্ডের চোখে-মুখে।

'হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে দেখতে ক্ষতি কী?' আবার বলল বেনিটা।

অসুস্থ শরীর আর বাতের ব্যথা নিয়ে কাজটা করতে পারবেন কি না সন্দেহ জাগল মিস্টার ক্লিফোর্ডের মনে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন তিনি। তবে নিমরাজি হলেন এবার। 'ঠিক আছে, যাবো।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল বেনিটা। 'তুমি বরং একাই যাও। সিঁড়ির কাছে ঘুমায় মেয়ার, আমি গেলে টের পেয়ে যাবে হয়তো। তোমার বেলায় ঘটবে না ব্যাপারটা। আর, ফিল্ড-গ্লাসটা নিয়ে যেয়ো।'

'তুই অন্য কোথাও যাবার মতলব করেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ। গ্র্যানিটের কোনটা আছে না? ওটার সিঁড়ি ভেঙে সোজা উঠে যাবো ওপরে। গিয়ে চড়বো কাপের মতো দেখতে পিলারটাতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেনিটা কীসের কথা বলছে বুঝতে পেরে দম আটকে এল মিস্টার ক্লিফোর্ডের। 'ওটাতে চড়ে কী করবি তুই?'

হেসে বাবাকে অভয় দিল বেনিটা। 'আর যা-ই করি, বেনিটা ডা ফেরেইরার মতো আত্মহত্যা করবো না অন্তত। নিশ্চিন্ত থাকো।'

'কিন্তু মেয়ার যদি তোকে একা পেয়ে...'

কোমরের কাছে গুঁজে রাখা রিভলভারটা একবার স্পর্শ করল বেনিটা। মেয়ারের ভয়ে আজকাল অস্ত্রটা সবসময় সঙ্গে রাখে সে। 'বাড়াবাড়ি করলে সোজা খুন করে ফেলবো ওকে।'

কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে দু'জন চললেন দু'দিকে।

গ্র্যানিটের প্রকাণ্ড কোনটার দিকে এগোল বেনিটা। সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল উপরে। চূড়ার কাছাকাছি এক জায়গায় কাপের মতো দেখতে বড় একটা পিলার। সেটায় চড়ে বসল সে। দম নিচ্ছে হাঁ করে এবং একই সঙ্গে অপেক্ষা করছে সূর্য ওঠার। অনেক নীচের যাম্বেযি আর তার দু'তীর ঢেকে দিয়ে এখনও শূন্যে ঝুলে আছে কুয়াশার চাদর। সূর্য উঠলে বিদায় নেবে। তখন পরিষ্কার দেখা যাবে চারদিক।

বছরের এই সময়ে সূর্য খাড়াভাবে আলো দেয় এই চূড়ায়। বেনিটার পরনে সাদা রঙের পোশাক; সূর্যোদয়ের পর কড়া রোদে সেটা আরও বেশি সাদা, আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাল। এখন বেনিটাকে দূর থেকে দেখলে যে-কেউ ভাববে একটা রূপার-মূর্তি, আদিবাসীরা পূজার উদ্দেশ্যে বসিয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়।

রোদের তেজে চোখ ধাঁধিয়ে গেল বেনিটার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে, নড়তে সাহস পাচ্ছে না। সূর্য আরেকটু উপরে উঠলে চোখে রোদ সয়ে এল ওর। বার কয়েক পিটপিট করে নীচের নদীর দিকে তাকাল।

মাটাবিলিদের ক্যাম্পগুলো উধাও। হয়তো আরেকটু পিছনদিকে সরে গেছে ওরা। মাটাবিলিদের পরিত্যক্ত ক্যাম্পিং-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরিয়া থেকে কিছুটা দূরে একটা ঢাল। বেনিটা যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ঢালটার দূরত্ব বেশি হলে আধ মাইল। চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল সে, উঁচু বোমার আড়ালে একটা ওয়্যাগনের-ছাদ দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে গেল।

ওয়্যাগন? মাটাবিলি বা মাকালাঙ্গা বা আফ্রিকার কোনো আদিবাসী-গোত্রই ওয়্যাগনে চড়ে না। সুতরাং উন্মুক্ত প্রান্তরে ওয়্যাগন দেখা আর শ্বেতাঙ্গ মানুষ দেখা একই কথা।

ওয়্যাগনের চারদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে কালো কালো কতগুলো মাথা, এবং একই রকম কালো কতগুলো দেহ। চিৎকার করছে লোকগুলো। কী বলছে সেসব এত দূর থেকে বোঝা না গেলেও চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে অসুবিধা হচ্ছে না বেনিটার।

একটু একটু করে পাতলা হতে হতে একসময় উধাও হয়ে গেল কুয়াশার চাদর। ওয়্যাগনটা আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। একসারিতে দাঁড় করানো কতগুলো ষাঁড়ও চোখে পড়ল বেনিটার; বোঝাই যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে ওয়্যাগনটা আটক করেছে মাটাবিলিরা; নইলে এত উত্তেজিত হয়ে উঠত না হঠাৎ। একজন-দু'জন করে মাটাবিলি বোমার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে। হাতের বর্শা তুলে নির্দেশ করছে বেনিটার দিকে।

বুঝতে বাকি রইল না মেয়েটার, ওকেই দেখাচ্ছে মাটাবিলিরা। পিছনের নীল আকাশের পটভূমিতে বেনিটার সমুজ্জ্বল মূর্তিটা স্পষ্ট দৃশ্যমান।

মাটাবিলিদের চাঞ্চল্য আর উত্তেজনাটা ছড়িয়ে পড়ল। পঙ্গপালের মতো জড়ো হতে লাগল ওরা বোমার বাইরে। ওদের মধ্যে দেখা গেল এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে। গায়ের রঙের জন্যই আলাদা করে চেনা গেল লোকটাকে। ওর লাল ফ্ল্যানেলের-শার্টটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট; বেনিটাকে দেখামাত্র হাত উঁচু করল সে। কিছু একটা ধরে আছে হাতে। সেটা রিভলভারও হতে পারে, আবার টেলিস্কোপও হতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অদ্ভুত এক আনন্দে নেচে উঠল বেনিটার মন। এত খুশি লাগছে কেন ওর বুঝতে পারছে না। মানুষটা কে জানে না এখন পর্যন্ত, তারপরও ওর মনে হচ্ছে কোনো ফেরেশতার দেখা পেয়েছে যেন।

স্বপ্ন দেখছি না তো? ভাবল বেনিটা। মাটাবিলিদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আসবে কোত্থেকে? ওকে দেখামাত্র খুন করার কথা মাটাবিলিদের, কিন্তু করেনি কেন?

একসময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলল মাটাবিলিরা। দুয়েকজন গিয়ে জোয়ালমুক্ত করল ষাঁড়গুলোকে, তারপর টেনে নিয়ে চলল ওদের নতুন ক্যাম্পের দিকে। শ্বেতাঙ্গ লোকটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে টেনে-হিঁচড়ে সঙ্গে নিয়ে গেল কয়েকজন মাটাবিলি। একসময় বোমার আড়ালে অদৃশ্য হলো সবাই। আর কিছু দেখার নেই বুঝে নীচে নেমে এল বেনিটা।

পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছেন ওর বাবা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখলি?'

'একটা শ্বেতাঙ্গ লোক কিছুক্ষণ আগে ওয়্যাগন নিয়ে হাজির হয়েছে ব্যামব্যাটসি উপত্যকায়। ধরা পড়েছে মাটাবিলিদের হাতে।'

'ধরা পড়েছে?' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'তা হলে এতক্ষণে মরে গেছে লোকটা। মাটাবিলিরা খুন করেছে ওকে।...মাথায় ছিট আছে নাকি লোকটার? এই অজানা অচেনা জায়গায় এমন সময় কেউ আসে?' বেনিটা কিছু বলল না দেখে নিজেই বললেন আবার, 'আনাড়ি শিকারী হবে হয়তো। পথঘাট চেনে না, ভুল করে এখানে এসে মরেছে।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল বেনিটা, 'তুমি কী দেখলে বলো, বাবা। পালানো যাবে?'

'না।' স্বীকার করতে দ্বিধা করলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'আমাদের পক্ষে ওই পাহাড়টা সরানো সম্ভব নয়। দেয়ালের ওপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চড়ে নীচে লাফিয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। চল্লিশ ফুট ওপর থেকে...'

'মিস্টার মেয়ার কোথায় এখন?'

'আসার সময় তো দেখলাম ঘুমাচ্ছে। সিঁড়ির কাছে কোনোমতে একটা তাঁবু বানিয়েছে। সেটার ভেতরে শুয়ে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে নিজের রাইফেল। বাদ দে ওর কথা, চল নাস্তা সেরে ফেলি।'

কোনো বৈচিত্র্য নেই নাস্তায়–দুটো বিস্কুট আর এক কাপ কালো কফি। আয়োজন করা যেমন সহজ, খাওয়া শেষ করে সবকিছু গুছিয়ে ফেলতেও তেমনি সময় লাগে কম। তা ছাড়া মেয়ারের জন্য অপেক্ষাও করতে হয় না আজকাল। যে-জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছে লোকটা সেখানে আলাদাভাবে আগুন জ্বেলে নিজের খাবার নিজেই রান্না করে নেয় সে। তাই নাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও লোকটার দেখা না-পেয়ে বিস্মিত হলেন না মিস্টার ক্লিফোর্ড বা বেনিটা।

'বেনিটা,' পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'খাবার পানি শেষ হয়ে গেছে আমাদের।'

'নিয়ে আসছি আমি।' হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে একটা কাজ পেয়ে বরং খুশিই হলো বেনিটা। বালতিটা হাতে নিয়ে রওয়ানা হলো গুহার উদ্দেশে।

'সাবধানে যাস, মা,' পিছু ডেকে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'বাতের ব্যথাটা না থাকলে তোর সঙ্গে আমিও আসতাম।'

'তুমি বরং বিশ্রাম নাও। এমনিতেই সকালে হাঁটাহাঁটি করেছ অনেক।'

এক হাতে বালতি, আরেক হাতে একটা ল্যাম্প নিয়ে চলে গেল বেনিটা।

গুহার ভিতরের শেষ বাঁকটা পার হওয়ামাত্র ওর মনে হলো সামনে একটা আলো দেখতে পেয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে যাবে কি না ভাবল একবার। তারপর সাহস করে এগিয়ে গেল সামনে। বাঁক পার হলো। তাকাল চারদিকে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেউ নেই। আবছামতো দেখা যাচ্ছে কুয়াটা, এ-ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। ল্যাম্পের আলোয় নিজেই কেবল আলোকিত হয়েছে বেনিটা, সামনের অন্ধকার দূর হয়নি মোটেও। ভুল হয়েছে, মনে মনে স্বীকার করে সামনে এগিয়ে চলল সে।

কুয়ার হুক থেকে ঝুলিয়ে দিল বালতিটা। সেই প্রাচীনকাল থেকে বহু-ব্যবহারে ক্ষয়ে গেছে হুকটা। চাকতিটা ঘুরিয়ে দিল বেনিটা. চেন ধরে রইল হাতে। ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে ঘুরছে চাকতি, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে নীচে নামছে হুক। শূন্য গুহায় অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকা বেনিটার বুকে বড় বেশি বাজল আওয়াজটা। ছুটে পালাতে ইচ্ছা হলো খুব। জোর করে নিজেকে সংযত করল সে।

চেন টেনে বালতি তুলল উপরে। অনেক কষ্ট করে হুক থেকে খুলল বালতিটা। মাটি থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে ঘুরল। রওয়ানা হলো গুহামুখের উদ্দেশে।

কিন্তু দু'কদমও যেতে পারল না। কিছু একটা অথবা কোনো একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে স্থির হয়ে গেল যিশুর মূর্তিটার মতো। চিৎকার করতে গিয়েও করল না, বরং উঁচু করে ধরল ল্যাম্পটা। চঞ্চলদৃষ্টিতে তাকাল সামনে।

বাঁকটার কাছে একটা ছায়ামূর্তি–স্থির, অনড়। পাথরে কুঁদে বানানো যেন।

'কে?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে কণ্ঠ কেঁপে গেল বেনিটার।

'ওইভাবে, ঠিক ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন, মিস্ ক্লিফোর্ড,' নড়ে উঠল ছায়ামূর্তি, কথা বলে উঠল জেকব মেয়ার। 'নড়াচড়া করবেন না একদম। আমার কাছে কাগজ-কলম আছে, খুব ভালো আঁকতে পারি আমি। কিন্তু আবারও ঈশ্বরের শপথ, এখন যতটা সুন্দর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখাচ্ছে আপনাকে ততটা সুন্দর করে আঁকতে পারবো না কোনোদিনই। উফ্! এক হাতে পানি-ভর্তি বালতি। আরেক হাতে উঁচু-করে-ধরা ল্যাম্প। ভয়ে-আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে একটুখানি। আপনার ঈশ্বরের শপথ, আপনার তুলনায় স্বর্গের অপ্সরারা এ-মুহূর্তে ঘোড়ার নাদি!'

ল্যাম্প ধরা হাতটা নামিয়ে নিল বেনিটা। 'চোরের মতো পিছু নিতে লজ্জা করল না আপনার?'

'পিছু নেইনি। গুহার ভেতরেই ছিলাম। মাপজোখ করছিলাম। আপনি আসছেন দেখে ল্যাম্প নিভিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম অন্ধকারে।' হঠাৎ মেয়ারের গলার সুর পাল্টে গেল, 'এবার বলো, অপ্সরাদের রানি, আমার বেনিটা, সম্মোহিত হতে রাজি আছো কি না তুমি?'

সম্বোধনটা পাল্টে যেতে শুনে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল বেনিটার। কোনোরকমে বলল, 'না, কখনোই না। আমাকে যেতে দিন।'

আরও কয়েক কদম এগোল মেয়ার। বেনিটাকে একা, এত সুন্দর অবস্থায়, এত চমৎকার জায়গায় পাওয়ার আনন্দে অনেকদিনের কামনা-বাসনাগুলো কেটলির-ফুটন্ত-পানির বাষ্পের মতো প্রকাশ পাচ্ছে ওর চিন্তা-চেতনায়, কথাবার্তায়, চোখে-মুখে।

'যেতে দেবো? কে কাকে যেতে দেবে, বেনিটা? তুমি যে আমাকে কোন্ শেকলে বেঁধেছ তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছ?...আমি তোমাকে ভালোবাসি, বেনিটা।'

বেনিটার মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে হাতের বালতিটার ওজন দ্বিগুণ হয়ে গেছে হঠাৎ। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ। বার দুয়েক কথা বলতে চেয়েও পারল না সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন কথা বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনে মনে হলো একটা কোলাব্যাঙ ডাকছে, 'আমি···আমি আপনাকে ভালোবাসি না, মিস্টার মেয়ার। আমি আসলে কাউকেই ভালোবাসি না। যাকে ভালোবাসতাম, এখনও যাকে ভালোবাসি সে মারা গেছে অনেক আগেই। আপনি আমাকে ভালোবাসেন শুনে ভালো লাগল। কথাটা সত্যি হলে আর আটকাবেন না আমাকে।'

'যাকে ভালোবাসতাম? এখনও যাকে ভালোবাসি?' কথাটা ধরল মেয়ার। 'মারা গেছে লোকটা? অভাগাটার নাম সরাসরি বললেই হতো। আমি মায়ের দুধ খাই না।' কঠোর হলো মেয়ারের গলা, 'বোকার স্বর্গে আর কতদিন বাস করবে, বেনিটা? যে মারা গেছে তার স্মৃতি আঁকড়ে থাকার কোনো মানে হয়? জীবন একটা। কাজেই যে জীবিত তাকে ভালোবাসো, সুখ পাবে।' আরও এগোল মেয়ার।

পিছনে কুয়া। দু'দিকে দেয়াল। সামনে মেয়ার। কামনায় জ্বলজ্বল করছে লোকটার চোখ। বাসনায় সাপের-মতো হিসহিস শব্দে পড়ছে ওর নিঃশ্বাস। কেঁদে ফেলল বেনিটা। মাথা কাজ করছে না ওর। এমনটা ঘটবে কল্পনাই করেনি সে। আতঙ্কে এতটাই অস্থির হয়ে গেছে যে, কোমরে গুঁজে রাখা রিভলভারটার কথা ভুলেই গেছে। মেয়ারের কাছে মিনতি জানাল সে, 'আমাকে যেতে দিন, ঈশ্বরের দোহাই।'

'কাকে ঈশ্বরের দোহাই দিচ্ছ, প্রিয়া? ঈশ্বর বলে কেউ নেই, থাকলে আমার হাত থেকে উদ্ধার করুক তো তোমাকে।' দু'হাতে বেনিটাকে জড়িয়ে ধরল মেয়ার। ছটফট করে উঠল বেনিটা। তাকাল মেয়ারের চোখে। সর্বনাশটা ঘটল সঙ্গে সঙ্গে।

জ্বলে উঠল মেয়ারের চোখ-জোড়া। ঘড়ঘড়ে, একটানা কণ্ঠে বলল সে, 'আমি তোমার প্রভু। আমার ইচ্ছে তোমার জন্য আদেশ।'

ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল বেনিটার। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসছে ওর দেহ। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি।, চেতনা ঢাকা পড়ছে বিস্মৃতির কালো-পর্দার নীচে। ঠিক ওই মুহূর্তেই রিভলভারটার কথা মনে পড়ে গেল বেনিটার ; ডান হাত থেকে পানির বালতিটা ছেড়ে দিল সে। ধাতব আওয়াজ তুলে সিমেন্টের মেঝেতে খাড়াভাবে পড়ল বালতিটা। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো একটু একটু করে ডানহাতটা কোমরের কাছে তুলতে আরম্ভ করল বেনিটা।

ঠিক তখনই মুখ নামাল মেয়ার। চুমু খেল বেনিটার ঠোঁটে—হায়েনা যেভাবে শিকারের গায়ে কামড় বসায় ঠিক সেভাবে।

আরও কতগুলো অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। নষ্ট হয়ে গেল মেয়ারের সম্মোহন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে থতমত খেয়ে গেল সে। শক্তি ফিরে পেল বেনিটা। জোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল মেয়ারকে। বালতিটা তুলে নিল মাটি থেকে। মেয়ারের কী হলো দেখার জন্য তাকাল না একবারও। সোজা হাঁটা ধরল গুহামুখের উদ্দেশে। দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল না। ওর মন বলছে ওর আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না মেয়ার।

সত্যিই আর কিছু করতে পারল না মেয়ার।

গুহার বাইরে এসে বার কয়েক চোখ পিটপিট করল বেনিটা। ফুঁ দিয়ে নেভাল ল্যাম্পটা। অদ্ভুত এক আনন্দ হচ্ছে ওর মনে। ভাবতেই ভালো লাগছে মেয়ারের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে সে এবং লোকটার সম্মোহন করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। শারীরিক আকর্ষণ তীব্র হওয়ায় মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল মেয়ার। সম্ভবত সেটা আর ফিরে পাবে না কোনোদিনই। ফিরতি পথ ধরল বেনিটা।

কুঁড়ের বাইরে একটা পাথরের উপর বসে আছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। দুশ্চিন্তার ছাপ চেহারায়। বেনিটা তাঁর কাছে যাওয়ামাত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'এত দেরি হলো কেন?'

সব খুলে বলতে লাগল বেনিটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই রাগে কাঁপতে লাগলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন কয়েকবার। কিন্তু পারলেন না। তবুও কমল না তাঁর রাগ। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি, 'আমার রাইফেলটা দে। আজ খুন করে ফেলবো ওই ইহুদিটাকে।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, বাবা। নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাউকে খুন করা এক কথা আর ইচ্ছে করে খুন করা আরেক কথা। তা ছাড়া মেয়ারের সম্মোহনী শক্তিও আর কাজ করছে না আমার ওপর।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট-জোড়া ভালোমতো মুছে ফেলল বেনিটা। 'চুমুটা খেয়ে মেয়ার আসলে...'

'বাঁচাও! বাঁচাও! ভূত! ভূত!' আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে মেয়ার।

ওদের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল মেয়ার। হাঁ করে দম নিচ্ছে, দ্রুত ওঠানামা করছে ওর বুক। সব রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। মড়ার মতো ঝুলে পড়েছে চোয়ালটা। ভয়ে-আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ-জোড়া। কোটর ছেড়ে যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে যেন।

'কী হয়েছে?' মেয়ারের এই অবস্থা দেখে রাগ ভুলে গেছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'ভূত! ভূত দেখেছি আমি!' হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল মেয়ার। তাকাল বেনিটার দিকে। 'আপনি গুহায় ফিরে গিয়েছিলেন আবার?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেনিটা। অবাক হয়েছে সে-ও।

বেনিটাকে মাথা নাড়তে দেখে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো মেয়ারের। 'ল্যাম্পটা আবার জ্বেলেছিলাম আমি। হঠাৎ করে নিভে গেল সেটা। ঘুরে তাকাতেই দেখি, অদ্ভুত এক আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বেদি। সেটার ওপর হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে বসে আছে একটা মেয়ে। দু'হাত দিয়ে ধরে আছে দু'পায়ের পাতা। মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকে আছে নীচের দিকে। লম্বা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুলগুলো ছড়িয়ে আছে বেদির ওপর। পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। ধীরে ধীরে ঘুরল সে। মাথা তুলল। তাকাল আমার দিকে। ওহ্! কী ভয়ঙ্কর সেই চেহারা! ওহ্!' দু'হাতে মুখ ঢাকল মেয়ার, ফুঁপিয়ে উঠল। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলল, 'মেয়েটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু কী ভয়ঙ্কর! চোখের সেই দৃষ্টিটা...' থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। 'দৌড় দিলাম আমি। আমার পিছু নিল আলোটা। ওহ্! আমি পাগল হয়ে যাবো। আমাকে মেরে ফেলবে ওই মেয়েটা!' হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল সে। 'পৃথিবীর সব সোনা দিলেও ওই গুহায় আর ঢুকছি না আমি। কখনোই না, কক্ষনো না, জীবনেও না!' কথাটা শেষ করেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়ার। ছুটতে লাগল যত জোরে সম্ভব, যেদিকে চোখ যায় সেদিকে।

উনিশ

'এবার বোধ হয় ভূত-প্রেতে বিশ্বাস হয়েছে মিস্টার মেয়ারের,' হেসে বলল বেনিটা।

'মলিমো, টামাস এরা সবাই বলেছিল বেনিটা ডা ফোরেইরার ভূত দেখেছে। মনে আছে তোর?'

'আছে। কিন্তু আমি নিজে কখনও দেখিনি। দেখবো কি না তাতেও সন্দেহ হয়।'

'তবে মেয়ারের যে উচিত শিক্ষা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'উচিত শিক্ষা হয়েছে কি হয়নি সেটা জানতে বেশি সময়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগবে না আমাদের,' কেমন রহস্যময় শোনাল বেনিটার কণ্ঠ।

ভ্রূ কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন মিস্টার মেয়ার। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। লাঞ্চের যোগাড়যন্ত্র করতে লাগল বেনিটা।

সারাদিন নিখোঁজ হয়ে রইল মেয়ার। দেখা দিল রাতে সাপারের সময়। স্বভাবসুলভ নিঃশব্দে হাজির হলো সে। ওকে দেখে চমকে উঠলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড আর বেনিটা।

মেয়ারের চুল উস্কখুস্ক। চেহারায় দিশেহারা ভাব। চোখ রক্তলাল। ঠোঁটের কোণে লালা। পরনের জামা-কাপড় ধূলিধূসর। কিছুটা কুঁজো হয়ে আছে সে। হাঁটছে ভূতগ্রস্তের মতো।

বেনিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়ার। কাতর গলায় বলল, 'আমাকে কিছু খেতে দেবেন?'

একেবারে নিঃশব্দে এবং খুব দ্রুত খেল মেয়ার। খাওয়া শেষ করে পর পর তিন গ্লাস মদ গিলল ঢকঢক করে। ধাতস্থ হলো অনেকটা। শয়তানি হাসি হেসে তাকাল বেনিটার দিকে। বলল, 'মিস্ ক্লিফোর্ড, আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন। সোনা আমাদের হাতের কাছে, কিন্তু খুঁজে বের করতে পারছি না। কোথায় আছে জানেন আপনি, কিন্তু বার বার বলছেন যে ভুলে গেছেন। সম্মোহনের প্রস্তাব দিচ্ছি আমি, অথচ আমার কথা কানেই তুলছেন না। এ-অবস্থায় আমি যদি একটু রাগ করি, বা আপনাকে একা পেয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারি, তা হলে কি খুব বেশি দোষ দেয়া যায় আমাকে?'

রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে কোমরের বেল্ট থেকে একটানে পিস্তল বের করল মেয়ার। মিস্টার ক্লিফোর্ডের দিকে তাক করল পিস্তলটা।

'সাবধান, বুড়ো শকুন,' সব দাঁত দেখা গেল মেয়ারের, 'মরার খায়েশ না থাকলে হাত সরিয়ে নাও।'

পাথরের মতো জমে গেল বেনিটা। রাইফেলের উপর থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত সরিয়ে নিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'একটা বার, বেনিটা সুন্দরী, শুধু একটা বার,' হাসল মেয়ার, হাসিটা শোনাল হায়েনার হাসির মতো। 'কসম খেয়ে বলছি, তারপর আর বিরক্ত করবো না তোমাকে। রাজি হয়ে যাও।'

উল্টোপাল্টা কিছু করলে ট্রিগার টিপে দেবে মেয়ার, বুঝতে পারছে বেনিটা। আর ওর বাবাকে খুন করতে পারলে বেনিটাকে একা পাবে সে, তারপর...

'ঠিক আছে, মিস্টার মেয়ার,' রাজি হয়ে গেল বেনিটা, একটা বুদ্ধি এসেছে ওর মাথায়। 'সম্মোহিত হতে রাজি আছি আমি। চলুন গুহার ভেতরে। ওই বেদির ওপর বসবো আমি, ঠিক আগের মতোই...'

'নাআআ...' বার দুয়েক ঢোক গিলল মেয়ার। 'ওখানে না। আমি মরে গেলেও ঢুকবো না ওই গুহায়। জীবনেও না।' একবার পিছন ফিরে তাকাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। 'এখানে হবে সম্মোহন। তোমার তাঁবুর ভেতরে।'

একটু ঘাবড়ে গেল বেনিটা। তবে সাহস হারাল না। জানে ওকে আর কোনোদিনই সম্মোহন করতে পারবে না মেয়ার। কিন্তু লোকটা এই সহজ কথাটা কেন ধরতে পারছে না বুঝতে পারল না সে। বলল, 'ঠিক আছে, চলুন তবে। ডিনার হয়ে গেছে আমাদের, এখন আর কোনো অসুবিধা নেই।'

'আছে,' আবারও হাসল মেয়ার। 'অসুবিধা আছে। আমার মাথাটা এলোমেলো হয়ে আছে আজকে। মন বসাতে পারছি না কোনো কাজেই। হাজার বার চেষ্টা করলেও সম্মোহন করতে পারবো না তোমাকে। আগামীকাল সকালে আসবো আমি। তখন আমার কাছে সমর্পণ কোরো নিজেকে। রাজি?'

উত্তর দেওয়ার আগে বাবার দিকে একবার তাকাল বেনিটা। তারপর বলল, 'রাজি। আগামীকাল সকালে, আমার তাঁবুতে। এবার দয়া করে নামিয়ে নিন পিস্তলটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মেয়ার। নিশানা থেকে একচুলও সরাল না পিস্তল। এক কদম-দু'কদম করে পিছু হটতে লাগল। একসময় মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মেয়ার বিদায় নেওয়ার পর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'এত সহজে রাজি হয়ে গেলি তুই?'

'দুপুরে বলেছিলাম মেয়ারের উচিত শিক্ষা হয়েছে কি হয়নি জানতে সময় লাগবে না আমাদের। মনে আছে তোমার?'

'আছে। কেন?'

'ওর যে উচিত শিক্ষা হয়নি সেটা বুঝতে পারছ?'

চুপ করে রইলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

'মেয়ার যে আবার আসবে সম্মোহনের প্রস্তাব নিয়ে, প্রয়োজন হলে হামলা চালাবে আমাদের ওপর—আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম আমি। তাই একটা উপায় ভেবে রেখেছি। আর সেজন্যেই রাজি হয়ে গেছি এত সহজে।'

'কীসের উপায়?'

'গুহার ভেতরে গিয়ে লুকাবো আমরা। মেয়ারের জন্যে এখন গুহা মানে নরক। নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপতে থাকে সে, খেয়াল করেছ কি না জানি না। অস্ত্রশস্ত্র, বুলেট, খাবার-দাবার আর টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে আমরা আশ্রয় নেবো সেখানে। পানি লাগবে না, কুয়ার পানিতেই কাজ চলে যাবে।'

'কিন্তু...অমন আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারের মধ্যে কতদিন থাকবো আমরা?'

'জানি না। তবে এটা জানি, অন্তত টের পাচ্ছি, খুব বেশিদিন থাকতে হবে না ওখানে। আমার মন বলছে, কিছু একটা ঘটবেই। দিন দিন বাড়ছে মেয়ারের পাগলামি, আমাদেরকে না-পেয়ে সে না-পারবে একাকিত্ব সহ্য করতে, না-পারবে গুহায় গিয়ে ঢুকতে। আত্মহত্যাও করে বসতে পারে।...এখন বলো, গুহায় যেতে রাজি আছো তুমি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অন্য কোনো উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না!'

'চলো তা হলে। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। নইলে যে-কোনো ছুতায় যে-কোনো সময় হাজির হতে পারে মেয়ার।'

জিনিসপত্র খুব বেশি নয়—কয়েক টিন শুকনো খাবার, তিনটা ল্যাম্প, এক টিন প্যারাফিন, অস্ত্রশস্ত্র, বুলেট, বালতি, কাপড়চোপড়, ওয়্যাগন-টেন্ট মানে বেনিটার তাঁবুটা এবং চুলা জ্বালানোর সবগুলো লাকড়ি। অসুস্থ শরীরের কারণে হালকা জিনিসগুলো নিলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বাকি বোঝা বইতে হলো বেনিটাকে। ঝুঁকি নিয়েই বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করল সে। তবে কোথাও গিয়ে কিছু একটা করছে মেয়ার, সম্ভবত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে সিঁড়ির পাশে, তাই দেখা গেল না ওকে। কাজেই বাধা পড়ল না "স্থানান্তরের" কাজে।

মধ্যরাতের পর শেষ হলো কাজ। বাপ-মেয়ে দু'জনের শরীরই ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে। মেয়ার ঢুকবে কি ঢুকবে না, ভূত দেখা যাবে কি যাবে না—এসব নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পেল না ওরা তাই। বেদির সামনে মেঝেতে বিছাল তাঁবুর কাপড়। দু'জনই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সেটার উপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

একসময় জাগল বেনিটা। জায়গাটা অপরিচিত ঠেকায় কোথায় আছে, কেন আছে মনে মনে জিজ্ঞেস করল নিজেকে। উত্তর পেতে দেরি হলো না। তাকাল চারদিকে।

নিকষ-কালো অন্ধকার। কখন যেন নিভে গেছে ল্যাম্পটা। ম্যাচবাক্স কোথায় রেখেছে মনে করার চেষ্টা করল বেনিটা। হাতড়ে হাতড়ে বের করে আনল বাক্সটা। একটা মোমবাতি জ্বালল। তারপর তাকাল হাতঘড়ির দিকে। ছ'টা বাজছে।

তার মানে সবেমাত্র ভোর হয়েছে। ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর মেয়ার গিয়ে হাজির হবে বেনিটার তাঁবুতে। কিন্তু গিয়ে দেখবে তাঁবুটা উধাও, বেনিটারও নেই। তারপর কী করতে পারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্ধোন্মাদ লোকটা? বেনিটারা কোথায় গেছে অনুমান করতে সময় লাগবে না তার। পাগল হলেও বুদ্ধির অভাব নেই মেয়ারের। অনুমান করার পর কী করবে সে? ভয় ভুলে সোজা এসে ঢুকবে গুহায়? গুলি করে খুন করবে বেনিটার বাবাকে? তারপর···

মেয়ার চলাফেরা করে চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে। সে গুহায় ঢুকে পড়লে টের পাওয়া যাবে না। গুহায় ঢোকার সময় শব্দ না করে উপায় থাকবে না মেয়ারের—এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না?

উঠে বসল বেনিটা। তাকাল বাবার দিকে। গভীর ঘুমে অচেতন তিনি। যথাসম্ভব নিঃশব্দে মালপত্র ঘাঁটতে আরম্ভ করল মেয়েটা। যা-চাইছিল পেয়ে গেল একসময়। লম্বা একটুকরো দড়ি। ল্যাম্প আছে মোট তিনটা, আরেকটা বের করে জ্বালল বেনিটা। একহাতে ল্যাম্প, আরেক হাতে দড়ির টুকরোটা নিয়ে হাঁটা ধরল গুহামুখের উদ্দেশে।

গুহায় ঢোকার সময় প্রথম বাঁক, অর্থাৎ বের হওয়ার সময় শেষ বাঁকটার কাছে এসে থামল বেনিটা। এককালে এখানে একটা দরজা ছিল। প্রমাণ হিসাবে দেয়ালে এখনও ঝুলছে পাথরের কড়া। উল্টোদিকের দেয়ালে কায়দা করে বসানো আছে একটা পাথর। তাতে সুঁই-এর ছিদ্রের মতো একটা গর্ত। হুড়কো, কাঠ বা লোহাজাতীয় কিছু একটা এ-গর্তে ঢুকিয়ে আটকে রাখা হতো একসময়। কড়া আর গর্ত—দুটোই মাটি থেকে আঠারো ইঞ্চি উপরে।

ল্যাম্পটা মাটিতে নামিয়ে রাখল বেনিটা। দড়ির একপ্রান্ত কড়ার সঙ্গে, আরেকপ্রান্ত উল্টোদিকের পাথরের গর্তের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল।

তিনটা ল্যাম্প ছিল বেনিটাদের, তিনটাই গতরাতে নিয়ে এসেছে ওরা। মেয়ারের কোনো ল্যাম্প নেই। মোমবাতিও নেই সম্ভবত। সুতরাং অন্ধকারে গুহার মধ্যে ঢুকতে গেলে দড়িতে পা আটকে হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে লোকটা। বদ্ধ গুহায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রতিধ্বনিত হবে পতনের আওয়াজ। শুনে সতর্ক হতে পারবে বেনিটারা।

কুয়ার কাছে ফিরে গেল বেনিটা। বালতি নামিয়ে পানি তুলল। হাত-মুখ ধুয়ে নিল। আবার তাকাল বাবার দিকে। এখনও ঘুমাচ্ছেন তিনি। ঘুমন্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মায়া হলো ওর। জাগাতে ইচ্ছা করল না বাবাকে। একটা ল্যাম্প হাতে তুলে নিল সে। উঁচুতে তুলে ধরে তাকাতে লাগল চারদিকে।

বসবাসের জন্য জায়গাটা ভয়ঙ্কর। একপাশে যিশুর বিরাট মূর্তি। তার নীচে শ্বেতপাথরেরর বেদি। আরেক জায়গায় স্তূপীকৃত পর্তুগিজদের কঙ্কাল। লম্বা চুলের একটা খুলি ধড় থেকে আলাদা হয়ে পড়ে আছে এককোণে। অনতিদূরে কনুই পর্যন্ত একটা হাত। সেটার আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে আছে কিছু একটা ধরার আশায়। বেদির কিছুটা সামনে মুখব্যাদান করে আছে একটা কবর। এটার ভিতরে পাওয়া গেছে সন্ন্যাসী মার্কোকে। এসব বাদ দিলে পুরো গুহা ফাঁকা, কবরের মতো নীরব।

মিস্টার ক্লিফোর্ড জাগলেন ঘুম থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন মেয়ের সঙ্গে। তারপর রাইফেল হাতে নিয়ে বসে গেলেন পাহারায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল বেনিটা।

হঠাৎ কিছু একটা পড়ল গুহামুখের বাইরে। বদ্ধ গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে আওয়াজটা শোনাল ডিনামাইট বিস্ফোরণের মতো। ঢুকতে গিয়ে দড়িতে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়েছে জেকব মেয়ার!

বাবার কাছে ছুটে গেল বেনিটা। রাইফেল কাঁধে তুললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। চেঁচিয়ে বললেন, 'ভেতরে ঢুকলেই তোমাকে গুলি করবো, মেয়ার। সুতরাং সাবধান!'

'ভেতরে ঢুকবোও না আমি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল মেয়ারও। 'বাইরে বসে থেকে অপেক্ষা করবো। তোদের খাবার ফুরাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একসময়। অন্ধকারে থাকতে থাকতে পাগল হয়ে যাবি তোরা। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবি। তখন আমি গুলি করে মারবো তোকে, হারামি ক্লিফোর্ড। আর বেনিটাকে...' কথা শেষ না করে হা হা করে হাসল মেয়ার। মৃদু থেকে মৃদুতর হতে লাগল ওর পদশব্দ। তারপর মিলিয়ে গেল একসময়।

'মেয়ার অপেক্ষা করার লোক না,' অনেকক্ষণ পর বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠবে সে। একসময় আর সহ্য করতে পারবে না। ভয়-ভীতি সব ভুলে ঢুকে পড়বে গুহায়। গুলি করে মারবে আমাকে।'

'ওই বাঁকের সঙ্গের প্যাসেজটা বন্ধ করে দিতে হবে আমাদের,' চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল বেনিটা।

'কীভাবে করবি? কিছুই তো নেই!'

'আছে,' উঠে দাঁড়াল বেনিটা। গুহার এককোণে জড়ো করে রাখা আছে ছোট-বড় পাথরের টুকরো, মাটির ঢেলা, বড় বড় সিমেন্টের আস্তর। হাতের ইশারায় বাবাকে ওসব দেখাল মেয়েটা।

মার্কোর কবর খোঁড়ার সময় ডিনামাইট ফাটিয়েছিল ওরা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় গুহার ছাদ থেকে খসে পড়ে পাথরের টুকরো আর মাটির ঢেলা। পরে গুহার মেঝে থেকে ক্রোবারের সাহায্যে সিমেন্টের আস্তরণ তুলে নেয় ওরা। মেয়ার ওগুলো জড়ো করে রাখে এককোণে।

পাথরের টুকরো, মাটির ঢেলা, সিমেন্টের আস্তরণ বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁক-সংলগ্ন প্যাসেজে জড়ো করল বাপ আর মেয়ে, সারাটা দিন ধরে। যেটা বয়ে নেয়া সম্ভব হলো না সেটা নিল গড়িয়ে। যেটা একজনের পক্ষে তোলা কঠিন হলো, সেটা দু'জনে মিলে ধরাধরি করে তুলল। দাঁতে দাঁত চেপে বাতের ব্যথা সহ্য করে কাজ করে গেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড।

প্যাসেজটা ছয় ফুট উঁচু আর তিন ফুট চওড়া। তাই পূর্ণ হতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় লাগল না। ডিনারের আগেই শেষ হয়ে গেল কাজটা। এরপর মোটা আর বড় দেখে কতগুলো লাকড়ি নিয়ে গিয়ে ঠেক দিল বেনিটা, যাতে বাইরে থেকে মেয়ার ধাক্কা দিলে সহজেই পড়ে না-যায় পাথর-মাটি-সিমেন্টের "দেয়াল"।

কাজ শেষে হালকা-গলায় মন্তব্য করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'জ্যান্ত কবর হয়ে গেল আমাদের!'

'কিন্তু লাভও হয়েছে। এবার মেয়ার শব্দ না-করে কিছুতেই ঢুকতে পারবে না। পাথর সরাতে গেলে শব্দ হবেই। শুনে সতর্ক হতে পারবো আমরা। তা ছাড়া হঠাৎ করে গুলিও চালাতে পারবে না সে।'

হঠাৎ কুঁকড়ে গেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বাতের ব্যথাটা এতক্ষণে পেয়ে বসেছে তাঁকে।

'কী হয়েছে তোমার?' আতঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বেনিটা।

দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, 'প্রচণ্ড ব্যথা। সহ্য করতে পারছি না। বসে থাকতে পারছি না আমি।'

দৌড়ে গিয়ে একটা কম্বল নিয়ে এল বেনিটা। ভাঁজ খুলে দ্রুত বিছাল মেঝেতে। বাবাকে শুইয়ে দিল সেটার উপর। অনড় পড়ে রইলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বাতের ব্যথা পুরোপুরি কাবু করে ফেলেছে তাঁকে।

কী করবে ভেবে না-পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেল বেনিটা। সারাটা রাত বাবার পাশে জেগে কাটাল সে। এমনকী ডিনারও বানাল না, এক গ্লাস পানি পর্যন্ত খেল না। প্রচণ্ড ব্যথায় খিদে ভুলে গেলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, তাই তিনিও কিছু চাইলেন না মেয়ের কাছে।

ক্লান্তিতে-অবসাদে একটু পর পর ঘুমিয়ে পড়ছেন তিনি। কিন্তু পাশ ফিরতে গেলেই প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলে তাকাতে বাধ্য হচ্ছেন। টানা দশ মিনিটও ঘুমাতে পারছেন না। প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে ভেঙে পড়ছেন তিনি, আরও অসুস্থ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছেন। দৃশ্যটা একসময় আর সহ্য করতে পারল না বেনিটা। কেঁদে ফেলল হু হু করে। রাত আরেকটু গভীর হওয়ার পর মাথা খারাপ হওয়ার দশা হলো ওর।

গুহার ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। তেল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক আগেই ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়েছে বেনিটা। অন্ধকারে একটু পর পর শোনা যাচ্ছে মিস্টার ক্লিফোর্ডের যন্ত্রণাকাতর মৃদু চিৎকার। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে "মেয়ার-আতঙ্ক"। মনে হচ্ছে এই বুঝি পাথর সরানোর শব্দ পাওয়া গেল, এই বুঝি রাইফেলের বোল্ট টানল লোকটা, এই বুঝি ঘাতক বুলেট ছুটে এল মিস্টার ক্লিফোর্ডের দিকে। ক্লান্তিতে-ভয়ে-আতঙ্কে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে বেনিটা। ওর মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণ পর পাগল হয়ে যাবে সে।

তিনটা ভয়ঙ্কর দিন কাটল এভাবে। এ-তিনদিন খাবার বলতে বেনিটার পেটে পড়েছে কুয়ার পানি, ঘুম বলতে কপালে জুটেছে ঝিমুনি। মিস্টার ক্লিফোর্ড ঘুমাতে পারলেও খেতে পারেননি। তাই কঙ্কালসার হয়ে গেছেন এ-ক'দিনেই। তাঁর চোখ বসে গেছে গর্তে, চোয়াল দেবে গেছে ভিতরে, বেরিয়ে পড়েছে পাঁজরার হাড়, পেট আর পিঠ একসঙ্গে লেগে গেছে প্রায়।

ঠিকমতো চলাচল করতে না-পারায় গুহার বাতাস গুমোট হয়ে গেছে চারপাশে বোটকা গন্ধ।

চতুর্থদিন রাত বারোটার সময় বাবার কাতরানি শুনে ঘুম ভাঙল বেনিটার। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজেও জানে না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সেটাও বলতে পারবে না। উঠল সে। চুলার উপর নতুন লাকড়ি ফেলে আগুন ধরাল। খানিকটা শুকনো মাংস একটা প্যানে নিয়ে গরম করল। বাবাকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াল। যেটুকু বেঁচে গেল খেল নিজে। খানিকটা শক্তি ফিরে এল দেহে।

আবার ঘুমিয়ে পড়লেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বসে বসে আকাশ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাতাল ভাবতে লাগল বেনিটা। একসময় অস্থিরতা পেয়ে বসল ওকে। সহ্য করতে পারল না সে। ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করে বেড়াতে লাগল গুহার এদিকে-সেদিকে। একসময় নিজের অজান্তেই গিয়ে চড়ল বেদির উপর, গিয়ে দাঁড়াল যিশুর বিশাল মূর্তির সামনে। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা যিশুর দিকে সে-ও তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে।

অনেকক্ষণ পর ল্যাম্পটা বেদির উপর নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসল বেনিটা। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল যিশুর দু'পা। কেঁদে ফেলল সে। প্রার্থনা করতে লাগল একমনে—নিজের জন্য নয়, ওর বাবার জন্য।

কতক্ষণ এভাবে ছিল জানে না বেনিটা। একসময় অস্বাভাবিক এক ঝিমুনি পেয়ে বসল ওকে। চৈতন্য-অচৈতন্যের মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে গেল সে। হাজির হলো এমন এক জগতে যেটা স্বপ্নও নয়, বাস্তবও নয়; মিথ্যাও নয়, আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। একের পর এক ঘটনা ঘটছে সেখানে, কিন্তু তারপরও সময় স্থির। সেখানে মানুষ শুধুই মানুষ—সত্তা বা আত্মার মাপকাঠিতে বিভাজ্য নয়।

বেনিটা দেখল, ঠিক এই বেদির উপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে। ঘুমাচ্ছে না, আবার পুরোপুরি জেগেও নেই। ওর চোখ-জোড়া অর্ধ-নিমীলিত। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওর বাবা আর মেয়ার। কথা বলছে না কেউই। তারপরও অদ্ভুত সুন্দর আর সুরেলা একটা অদৃশ্য নারী-কণ্ঠ ভিনদেশী অথচ বোধগম্য ভাষায় একটানা আদেশ দিয়ে যাচ্ছে বেনিটাকে, 'যিশুর পা দুটো ধরো। বামদিকে টানো। নীচে একটা প্যাসেজ আছে। সেটা ধরে নেমে যাও। হাজির হবে একটা প্রকোষ্ঠে। ওখানে আছে সব সোনা। প্রকোষ্ঠটা আরও অনেকদূর এগিয়েছে একেবারে নদীর তীর পর্যন্ত। ইচ্ছে হলে যেতে পারো সেখানে। আমি মৃতা বেনিটা, তোমার কাছে উন্মোচন করলাম গুপ্তধনের রহস্য, কারণ কাজটা করার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদেশ পেয়েছি আমি।'

প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উচ্চারিত হলো পর পর তিন বার। তারপর হঠাৎ করেই "ঘুমটা" ভেঙে গেল বেনিটার। বাস্তবে ফিরে এল সে। বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করল, মেসেজটা গেঁথে গেছে ওর মনে।

যিশুর মৃত্যুযন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে একবার তাকাল বেনিটা। তারপর দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরল পা দুটো। সর্বশক্তিতে টান দিল বামে।

কিছুই হলো না।

আবার টান দিল বেনিটা।

ফলাফল আগের মতোই।

কেঁদে ফেলল বেনিটা। তা হলে কি পুরো ব্যাপারটাই একটা স্বপ্ন? উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা? যিশু এত বড় ধোঁকা দিলেন ওকে? যিশু?

হঠাৎ কী যে হয়ে গেল বেনিটার বলতে পারবে না নিজেও। রাগে-ক্রোধে অস্থির হয়ে গেল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল যিশুর দু'পায়ের উপর। হ্যাঁচকা টান মারল বামদিকে।

ঠিক তখনই ঘটল অদ্ভুত ঘটনাটা।

ঘড়ঘড় আওয়াজ হলো একটা। পাথরে পাথর ঘষা খেল বহুদিন পর। দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন যিশু, কিন্তু কোমর থেকে তাঁর পা দুটো সরে গেল বামদিকে। কেঁপে উঠল মাটি। গুহার ছাদ থেকে খসে পড়ল কিছু ধুলা। যিশুর কোমরের আড়াল থেকে বেনিটার দিকে চোখ মেলে তাকাল একটা কালো-গহ্বর। সেখান থেকে যেন হাত বাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাতাস। বেনিটাকে একবার ছুঁয়ে দিয়ে বইতে লাগল ঝিরঝির করে।

হাঁ হয়ে গেছে বেনিটা। সারাজীবনেও এতখানি বিস্মিত হয়নি সে। যিশুর ক্রুসিফিক্স একটা মর্মর-মূর্তি, আবার একই সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা দরজা! কোমর থেকে শরীরের উপরের দিক অনড় আর অচল, পিছনের ক্রুশের সঙ্গে তামার তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। কোমরের নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটা গোপন দরজা!

অকল্পনীয়!

চোখের সামনে যা দেখছে ভুল দেখছে ভেবে নিয়ে যিশুর পায়ে আবার হাত রাখল বেনিটা। ঠেলা দিতে চাইল, কিন্তু আরও অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

নিজে থেকেই ঘুরে গেল মূর্তিটার কোমর। সরলো মূর্তির পা দুটোও। পুরোপুরি বেরিয়ে পড়ল গহ্বরটা। ঠাণ্ডা-বাতাস একটা হঠাৎ ধাক্কায় শিহরিত করে তুলল বেনিটাকে। ঘাড় সামনে বাড়িয়ে গহ্বরটার দিকে তাকাল সে।

একপ্রস্থ সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচে। দুটো কি বেশি হলে তিনটা ধাপ দেখা যাচ্ছে আবছামতো। বাকি ধাপগুলোকে গিলে খেয়েছে আঁধার।

খুশিতে দম বন্ধ হয়ে এল বেনিটার। ঘুরল সে। ছোঁ মেরে তুলে নিল ল্যাম্পটা। ছুটল। একলাফে বেদির উপর থেকে এসে পড়ল সিমেন্টের মেঝেতে।

বাবাকে ঘুম থেকে জাগাতে হবে এখুনি।

বিশ

কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙে গেছে মিস্টার ক্লিফোর্ডের। বেনিটাকে ছুটে আসতে দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি। দৌড়ে এসে বেনিটা থামল তাঁর সামনে। হাঁ করে দম নিতে লাগল। এই ফাঁকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'হয়েছে কী তোর? গিয়েছিলি কোথায়? এত খুশি খুশি দেখাচ্ছে কেন? মাথায় ঠাঠা পড়ায় মরেছে নাকি মেয়ার?'

কী হয়েছে বলল বেনিটা। আদ্যোপান্ত শুনলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড, কিন্তু ছিটেফোঁটা আগ্রহ দেখা গেল না তাঁর চোখে-মুখে। শরীরের এই অবস্থায় সারা আফ্রিকার সব সোনারও কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে। তা ছাড়া এখানে আসার পর থেকে একের পর এক দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন, সেসব ভেবেও তাঁর মনটা বিষিয়ে গেছে এই অভিশপ্ত গুপ্তধনের উপর।

বেনিটার কথা শেষ হলে তিনি নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্যাসেজটা কোথায় গিয়েছে বললি?'

'নদী পর্যন্ত।'

'তুই নেমেছিলি নীচে?'

'না। কণ্ঠটা আমাকে বলল...মানে আমি স্বপ্নের মধ্যে শুনলাম, নদী পর্যন্ত গিয়েছে প্যাসেজটা। যেখানেই যাক, আমার ওপর ভর দিয়ে তুমি যেতে পারবে না আমার সঙ্গে?'

'এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়তে পারবো না আমি। আমার মরণ এই জায়গাতেই লেখা আছে।'

মুখ কালো হয়ে গেল বেনিটার। 'ওভাবে বোলো না, বাবা। তুমি বরং শুয়ে থাকো এখানে, গুপ্তধন পাই বা না-পাই আমি গিয়ে দেখে আসি প্যাসেজটা কোথায় গিয়েছে। এমনও হতে পারে মলিমোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আমার। ওকে নিয়ে ফিরতে পারবো তা হলে। তোমাকে সাহায্য করতে পারবে সে।'

'কিন্তু মলিমো যদি বেঁচে না থাকে?'

'তা হলে টামাস, টামালা বা হোবা যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসবো।' উঠে দাঁড়াল বেনিটা। বাপের মাথার কাছে রাখল একটা ল্যাম্প, অনেকখানি প্যারাফিন আর একটা ম্যাচবাক্স। প্রয়োজন পড়লে ল্যাম্প জ্বেলে নিতে পারবেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। কাজটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে কষ্ট হবে তাঁর, কিন্তু ল্যাম্পটা জ্বেলে রেখে গেলে অনর্থক পুড়ে শেষ হবে তেল, প্রয়োজনের মুহূর্তে পাওয়া যাবে না।

বিস্কিটের টিন, ফুরিয়ে-আসা শুকনো মাংসের টিন, এক ফ্লাস্ক ওলন্দাজ মদ আর এক বালতি পানি রাখল বেনিটা ল্যাম্পের পাশে, নিরাপদ জায়গায়। এরপর নিজের লম্বা-ক্লোকটা পরে নিল। একটা পকেটে ঢুকাল তিনটা মোমবাতি আর একটা ম্যাচবাক্স। চার নম্বর মোমবাতিটা নিতে গিয়েও বের করে আনল। নামিয়ে রাখল ল্যাম্পের পাশে।

সবশেষে হাঁটু গেড়ে বসল বেনিটা ওর বাবার পাশে। বিড় বিড় করে প্রার্থনা করল তাঁর জন্য। তারপর চুমু খেল তাঁর কপালে। উঠে দাঁড়াল, দু'কদম এগোল, আবার ঘুরে তাকাল বাবার দিকে। ওরই দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। বিচ্ছেদ-বেদনা, হাহাকার, পরাজয় আর মৃত্যু-শঙ্কার আবেগগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে তাঁর দৃষ্টিতে। জোর করে কান্না চাপল বেনিটা, ঘুরেই ছুটল।

গোপন দরজাটার সামনে গিয়ে থামল সে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। মোমবাতিটা উঁচু করে তুলে ধরে পরীক্ষা করতে লাগল দরজাটা। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি পেয়ে বসল ওকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বড় দেখে একটা পাথর নিয়ে এল সে। পাথরটা যিশুর পায়ের কাছে এমনভাবে বসাল, যেন দরজাটা নিজে থেকে বন্ধ না-হতে পারে। ওর ধারণা স্প্রিং জাতীয় কোনো গোপন মেক্যানিযম আছে দরজাটায়। যে-কারণে দ্বিতীয়বার ধাক্কামাত্রই সরে গেছে দরজাটা, ধাক্কাও দিতে হয়নি।

পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াতে হলো বেনিটাকে। যিশুর জোড়া-পায়ের আড়ালে দেখা যাচ্ছে তিনটা পাথরের কব্জা। এত নিখুঁতভাবে বানানো যে, ভালোমতো দেখলেও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। বছরের পর বছর ধরে ধুলা জমে জমে প্রায় বন্ধ করে ফেলেছিল সরু খাঁজ, তাই খোলার সময় এত বেগ পেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছে বেনিটাকে। বিরাট কাঠামোটা আরেকবার দেখল বেনিটা। ওর মনে হলো, যে-শিল্পীর উদ্ভাবনী মস্তিষ্ক কল্পনা করেছে পুরো ব্যাপারটা এবং যে-মিস্ত্রি বানিয়েছে পরিকল্পনা অনুযায়ী, তারা দু'জনই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ! এত সহজ পদ্ধতিতে এত মূল্যবান একটা প্যাসেজ গোপন করেছে যে, জানা না-থাকলে যে-কারও বছরের পর বছর লেগে যাবে খুঁজে বের করতে।

প্যাসেজের সিঁড়িতে পা রাখল বেনিটা। সাবধানে নামতে আরম্ভ করল এক ধাপ এক ধাপ করে। একই সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে চারদিকে।

দেয়ালে কারুকার্যময় নকশা। দেখে মনে হয় না পর্তুগিজ আমলের। বরং আরও আগের—ফোনেশিয়ান বা আরও প্রাচীন কোনো জাতির। ওরাও হয়তো সম্পদ লুকানোর জন্য ব্যবহার করত নীচের প্রকোষ্ঠটা। প্রধান পুরোহিত ছাড়া আর কারও ঢোকার ক্ষমতা ছিল না এ-প্রকোষ্ঠে। কিন্তু সেসব এখন বহুকালের অতীত।

প্যাসেজটা সাত ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া। পর্বতগাত্রের পাথর কেটে বানানো। প্যাসেজের দেয়ালে, কোনো কোনো জায়গায় এখনও রয়ে গেছে বাটালির দাগ।

ধাপ গুনতে গুনতে নীচে নামছে বেনিটা। ত্রিশতম ধাপ শেষে সমতল মাটিতে পা দিল সে। মোমবাতির আলোয় ওর পায়ের কাছে চকচক করে উঠল কিছু একটা। জিনিসটা তুলল সে।

একটা সোনার-বার। ওজনে দুই কি তিন আউন্স। কারও অসতর্কতার কারণে এখানে পড়ে ছিল এতকাল। হাত থেকে বারটা ছেড়ে দিল বেনিটা। আগের জায়গায় গিয়ে পড়ল সেটা।

সামনে তাকাল বেনিটা। ভারী কাঠের একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। তাতে মোটা লোহার হুড়কো লাগানো। দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। হুড়কো তুলে ঠেলা দিল দরজায়। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে দু'দিকে সরে গেল দুটো পাল্লা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বহুদিনের পুরানো কব্জায় মরিচা পড়ে গেছে। ভিতরে পা দিল বেনিটা। এ-ই বোধ হয় সেই গুপ্তধন-প্রকোষ্ঠ!

প্রকোষ্ঠটা বর্গাকার। আকৃতিতে ছোট ঘরের সমান। ছাদটা নিচু। কাঁচা-চামড়ার ছোট ছোট বস্তায় বোঝাই হয়ে আছে ঘরটা। বস্তার সংখ্যা এত বেশি যে, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে সাজিয়ে রাখা হয়নি বস্তাগুলো। মুখ বন্ধ করে কোনোরকমে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে একটার উপর আরেকটা। যারা ফেলেছে তাদের খুব তাড়াহুড়া ছিল যেন। দরজার কাছের একটা বস্তা খুলে গেছে কোনো কারণে। বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের সব জিনিসপত্র। দেখে নিথর হয়ে গেল বেনিটা।

রাশি রাশি সোনা। কোনোটা সোনার পিণ্ড, কোনোটা সোনার তাল। সেগুলোর উপর অদ্ভুত সোনালি এক উজ্জ্বলতা মোমবাতির লালচে-হলুদ আলোয় নেচে নেচে বেড়াচ্ছে যেন।

হঠাৎ ঝিমঝিম করে উঠল বেনিটার মাথার ভিতর। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল ওর। অদ্ভুত কিছু ফিসফিস আওয়াজ শুনতে পেল সে। তারপরই স্পষ্ট গলায় বলল কে যেন, '...মাটির নীচে। ষাঁড়ের চামড়ার ব্যাগে। অনেকগুলো ব্যাগ। মাত্র একটা ব্যাগ খুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে কয়েকটা কয়েন। ব্যাগটার গায়ে দুটো রঙ—কালো আর লাল।'

কেঁপে উঠল বেনিটা। বিদায় নিয়েছে ঝিমঝিম ভাবটা। দেখতেও অসুবিধা হচ্ছে না। মুখ খুলে গিয়ে হাঁ হয়ে থাকা ব্যাগটার দিকে তাকাল সে।

ব্যাগটা ষাঁড়ের চামড়ার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চামড়াটা দু'রঙা—কালো আর লাল।

একটা ঢোক গিলল বেনিটা।

মেঝেতে দু'হাজার বছর ধরে জমা পুরু-ধুলা। তাতে স্পষ্ট ফুটে আছে একাধিক পায়ের-ছাপ। দু'জোড়া পায়ের ছাপ সবচেয়ে স্পষ্ট। খালি পায়ের ছাপ নয়, জুতো পরে ছিল লোক দুটো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগিয়ে গিয়ে ভালোমতো দেখল বেনিটা।

একজোড়া ছাপ বুটের। আরেক জোড়া মেয়েদের জুতোর। আবার ঝিমঝিম করে উঠল বেনিটার মাথার ভিতর। নিজের একটা পা বাড়িয়ে দিল সে। রাখল মেয়েদেরজুতোর একটা ছাপের উপর। মাপমতো মিলে গেল পুরোপুরিভাবে, একটুও এদিক-ওদিক হলো না—যেন বেনিটারই পায়ের ছাপ সেটা।

বেনিটা বুঝল, "মৃতা" বেনিটাকে নিয়ে ওর বাবা এসেছিলেন এখানে। মেয়েকে চিনিয়ে দিয়ে গেছেন গুপ্তধন-প্রকোষ্ঠটা।

আরও একবার সবগুলো ব্যাগের উপর চোখ বুলাল বেনিটা। তারপর ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। হেঁটে বেড়াল ডানজনময়, কিন্তু বের হওয়ার কোনো রাস্তা দেখতে পেল না। কোথাও একটু সন্দেহ হলেই দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে সে। কিন্তু সামান্যতম ফাঁপা আওয়াজও শুনতে পেল না। দেয়াল একেবারে নিরেট, হাজারটা ডিনামাইট ফাটালেও হয়তো কিছু হবে না।

হতাশ হয়ে পড়ল বেনিটা। অদৃশ্য কণ্ঠটা ওকে কী বলেছিল? "প্রকোষ্ঠটা আরও অনেকদূর এগিয়েছে, একেবারে নদীর তীর পর্যন্ত। ইচ্ছে হলে যেতে পারো সেখানে।"

প্রকোষ্ঠটা? মানে "গুপ্তধন-প্রকোষ্ঠটা"? কিন্তু সেখানে তো কোনো দরজা নেই! তা হলে বেনিটা ডা ফেরেইরা কি ভুল বলল? নাকি বেনিটারই বুঝতে বা দেখতে ভুল হয়েছে?

দৌড় দিল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ঢুকল ছোট ঘরটায়। দাঁড়াল বেনিটা ডা ফেরেইরার জুতোর ছাপের সামনে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—স্থির, শান্ত।

একটু পর খেয়াল করল বেনিটা, হাতে ধরা মোমবাতির আলোটা কাঁপছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ওকে একটু পর পর। এই ঘরের কোথাও-না-কোথাও একটা দরজা, বা একটা জানালা, বা অন্ততপক্ষে একটা ফাটল আছে। না থেকে পারেই না!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কোথায় সেটা? কতদূর? দেখা যাচ্ছে না কেন?

নীচের দিকে তাকাল বেনিটা। চোখে পড়ল বেনিটা ডা ফেরেইরার জুতোর ছাপ। জুতোর ছাপগুলো দরজার দিকে না গিয়ে এগিয়েছে সামনে। অবশ্য আরও কতগুলো ছাপ এগিয়ে গেছে দরজা দিয়ে, বেরিয়ে গেছে বাইরে। কিন্তু বেনিটা সেগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে নেই।

কী করতে হবে বুঝে গেল বেনিটা। যে-ছাপগুলো সামনে এগিয়ে গেছে সেগুলোকে অনুসরণ করতে লাগল সে।

এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল জুতোর ছাপগুলো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাঁড়াল বেনিটা। এবং বেঁচে গেল সে-কারণেই।

আর এক পা-ও এগোলে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যেত সে। না-মরলেও হাড়গোড় ভাঙত নিশ্চিত। গর্তটার পাশে, মেঝের ধুলার উপর হাঁটু গেড়ে বসল বেনিটা। মোমবাতি নিচু করে ধরে উঁকি দিয়ে তাকাল নীচে।

গভীর একটা গর্ত। একসময় ঢাকা ছিল গর্তটা। কেউ সরিয়ে ফেলেছে ঢাকনাটা। আর বসায়নি পরে। এদিক-ওদিক তাকাল বেনিটা। দেখল, কতগুলো বস্তার আড়ালে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো আছে একটা পাথরের ঢাকনা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে যেমন পুরু ঢাকনাটা, তেমনই ভারী। সেটাকে গর্তের মুখ থেকে যে বা যারাই সরিয়েছে, মনে মনে তাদেরকে ধন্যবাদ দিল বেনিটা। এই দুর্বল শরীরে, তা-ও আবার একা, সারাজীবন চেষ্টা করলেও ওই ভারী ঢাকনাটা সরানো সম্ভব হতো না ওর পক্ষে।

এই ছোট ঘরটার মেঝেতে জমা পুরু ধুলার আড়ালে এমনভাবে ঢাকা পড়েছিল গর্তটা যে, বার বার তাকিয়েও দেখতে পায়নি বেনিটা। গর্তটা বর্গাকার—আড়াই ফুট বাই আড়াই ফুটের মতো। সেটার মুখ থেকে নীচের দিকে নেমে গেছে একটা পাথরের মই। মইটা খুব সরু আর দারুণ খাড়া। একবারমাত্র দ্বিধা করল বেনিটা, তারপর নামতে আরম্ভ করল মই বেয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনশো পঁচাত্তর ধাপ নামার পর মাটিতে পা দিল বেনিটা। কাঁচা মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ। অসংখ্য। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এদিক-ওদিক দেখতে লাগল বেনিটা।

একটা প্রাকৃতিক গুহায় হাজির হয়েছে সে। পায়ের নীচের মাটি, চারপাশের দেয়াল আর মাথার উপরের ছাদ অমসৃণ। ছাদ বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে আসছে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি। টিপ টিপ করে শব্দ তুলে পড়ছে মাটিতে। জমা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার গর্তে। গুহাটা খুব বেশি বড় নয়। বাতাস চলাচলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তারপরও চারপাশে কাদার গন্ধ। দেয়ালের গায়ের কোনো একটা গর্ত দিয়ে বাতাস চলাচল করছে। গর্তটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করল বেনিটা, কিন্তু পারল না। প্রথমে অবাক, তারপর বিরক্ত, সবশেষে হতাশ হয়ে বসে পড়ল একটা কালো-পাথরের উপর। তৎক্ষণাৎ ঘটল একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা।

হড়হড় করে পাথরটা সরে গেল পিছনে। কট্ করে আওয়াজ হলো একটা—যেন আচমকা কামড় বসিয়েছে কোনো হিংস্র-পশু, কিন্তু শিকারের গায়ে বিঁধাতে না-পেরে বাড়ি খেয়েছে দাঁতে-দাঁত। তারপরই বেনিটাকে উল্টে ফেলে দৌড়ে পালাল বিরাট আর প্রচণ্ড ভারী কিছু একটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। এক সেকেন্ডের জন্য বেনিটা দেখতে পেল জিনিসটা কী। সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর।

প্রকাণ্ড একটা কুমির! পাথর ভেবে যেটার উপর বসে পড়েছিল বেনিটা আসলে সেটা ছিল একটা কুমির! এই গুহাটা আসলে একটা কুমিরের গুহা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল বেনিটা। ছুটল মই-এর উদ্দেশে। না খেয়ে মরতে রাজি আছে সে, কিন্তু কুমিরের খাদ্য হতে রাজি নয় মোটেও।

মই বেয়ে উঠতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল বেনিটা। একটা কথা মনে পড়ে গেছে।

কুমিরটা ভিতরে ঢুকতে পেরেছে—তার মানে বের হওয়ারও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো-না-কোনো পথ আছে। প্রাণীটা ছিল বিশাল, কাজেই যে-পথে চলাচল করে সেটাও নিশ্চয়ই বড়সড় হবে। বেনিটার যেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

আরও একটা ব্যাপার—কুমির মানে পানি। ধারেকাছেই আছে যাম্বেযি নদী। নইলে এই গুহার ভিতরে এসে আশ্রয় নিত না ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। আবারও ইতস্তত করল বেনিটা। কুমিরটা হঠাৎ ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছে, কিন্তু পরেরবার যদি আক্রমণ করে বসে? তা ছাড়া ফিরে গিয়েই বা কী হবে? মুমূর্ষু বাবাকে বাঁচাতে হলে এ-মুহূর্তে বাইরের সাহায্য দরকার বেনিটার।

লম্বা করে দম নিল বেনিটা। সাহস সঞ্চয় করল মনে। চিৎকার করতে লাগল যত-জোরে-সম্ভব। এদিক-ওদিক নাড়াতে লাগল হাতের মোমবাতিটা, তবে খেয়াল রাখল বাতাসের ধাক্কায় মোমবাতিটা যেন নিভে না যায়। এগিয়ে চলল সামনে।

এসে থামল কুমিরটা যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে। ভয়ঙ্কর প্রাণীটার দেহের ছাপ কর্দমাক্ত মাটিতে। দৌড়ে পালানোর সময় চার পা আর লেজের ছাপও রেখে গেছে কুমিরটা। যা আছে কপালে—ভেবে আগের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে আর মোমবাতি নাড়তে নাড়তে আবার হাঁটা ধরল বেনিটা, অনুসরণ করছে কুমিরটাকে।

সামনে নিরেট দেয়াল। বের হওয়ার রাস্তা নেই। নিচু হয়ে বসে পড়ল বেনিটা। দেয়ালের গায়ে, মেঝের সঙ্গে একটা ফোকর—মেঝে থেকে দু'ফুট উঁচু পর্যন্ত একটা চওড়া গর্ত আসলে। হয়তো পালানোর সময় ব্যবহৃত হতো, অনুমান করল বেনিটা। কিন্তু এখন বের হওয়া যাবে না, কারণ পাথরের ব্লক ফেলে সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে গর্তটা। তা হলে কুমিরটা বের হলো কোন্ দিক দিয়ে?

গর্তটার ডানদিকে, বেশ কয়েকগজ দূরে আরেকটা বড় গর্ত—দেয়ালের গায়ে, মেঝের সঙ্গে। কৃত্রিম নয়, প্রাকৃতিক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা বুঝতে পারল বেনিটা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বন্যার পানি জমে জমে আলগা করে ফেলেছে ওই জায়গার পাথর : তৈরি হয়েছে গর্ত, গুহার ভিতরে ঢোকার তাগিদে সেটা খুঁজে বের করেছে কুমির।

গর্ত দিয়ে মোমবাতিটা বাইরে বের করে দিল বেনিটা। নাড়ল কিছুক্ষণ। কুমিরটা গর্তের বাইরে থাকলে আগুন দেখে পালাবে। কিছুই ঘটছে না দেখে মোমবাতিটা আরেকটু সামনে ঠেলে দিল সে, নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর বহু কসরত করে হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে বেরিয়ে এল গর্তের বাইরে। উঠে দাঁড়াল।

বাতাসের কোনো অভাব নেই এখন। বেনিটার লম্বা খোলা-চুল আর পরনের পোশাক নিয়ে খেলতে লাগল বাতাস। নলখাগড়ার জঙ্গল আন্দোলিত হচ্ছে দূরে, শোনা যাচ্ছে সড়সড় শব্দ। ঢেউ-এর একটানা ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজের কাছে হার মেনেছে কিন্নরীর মধুরতম গান। হৃদ্যতার বেগুনি রঙ চেহারায় মেখে বেনিটাকে স্বাগত জানাচ্ছে ভোরের ধূসর-আকাশ। বেনিটার পাশে যেমন মোমবাতি, আকাশের গায়েও তেমনি শুকতারা! খুশিতে কাঁদবে, নাকি আনন্দে নাচবে বুঝতে পারল না মেয়েটা। বুক ভরে দম নিল সে, তারপর হাঁটা ধরল সামনে। এক-দেড়শো কদম এগোল। নলখাগড়ার জঙ্গল এড়িয়ে পা রাখল যাম্বেযির তীরে। ওর গোড়ালিতে একটু পর পর চুমু দিয়ে যেতে লাগল যাম্বেযির দুষ্টু অথচ শান্ত ঢেউ। কিন্তু ডানদিকে তাকানোমাত্র ছ্যাঁৎ করে উঠল বেনিটার বুকের ভিতর। বিদায় নিল ওর সব খুশি। একটা আশঙ্কা ধোঁয়ার মতো পাক খেয়ে খেয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মনের ভিতর।

ডানদিকে, বেশ কিছুটা দূরে, যাম্বেযির তীর ঘেঁষে ব্যামব্যাটসি গ্রামের সবচেয়ে বাইরের দেয়াল। তার মানে গ্রামের বাইরে চলে এসেছে বেনিটা। অর্থাৎ সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই। মলিমো, টামাস, টামাস, হোবা–চাইলেও কেউ আসতে পারবে না

www.BanglaBook.org

বেনিটার সঙ্গে।

কী করবে বেনিটা এখন? ফিরে যাবে? তাতে লাভ হবে কোনো? নাকি সোজা এগিয়ে যাবে? তারপর? মাটাবিলিদের হাতে ধরা পড়বে ওই শ্বেতাঙ্গ পুরুষটার মতো? আচ্ছা, ওই শ্বেতাঙ্গ পুরুষটাই বা কে? ইতোমধ্যে লোকটাকে নিশ্চয়ই খুন করে ফেলেছে মাটাবিলিরা। সে বেঁচে থাকলে কতই না ভালো হতো! হয়তো···হয়তো কোনো-না-কোনোভাবে সাহায্য করতে পারত বেনিটাদেরকে···

এমনও তো হতে পারে এখনও বেঁচে আছে শ্বেতাঙ্গ লোকটা! ওকে আটকে রেখেছে মাটাবিলিরা, খুন করেনি? বেনিটা যদি লোকটাকে ছুটিয়ে নিয়ে আসে, তা হলে কি লোকটা প্রতিদান দেবে না?

করার মতো আর তো কিছু নেইও বেনিটার।

নলখাগড়ার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল সে। টেনে টেনে ছিঁড়ল কিছু নলখাগড়া। সেগুলো নিয়ে দ্রুত ফিরে এল গর্তটার কাছে—যেটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে। গর্তের মুখের কাছে জড়ো করল সবগুলো নলখাগড়া। পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে একটা দেয়াশলাই জ্বালল, ছুঁড়ে মারল নলখাগড়ার স্তূপের উপর। ভালোমতো আগুন ধরার জন্য অপেক্ষা করল না, একপাশে সরে এসে মোমবাতিটা নিভাল।

আগুন আর জ্বলন্ত নলখাগড়ার বাজে গন্ধে কুমিরটা ভয় পেয়ে যাবে, হয়তো ফিরবে না গর্তের কাছে। নিরাপদ থাকবে পথটা। মাটাবিলিদের তাড়া খেয়ে যে-কোনো মুহূর্তে গর্তের ভিতরে ঢুকতে হতে পারে বেনিটাকে, তাই গুহাটা নিরাপদ থাকা দরকার।

নদীর দিকে এগোল বেনিটা। একটা জায়গায় যথেষ্ট সরু হয়ে এসেছে যাম্বেযি। দু'তীর চেপে এসেছে দু'দিক থেকে। পানি সেখানে কম। হেঁটেই পার হওয়া যাবে, সাঁতরানোর দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। নেমে পড়ল বেনিটা। প্রথমে ওর হাঁটু,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুদূর এগোনোর পর কোমর এবং নদীর মাঝখানে গিয়ে ওর কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেল পানিতে। ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সে। বেশি শব্দ করতে চায় না। টের পেলে নদীতে ভাসমান কোনো কুমির আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে।

অবশ্য কুমির বা সেরকম কোনো ভয়ঙ্কর প্রাণীর দেখা মেলেনি এখন পর্যন্ত। তবে প্রাণীর অভাব নেই নদীর উপরে, এদিক থেকে সেদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে লম্বা কালো-লেজের ফিঞ্চ। দূরের কোনো গাছ থেকে কলজে কাঁপানো গলায় মাঝেমধ্যে ডেকে উঠছে একটা-দু'টো প্যাঁচা। বিটার্নের তারস্বর যেন তালা লাগিয়ে দেবে কানে। বড় বড় মাছ ঘাই মেরে উধাও হচ্ছে পানির গভীরে। নাকি ওগুলো কুমির? সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে বেনিটার দিকে?

কেঁপে উঠল মেয়েটা। আরও ধীর হলো ওর এগোনোর গতি। কিন্তু পা চালিয়ে গেল সে—কিছু একটা করতেই হবে, থামলে চলবে না।

আরেক তীরে এসে উঠল সে একসময়। একটা-দু'টো করে তারা উধাও হচ্ছে তখন আকাশ থেকে। নলখাগড়ার ঝোপ ভোরের পুরু কুয়াশায় ভিজে নড়ছে না সবল বাতাসেও। বোধ হয় মাটিকে আরও কাছ থেকে দেখার জন্য নীচে নেমে এসেছে ভারী-কুয়াশা। খুশি হলো বেনিটা। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত ওকে মাটাবিলিদের খুনি-দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখবে এই কুয়াশা। বর্বর আদিবাসীগুলোর ক্যাম্পের উদ্দেশে রওয়ানা হলো বেনিটা।

যত এগোল তত ধীরে হলো ওর হাঁটার গতি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে। মাটাবিলিদের ছায়াও নেই কোথাও। এমনকী কোথাও আগুন পর্যন্ত জ্বলছে না। একটা গাছের নীচে মড়ার মতো পড়ে আছে দু'জন পাহারাদার। সঙ্গের বর্শা একদিকে আর ওরা আরেকদিকে। এমন অবস্থা। ঘুমে কাদা হয়ে আছে দু'জনই। বেনিটা ঢুকে পড়ল টের পেল না ওরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে শেষ দেখা গিয়েছিল একটা ঢালের উপর। একটু চেষ্টা করতেই জায়গাটা কোথায় স্মরণ করতে পারল বেনিটা। দিক অনুমান করে নিয়ে সেদিকে হাঁটা ধরল সে।

ঘন কুয়াশার কারণে ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না কিছুই। অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছে বেনিটা। কতক্ষণ পর বা কতদূর যাওয়ার পর বলতে পারবে না সে, হঠাৎ ধাক্কা খেল নরম আর গরম কিছু একটার সঙ্গে। হাতড়ে হাতড়ে বুঝল একটা গরুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। ওয়্যাগনের ষাঁড় হবে হয়তো। সম্ভবত ওয়্যাগনের জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ষাঁড়টাকে। আবছামতো চোখে পড়ছে ওয়্যাগনের কাপড়ের-ছাদ, অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে আছে সেটা।

ওয়্যাগনের দেখা না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ লোকটা কোথায়?

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বেনিটা। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ওয়্যাগনের দিকে। কাছে পৌঁছে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওয়্যাগনের ফ্ল্যাপ তুলে দিয়ে তাকাল ভিতরে।

না, স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। কুয়াশা আরও নীচে নেমে এসেছে, ভোরের প্রথম-আলোকেও ঠেকিয়ে দিয়েছে। কুয়াশা-সঙ্গমে আঁধারের পর্দা আরও কালো হয়েছে।

তবে দেখা না গেলেও শোনা যাচ্ছে কিছু একটা। কান খাড়া করল বেনিটা।

গভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ওয়্যাগনের ভিতরে ঘুমিয়ে আছে কেউ। কোনো মাটাবিলি যোদ্ধা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পাশ ফিরল লোকটা। হতাশ হয়ে ওয়্যাগনের ফ্ল্যাপটা নামিয়ে দেওয়ার জন্য হাত তুলল বেনিটা। আর ঠিক তখনই জেগে উঠল লোকটা। বিড় বিড় করে বলল কিছু। শুনলেও বুঝল না বেনিটা, তবে জমে গেল নিজের জায়গায়। ঠিক তখনই এক-থাবায় ম্যাচবাক্স বের করে ফস্ করে একটা কাঠি জ্বালল লোকটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাঠিটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরেই ভোজবাজির মতো বের করল রিভলভার। বেনিটা কিছু করার আগেই অস্ত্রটা ঠেকাল মেয়েটার কপালে।

এক-মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল সবকিছু।

'তারপর?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে, খাঁটি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল লোকটা? 'কী চুরির সাধ জেগেছিল শুনি? এক্ষুনি ভাগ্ নইলে···ওহ্!'

এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর হঠাৎ উজ্জ্বল আলো চোখে লাগায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বেনিটা। শব্দের উৎস বুঝে নিয়ে চোখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু দেখতে পেল না লোকটাকে। ওর দু'চোখ আর লোকটার মুখের মাঝখানে বাধা হয়ে আছে জ্বলন্ত ম্যাচকাঠি ধরা একটা সাদা-হাত।

'বেনিটা! বেনিটা! বেনিটা···' ফিসফিস করে বলে চলল লোকটা।

কণ্ঠটা চিনতে পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল বেনিটা। যা-দেখছে, যা-শুনছে বিশ্বাস করতে পারছে না। হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করছে খুব। ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল সে। ওর বন্ধ চোখের বাধা ঠেলে গাল বেয়ে নীচে নেমে আসছে উষ্ণ অশ্রুর-ধারা।

ওয়্যাগনের ফ্ল্যাপ সরিয়ে মাটিতে নেমে এল রবার্ট সিমার।

একুশ

মানুষের জীবনে এমন কতগুলো মুহূর্ত আসে যখন তার চিন্তাশক্তি থেমে যায়, বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায়, আশপাশে কী ঘটছে কেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটছে কিছুই বুঝতে পারে না ; এর জন্য সে এককভাবে দায়ী নয়, তার চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতিরও দোষ আছে।

যাকে সবাই মৃত বলে জানে, সেই রবার্ট সিমার কীভাবে ব্যামব্যাটসি উপত্যকায় হাজির হলো, মাটাবিলিদের হাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও কোন্ কারণে বেঁচে আছে এখনও–এসব ভাবতে চেয়েও ভাবল না বেনিটা, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না ; কী লাভ? যদি ধরে নেওয়া যায় এ-মুহূর্তে ভুল দেখছে সে, তা হলে স্বীকার করতেই হবে এমন মধুরতম ভুল আর হয় না! আশ্চর্য হওয়া উচিত বেনিটার, কিন্তু হতে পারছে না; খুশিতে জড়িয়ে ধরা উচিত রবার্টকে, কিন্তু ক্লান্ত শরীর সাড়া দিচ্ছে না; চিৎকার করে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কিন্তু কাকে ধন্যবাদ দেবে বুঝতে পারছে না সে।

এগিয়ে গিয়ে বেনিটার দু'কাঁধ শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রবার্ট। আবেগের প্রাবল্যে থরথর করে কাঁপছে সে। ধরেই রাখল কিছুক্ষণ, তারপর জোর করে তুলে ধরল বেনিটাকে। তাকিয়েই রইল মেয়েটার চেহারার দিকে, চায় না আবার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাক বেনিটা।

মেয়েটা ফিসফিস জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সত্যিই সেই লোক?'

রবার্ট বলল, 'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক। আমিই রবার্ট সিমার।'

'তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে, রবার্ট?'

'কী...কীসের উপকার?'

'আমার বাবা মরতে বসেছে। তাঁকে সাহায্য করতে পারবে তুমি?'

'কোথায় তিনি?'

'একটা গুহায়। আমার সঙ্গে চলো, একটা গোপন-পথ চিনি আমি। সে-পথেই এসেছি এখানে।'

'ঠিক আছে...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এক পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল বেনিটা। 'মাটাবিলিরা কোথায়, রবার্ট?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রবার্টও। 'কিছু একটা হয়েছে ওদের। যে-লোকটা আমাকে পাহারা দিচ্ছিল ঘণ্টাখানেক আগে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। বলল, মাটাবিলিদের রাজা লোবেঙ্গুলার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে এক দূত। মাটাবিলিরা এখন ওটা নিয়েই কথা বলছে। সবাই গেছে, পাহারায় আছে দু'চারজন।' কথা শেষ করেই বেনিটাকে জড়িয়ে ধরল রবার্ট। প্রবল আবেগে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল মেয়েটার ঠোঁটে একের পর এক। বাধা দিল না মেয়েটা, আবার সাড়াও দিল না।

খুব লজ্জা পেল রবার্ট। ছেড়ে দিল বেনিটাকে।

মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'চুমু ছাড়া খাওয়ার মতো আর কিছু দিতে পারো আমাকে? খিদেয় মরতে বসেছি আমি।'

প্রায় উড়ে গিয়ে ওয়্যাগনের ভিতরে ঢুকে গেল রবার্ট। রান্না করা কিছু মাংস নিয়ে এল। সারারাতের ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে গেছে মাংসটুকু।

কিছুটা মাংস আলাদা করে নিয়েই কামড় বসাল বেনিটা। গেলার আগেই আবার কামড় দিল হাতে ধরা টুকরোয়। দীর্ঘদিন পর রান্না করা মাংসের স্বাদ পেয়ে ওর মনে হচ্ছে স্বর্গের খাবার খাচ্ছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রবার্ট। কিছু বলল না।

বাবার জন্য কিছু মাংস একটা কাপড়ে পেঁচিয়ে নিল বেনিটা। আবার পা বাড়াতে যাবে রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে, ঠিক তখনই একটা শোরগোল শোনা গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেনিটা আর রবার্ট দু'জনই।

ব্যামব্যাটসি পর্বতের ঢাল বেয়ে এদিকেই উঠে আসছে মাটাবিলিরা। উল্টো দিক থেকেও শব্দ শোনা গেল—ঘুম থেকে জেগে গেছে পাহারাদার মাটাবিলিরা। পালানোর পথ নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন কী করবো আমরা?' ভয়ে সাদা হয়ে গেছে বেনিটা।

'ওয়্যাগনে গিয়ে ওঠো। ওরা এখনও দেখতে পায়নি তোমাকে। আগে তোমাকে লুকাই, তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।'

ওয়্যাগনে গিয়ে চড়ল বেনিটা। মিনিটখানেক পর রবার্টও উঠে এল। কুয়াশা পাতলা হয়েছে, ভোরের আলো ফুটছে আকাশে। সেই আলোয় রবার্টের চেহারা দেখে আরও ঘাবড়ে গেল বেনিটা। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না লোকটা। গাল ভরে গেছে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে, গোঁফটা মোটা হয়েছে আরও। দেখে মনে হচ্ছে বয়স ত্রিশ নয়, চল্লিশ।

ওয়্যাগনের ভিতরে দুটো কম্বল আছে। একটা পেতে সেটার উপর শুয়ে ছিল রবার্ট, আরেকটা দিয়েছিল গায়ে। ওয়্যাগনের এককোনায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে বেনিটা, ওকে দুটো কম্বল দিয়ে ভালোমতো ঢেকে দিল রবার্ট। কাছে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে না তাকালে বোঝা যাবে না যে, কম্বলের নীচে শুয়ে আছে কেউ।

'রবার্ট?' একটা ঢোক গিলে ডাকল বেনিটা।

সামনের ঢালটার দিকে তাকিয়ে দ্রুত ভাবছিল রবার্ট। বেনিটার ডাক শুনে বলল, 'বলো।'

'তুমি কি ওদের হাতে বন্দি?'

'হ্যাঁ। তোমাকে সাহায্য করতে এসে ধরা পড়েছি ওদের হাতে। এ-জায়গা আমি আগে থেকেই চিনি। যখন শুনলাম তোমরা এখানে আছো, ছুটে এলাম। মাটাবিলিরা ধরে ফেলল আমাকে। খুন করে ফেলত, কিন্তু,' এগিয়ে আসছে মাটাবিলিরা, সেদিকে আরেকবার তাকাল রবার্ট, 'একটা মাটাবিলি বলল, "লোকটা সাদা। মাকালাঙ্গাদের কাবু করার বুদ্ধি দিতে পারবে সে।" তোমাকে সেদিন পর্বতের চূড়ায় দেখেছি আমি। ওই যে, সকালবেলায় গিয়ে চড়লে আর মাটাবিলিরা ধরল আমাকে। মাটাবিলিদের নেতা বলল আমাকে, "সাদা মানুষ, আমাদেরকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক বুদ্ধি দিলে তোমাকে খুন করবো না। নিরাপদে চলে যেতে পারবে তুমি।" কাজেই বুদ্ধি একটা দিতেই হলো।

'বললাম, "এক কাজ করো তোমরা। দেয়ালের বাইরে থেকে গর্ত খুঁড়তে আরম্ভ করো। বর্শা আছে তোমাদের, কুড়াল আছে—ওগুলোকেই কাজে লাগাও।" ভালোমতোই জানি এ-এলাকার মাটি পাথুরে, তিন হাজারের জায়গায় ত্রিশ হাজার মাটাবিলি এলেও বর্শা-কুড়াল দিয়ে কাজটা করতে পারবে না। কিন্তু বোকা মাটাবিলিরা ওসব বুঝল না। কাজে লেগে গেল। এ-ক'দিনে বিশ ফুটের মতো খুঁড়েছে। কিন্তু ব্যামব্যাটসির দেয়ালের নীচ দিয়ে যেতে হলে আরও একশো চল্লিশ ফুটের মতো খুঁড়তে হবে। পারবে না বুঝে গতরাতে আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিল ওরা। খুন করে ফেলার কথাও বলছিল কেউ কেউ। তবে নতুন কোনো বুদ্ধি দিলে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে—একথাও বলেছে ওদের নেতা···কী যেন নাম লোকটার···মাদুনা।'

মাদুনা নামটা বেনিটার স্মৃতিতে আলোড়ন তুলল।

'জলদি, বেনিটা,' চাপা গলায় বলল রবার্ট, 'মাথা ঢাকো। এসে গেছে ওরা।'

লুকিয়ে পড়ল বেনিটা। তবে কান খাড়া রাখল।

বিশজন দেহরক্ষী নিয়ে হাজির হলো মাটাবিলিদের নেতা রাজপুত্র মাদুনা। সঙ্গে এক নেটাল-যুলুও আছে। এই লোকটা রবার্টের ড্রাইভার-কাম-দোভাষী। রবার্টের কথা ইংরেজি থেকে যুলুতে অনুবাদ করে শোনায় মাদুনাকে, আবার মাদুনা যা-বলে সেগুলো ইংরেজিতে বলে রবার্টকে।

গম্ভীর গলায় মাদুনা বলল, 'সাদা মানুষ, মহান রাজা লোবেঙ্গুলা একটা খবর পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য। খবরটা খুবই খারাপ। আমাদের গ্রামে হামলা হয়েছে। অল্প সৈন্য নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না রাজা। তাই আমাদেরকে ফিরে যেতে বলেছেন। আমরাও ঠিক করেছি ফিরে যাবো। পরে কোনো এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় ফিরে আসবো। শায়েস্তা করবো এই সব কাপুরুষ মাকালাঙ্গাদের। এমন কাপুরুষ আমি জীবনেও দেখিনি। দিনের পর দিন লুকিয়ে আছে দেয়ালের পিছনে। নিজেরা তো বাইরে আসবেই না, আমরা কাছে গেলে আবার গুলি করে মারে। বুড়ো হয়ে না মরা পর্যন্ত ফিরে যেতাম না, কিন্তু নিজেদের গ্রামটা বাঁচানো দরকার আগে।'

প্রতিটা শব্দ অনুবাদ করে শোনাল যুলু-দোভাষী।

'শুনে খুব ভালো লাগল,' বলল রবার্ট। 'তোমার যাত্রা শুভ হোক, রাজপুত্র মাদুনা।'

কথাটার অনুবাদ শোনামাত্র হো হো করে হেসে উঠল মাদুনা। 'তোমার যাত্রাও শুভ হোক, সাদা মানুষ।'

'মানে? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও নাকি?'

'আরে না! তোমাকে নিয়ে গিয়ে কী করবো? তুমি একটা বোঝা। সব সাদা মানুষই পৃথিবীর জন্যে বোঝা।...তোমাকে অন্য জায়গায় পাঠাবো আমরা। আকাশের কালো মানুষের দরবারে। ও, তুমি তো আবার কালো মানুষটাকে চেনো না। তিনি হচ্ছেন মহান মোসেলিকাট্‌সের সন্তান, মৃত্যুর রাজা!'

'তারপর?' রিভলভারটা কোটের পকেটে ভরে রেখেছে রবার্ট, ডান হাতটা ধীরে ধীরে সেদিকে নিচ্ছে সে।

'সাদা মানুষ, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ব্যামব্যাটসি গ্রামে ঢুকতে পারলে খুন করবো না তোমাকে। বরং ছেড়ে দেবো, যেদিকে খুশি চলে যেতে পারবে তুমি। কিন্তু আমাদেরকে বোকা বানিয়েছ তুমি। বর্শা আর কুড়াল দিয়ে পাথর খোঁড়ার বুদ্ধি দিয়েছ। খুঁড়তে গিয়ে আধমরা হয়ে গেছে আমার সৈন্যরা, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আরও ভালো বুদ্ধি দিতে পারতে তুমি, কিন্তু ব্যামব্যাটসিতে আরও সাদা মানুষ আছে জেনে চেপে গেছ। মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। এবার, নামো ওয়্যাগন থেকে। চুপচাপ খুন হয়ে যাও! বীরপুরুষ যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝতে পারে বাধা দিয়ে লাভ হবে না, তখন কথা না বাড়িয়ে মৃত্যুকে মেনে নেয়। নামো।'

রিভলভারের বাঁটে হাত দিল রবার্ট। অস্ত্রটা বের করে আনবে এখুনি। আকাশের কালো মানুষের কাছে যদি যেতেই হয়, যতজন মাটাবিলিকে সম্ভব সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কম্বল দুটো গায়ের উপর থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বেনিটা। এক লাফে উঠে বসল, আরেক লাফে গিয়ে বসে পড়ল ড্রাইভিং বক্সের পাশে, রবার্টের গা ঘেঁষে।

'আউ!' সভয়ে পিছিয়ে গেল মাদুনা। 'এ যে দেখছি শ্বেত-কুমারী! কিন্তু...কিন্তু...আপনি কোত্থেকে এখানে এলেন? কীভাবে এলেন? আপনি তো আটকা পড়ে আছেন দেয়ালের ভেতরে! আপনি কি...আপনি কি উড়তে পারেন? নাকি যাদু করেছেন?'

'আমি কীভাবে এসেছি সেটা বড় কথা না। কেন এসেছি সেটা শোনো, মাদুনা,' বেনিটার কণ্ঠে আদেশের সুর স্পষ্ট, যুলু ভাষায় কথা বলছে সে। 'একজন নির্দোষ লোককে খুন করতে চাও তুমি। যদি করো কাজটা, তোমার হাতে সারাজীবন লেগে থাকবে লোকটার রক্ত! মরার আগে তোমাকে অভিশাপ দেবে লোকটা। তোমার জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে ওই অভিশাপের কারণে। কি, বিশ্বাস হয় আমার কথা?'

মাদুনার কালো মুখ এত কালো হয়েছে যে ওকে দেখে মনে হলো না বেনিটার কথাটা অবিশ্বাস করে।

'এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও, মাদুনা,' আগের মতোই ধারালো কণ্ঠে বলে চলল বেনিটা। 'লোবেঙ্গুলার বার্তা নিয়ে কয়েক মাস আগে কে গিয়েছিল ব্যামবাটাসিতে?'

'আমি। আর আমার দুই ভাই।'

'মাকালাঙ্গারা কাকে খুন করেছিল?'

'আমার এক ভাইকে।'

'আরেকটু হলে কাকে খুন করে ফেলত?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাকে। আর আমার আরেক ভাইকে।'

'কে বাঁচিয়েছিল তোমাদের দু'জনকে?'

'আপনি, শ্বেতকুমারী।'

'তখন কি তুমি আমার কাছে কোনো প্রতিজ্ঞা করেছিলে?'

'জী, করেছিলাম। বলেছিলাম যদি কোনোদিন সম্ভব হয়, আমাকে বাঁচানোর বিনিময়ে আপনাকে জীবন দেবো। আর আপনার মালপত্রের কোনো ক্ষতি করবো না।'

'যারা মিথ্যা বলে, শ্বেতকুমারীর অভিশাপ নামুক তাদের উপর। জিভ খসে পড়ুক ওদের।'

'না, না, শ্বেতকুমারী, এত বড় অভিশাপ দেবেন না। আমি আপনার কাছে দুটো জীবনের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। একটা আমাকে বাঁচানোর জন্যে, আরেকটা আমার ভাইকে বাঁচানোর জন্যে।'

'একটু ভুল হয়ে গেছে, মাদুনা। দুটো জীবন আর সব মালপত্র নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলে তুমি। ঠিক?'

'জী, শ্বেত-কুমারী, ঠিক।'

কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না রবার্ট সিমার। যুলু বোঝে না সে, তাই বেনিটা কী বলছে ধরতে পারছে না। দোভাষীটাও এত অবাক হয়েছে যে হাঁ করে একবার তাকাচ্ছে মাদুনার দিকে, পরেরবার দেখছে বেনিটাকে। একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে এই প্রথম যুলু ভাষায় কথা বলতে শুনে একেবারে তাজ্জব বনে গেছে লোকটা।

'মাটাবিলিদের রাজপুত্র শুধু প্রতিজ্ঞাই ভোলে না, যাদেরকে কথা দেয় তাদেরকেও ভুলে যায়,' ব্যাঙ্গাত্মক গলায় বলল বেনিটা।

'মানে?' আকাশ থেকে পড়ল মাদুনা। 'আপনাকে ভুলে গিয়ে থাকলে দেখামাত্র চিনলাম কীভাবে?'

'আমার উপকারের কথা যদি সত্যিই তোমার মনে থাকত, তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে তোমার বাহিনী আমাকে আর আমার বুড়ো বাপটাকে ধাওয়া করল কী করে?'

লজ্জায় দৃষ্টি নত করল মাদুনা। 'দোষটা কিন্তু আমার একার নয়। আমার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলেই আপনাদেরকে ছেড়ে দিতাম। তা না করে আমার এক সৈন্যকে খুন করে ফেললেন আপনারা। পরে মারলেন আরও অনেককে। তা ছাড়া আমি তখন জানতাম, মানে আমাকে জানানো হয়েছিল যে, দু'জন শ্বেতাঙ্গকে ধাওয়া করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে যে একটা মেয়ে আছে–এ-কথাটাও বলেনি কেউ। বিশ্বাস করুন।'

'ঠিক আছে, বাদ দাও। যা হওয়ার হয়ে গেছে। তোমার সেই অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। এবার তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো। চলে যাচ্ছিলে যাও, আর শান্তিতে থাকতে দাও আমাদেরকে।'

ইতস্তত করতে লাগল মাদুনা। 'কিন্তু রাজার কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। রাজা যখন আমাকে এই...এই...সাদা ঠক্‌টার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন তখন কী বলবো আমি? তা ছাড়া এই লোকটা আপনার কী হয় যে একে বাঁচাতে চাইছেন আপনি? দুটো জীবন দেয়ার কথা ছিল আমার। ঠিক আছে দিলাম আমি–একটা আপনাকে, আরেকটা আপনার বাবাকে। কিন্তু এই ঠক্‌টাকে ছাড়া যাবে না। আমাদেরকে গাধা বানিয়েছে সে। ও আপনার বাবা কিংবা ভাই হলেও না-হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু অপরিচিত একটা লোকের জন্যে...'

'মাদুনা, আমার মতো মেয়েরা কি অপরিচিত লোকের ওয়্যাগনে রাতে শুয়ে থাকে? কী মনে হয় তোমার?'

বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না মাদুনা। একবার বেনিটা, আরেকবার রবার্টের দিকে তাকাতে লাগল সে।

'মাদুনা, এই লোকটা আমার কাছে আমার বাবা কিংবা ভাইয়ের চেয়েও বড়। এই লোকটা আমার স্বামী। একে তুমি মারতে পারবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আউ! এতক্ষণে বুঝলাম। আরও আগে বললেই পারতেন। ঠিকই তো, সে আপনার স্বামী না-হলে ওর ওয়্যাগনে রাত কাটাতেন না আপনি।...ঠিক আছে, সাদা শেঁয়ালটা বেঁচে গেল এ-যাত্রা। ওকে জীবন দিলাম আমি। চোখে চোখে রাখবেন ওকে, শ্বেত-কুমারী। আমাদেরকে ঠকিয়েছে সে, সুযোগ পেলে আপনাকেও ঠকাতে পারে।' রবার্টের দিকে তাকাল মাদুনা। 'যা সাদা-শেয়াল, তোর সব জিনিসপত্র নিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ এখুনি।' তারপর আবার তাকাল বেনিটার দিকে। 'আপনি কি আরও কিছু চান?'

'হ্যাঁ। বিশটা মোটাতাজা ষাঁড়। আর বাছুর-সহ দুটো দুধেল গাই। আমার বাবা অসুস্থ। পুষ্টিকর খাবার দরকার তাঁর।'

'দিয়ে দাও! দিয়ে দাও!' হাত নেড়ে কাউকে ইশারা করল মাদুনা। 'তাড়াতাড়ি করো। নইলে আমাদের ঢাল-তলোয়ার-বর্শাও চেয়ে বসতে পারে!'

বিশটা ষাঁড় আর বাছুর-সহ দুটো গাভী হাজির হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। রবার্টের সঙ্গে এক যুলু-চাকরও ছিল, রবার্টের নির্দেশে দুধ দোয়াতে লাগল সে। পরে জমা করবে একটা বোতলে।

নিজের সেনাবাহিনীর দিকে তাকাল মাদুনা। দূরে, সুশৃঙ্খলভাবে সারি বেঁধে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সবাই। একটুও নড়ছে না। "ক্যাপ্টেনের" আদেশ না পেলে নড়বেও না বোধ হয়।

'ছাগলগুলো গাধার মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল মাদুনা। 'ওদেরকে রওনা হয়ে যেতে বলো কেউ!'

রণ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে রওয়ানা হয়ে গেল মাটাবিলিরা। ওরা কত দুর্ধর্ষ জাতি—গানের শুরুতে বর্ণনা করা হলো সেটা। এরপর বলা হলো ওদের ভয়ে মাকালাঙ্গাদের কী দশা হয়েছে। গ্রামে ফিরে গিয়ে হামলাকারীদেরকে কীভাবে টুকরো টুকরো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করবে ওরা সেকথা বলল সবার শেষে। ওয়্যাগনটা অতিক্রম করার সময় বিশেষ কায়দায় বর্শা তুলে মাদুনাকে "স্যালুট" করল ওরা। কোমরের বিশাল খাপে ঝুলানো বিরাট তরবারিটা একটানে বের করল জেনারেল মাদুনা, মাথার উপর তুলে নাড়তে নাড়তে জবাব দিল স্যালুটের।

মাদুনা আর তার দুশো দেহরক্ষী ছাড়া মাটাবিলিদের আর কেউ নেই এখন।

বেনিটা ডাকল, 'মাদুনা, আরও কয়েকটা কথা তোমাকে বলতে চাই আমি।'

ধীরে ধীরে ঘুরল মাদুনা। 'আরও কথা? আর কী চান আপনি?'

'আমার হয়ে একটা কথা বলতে হবে তোমাদের মহান রাজাকে।'

'কী কথা?' কৌতূহলী হয়ে উঠল মাদুনা।

'তাঁকে বলবে, ব্যামব্যাটসির প্রেতাত্মা জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। তুমি নিজের চোখে দেখেছ। আর আমিই হচ্ছি সেই প্রেতাত্মা, জ্যান্ত ডাইনি! তুমি বলবে, মাদুনা, মাকালাঙ্গাদের গ্রাম ব্যামব্যাটসিতে আমি থাকি। এটা আমার ঘর, আমার বাড়ি। এবার আমি কিছু বললাম না, মাদুনা; কিন্তু এরপর যদি কেউ মাকালাঙ্গাদের আক্রমণ করার নামে আমার শান্তি নষ্ট করে, তা হলে এমন অভিশাপ দেবো আর এমন যাদু করবো যে, কালাজ্বর আর রক্তবমি হয়ে মরবে লোকটা,' থামল বেনিটা।

মাদুনার হাতে ধরা তলোয়ার কাঁপছে থর থর করে। তলোয়ারের চেয়ে বেশি কাঁপছে সেটার মালিক। ভীতির সঞ্চার হয়েছে মাদুনার দেহরক্ষীদের মধ্যেও।

'মাকালাঙ্গারা আমার প্রজা। ওদেরকে নিরাপদে থাকতে দিতে হবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাদা মানুষ আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। কাউকেই, কান খুলে শুনে রাখো, মাদুনা, কাউকেই কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে পারবে না তোমরা। একজন সাদা মানুষও যদি তোমাদের হাতে মারা পড়ে, আমার অভিশাপ নামবে তোমাদের ওপর।'

চোখ উল্টে গিয়ে জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হয়েছে মাদুনার। অতি কষ্টে বলল সে, 'এবার বুঝতে পেরেছি আপনি কীভাবে পাহাড়ের ওপর থেকে উড়ে দেয়াল টপকে এই সাদা লোকটার ওয়্যাগনে চলে এসেছেন।...আপনার কথা বলবো আমি রাজাকে।...চলো, জলদি চলো তোমরা।'

যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়ল মাদুনা আর ওর দলবল।

ওদের ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে ধুলা উড়ছে সকালের বাতাসে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রবার্ট বলল, 'চলো, বেনিটা, মিস্টার ক্লিফোর্ডকে বাঁচাতে হবে।'

রবার্টের যুলু-চাকরকে ডাকল বেনিটা। 'দুধ দোয়ানো হয়েছে তোমার?'

'জী।'

'বোতলে ভরেছ দুধটুকু?' আবার জানতে চাইল বেনিটা।

'জী।'

'এবার তুমি আর এই লোকটা যাবে আমাদের সঙ্গে। যেখানে যেতে বলবো সেখানে। কি, যাবে না?'

'জী, যাবো।'

'কিন্তু কোন্ পথে যাবো আমরা?' বেনিটাকে জিজ্ঞেস করল রবার্ট।

'একটা গোপন পথে। কষ্ট হবে, কিন্তু আর কোনো উপায় নেই।'

'কেন? দরজা খুলে দিতে বললেই তো হয় মাকালাঙ্গাদের। বিনা কষ্টে ঢুকতে পারবো গ্রামে।'

'তা পারবো,' রান্না করা মাংসটুকু আরও ভালোমতো পেঁচাল বেনিটা। 'কিন্তু বাবার কাছে যেতে পারবো না।'

'মানে?' আশ্চর্যান্বিত হলো রবার্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যেতে যেতে সব বলবো তোমাকে। দু'জন যুলুই তো যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। গরুগুলোকে দেখবে কে তা হলে?'

'আরেকটা ছোট ছেলে আছে। ওকে বলে গেলেই হবে।'

'ভালো। ল্যাম্প আর রাইফেলটা নিয়ে নাও সঙ্গে। কাজে লাগবে।'

তিন মিনিট পর, বেনিটা যে-পথে যেভাবে এসেছিল সে-পথে সেভাবে ফিরতে লাগল ওরা।

যাম্বেযির তীর ধরে দৌড়ানোর সময় বেনিটা খেয়াল করল, খোঁড়াচ্ছে রবার্ট। পিছিয়ে পড়ছে বার বার। তাল রাখতে পারছে না কারও সঙ্গে। বরং ওর জন্য থামতে গিয়ে গতি ধীর হচ্ছে পুরো দলটার।

'কী ব্যাপার?' রবার্টকে জিজ্ঞেস করল বেনিটা। 'কী হয়েছে তোমার?'

যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ানোর চেষ্টা করতে করতে জবাব দিল রবার্ট, 'আমার ডান পা-টা খোঁড়া হয়ে গেছে, বেনিটা।'

'কীভাবে?'

'তোমাকে নৌকায় রেখে সমুদ্রে নেমে গেলাম আমি। যেভাবেই হোক পৌঁছালাম তীরে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে। ক'টা বাজে দেখার জন্য বাম-হাতটা চোখের সামনে এনে দেখি, ঘড়ি উধাও। ওঠার শক্তি ছিল না শরীরে, তাই পড়েই রইলাম তীরে। পরে কয়েকজন আদিবাসী দেখতে পেল আমাকে। কাছে এল, কী সব জিজ্ঞেস করতে লাগল আমাকে। একটা বর্ণও বুঝলাম না। তখন ওরা ডাল-পাতা দিয়ে একটা স্ট্রেচার বানাল। ধরাধরি করে আমাকে তুলল সেটার ওপর। কয়েক মাইল দূরে ওদের গ্রাম, সেখানে নিয়ে গেল আমাকে। সমুদ্রে ভাসার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডান পায়ে খুব জোরে ব্যথা পেয়েছিলাম আমি। তাতে উরুর হাড়টা ভেঙে যায়। এক কাফি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাক্তার কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করল হাড়টা। কিন্তু খানিকটা বাঁকা হয়ে গেল সেটা, আজীবন বাঁকাই থাকবে। আমার ডান পা এখন বাম পায়ের চেয়ে এক ইঞ্চি খাটো।

'যা-ই হোক, ওই গ্রামে পড়ে থাকলাম টানা দু'মাস। আশপাশে একশো মাইলের মধ্যে কোনো শ্বেতাঙ্গ ছিল না। থাকলেও অবশ্য লাভ হতো না খুব একটা। আরও এক মাস পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে পৌঁছালাম নেটালে। অনেক কষ্ট করে টাকা-পয়সা যোগাড় করলাম। কিনলাম একটা ঘোড়া। একদিন হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমার নাম শুনে কেমন যেন ঘাবড়ে যাচ্ছে লোকে। তাজ্জব ব্যাপার! একটু খোঁজখবর করতেই জানা গেল আসল ঘটনা: আমি নাকি মরে গেছি! পত্রিকাঅলারা সেরকমই ছেপে দিয়েছে। ফালতু ব্যাপারে মাথা না-ঘামিয়ে ছুটলাম ঘোড়া নিয়ে। হাজির হলাম তোমাদের ফার্ম রুই ক্রান্ট্যে। স্যালি নামের এক বুড়ি বলল, তোমরা নাকি গুপ্তধন খুঁজতে বেরিয়েছ। কীসের গুপ্তধন বুঝতে বাকি রইল না আমার।

'আবার ছুটলাম। পৌঁছালাম এখানে। তারপরের ঘটনা তোমার জানা আছে।'

কথা শেষ হলো রবার্টের, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাঁড়াল বেনিটা। গর্তটার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা চারজন।

চার হাতপায়ে ভর দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল বেনিটা। গর্তে ঢোকার আগে বলল, 'শোনো, ভেতরে একটা গুহা আছে। একটা কুমির থাকে সেখানে। যদি সেটাকে ভেতরে দেখতে পাও, গুলি করে মেরো দয়া করে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইশ

না, কুমিরটা ফেরেনি এখনও।

গর্ত পার হয়ে গুহা, তারপর পাথরের সিঁড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা চারজন।

'তাড়াতাড়ি, রবার্ট, একটু তাড়াতাড়ি এসো। বাবা উপরে আছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে এতক্ষণে কিছুই জানি না।'

যুলু দু'জন লম্বা-চওড়া, কিন্তু খুব ভীতু। কুমিরের নাম শুনেই অজ্ঞান হওয়ার দশা হয়েছিল ওদের, আর এই অন্ধকার গুহায় সাড়ে তিনশো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দাঁতে-দাঁত বাড়ি খেতে লাগল দু'জনেরই।

বেনিটাই সবার প্রথমে উঠে এল গুপ্তধন প্রকোষ্ঠে। রবার্টকে উঠে আসতে সাহায্য করল তারপর। যুলু দু'জনের আসতে সময় লাগবে। ধাপ যত কমছে, গতিও তত কমছে ওদের।

বস্তাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল রবার্ট। জিজ্ঞেস করল, 'এসব কী?'

'সোনা। আর এই যে জুতোর ছাপগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হচ্ছে বেনিটা ডা ফেরেইরার।'

'সোনা! বেনিটা ডা ফেরেইরা! কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দুশো বছর আগে মারা গেছে ওই মেয়েটা। আমি নিশ্চিত নই—তিনশোও হতে পারে। এসব,' বস্তাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল বেনিটা, 'ওরই সোনা, মানে ওর সঙ্গী-সাথীদের। এর পেছনেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছুটছিলাম আমরা এতদিন।'

'তুমি তা হলে...' মেঝের ফোকর গলে বেরিয়ে এল এক যুলুর মাথা, দেখে চুপ হয়ে গেল রবার্ট।

গুপ্তধন প্রকোষ্ঠের দরজা পার হলো ওরা, পা রাখল ডানজনে। তারপর প্যাসেজ থেকে সিঁড়ি, সিঁড়ি থেকে গোপন দরজা পেরিয়ে পা দিল গুহায়। দৌড়ের গতি বাড়াল বেনিটা, সবাইকে ছাড়িয়ে চলে গেল সামনে।

'বাবা! বাবা!' চিৎকার করে মিস্টার ক্লিফোর্ডের পাশে বসে পড়ল সে।

জবাব দিলেন না তিনি, বন্ধ চোখ মেলেও তাকালেন না মেয়ের দিকে। মোমবাতি নিচু করে বাবার মুখের উপর আলো ফেলল বেনিটা। মড়ার মতো পড়ে আছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। এমনকী দমও নিচ্ছেন না বোধ হয়, কারণ ওঠানামা করছে না বুক। ঠাণ্ডা বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর পুরো শরীর সাদা হয়ে গেছে।

'বাবা!' ফিসফিস করে ডাকল বেনিটা এবার। ওর দু'চোখ ভরে গেছে পানিতে।

মিস্টার ক্লিফোর্ডের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রবার্ট। তাঁর বুকে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তিনি।

''বেঁচে আছেন তোমার বাবা, বেনিটা,' কিছুক্ষণ পর বলল রবার্ট। 'খুব আস্তে আস্তে চলছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছেন তিনি। এক কাজ করো, বেনিটা, মদের ফ্লাস্কটা নিয়ে এসো। দুধের সঙ্গে মদ মিশিয়ে খাইয়ে দাও ওঁকে।'

কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে বাবার মাথাটা তুলে ধরল বেনিটা। আরেকহাতে খাওয়ানোর চেষ্টা করল দুধ-মদ। কিছুটা পড়ে গেল বাইরে। কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে টের পেয়ে নিজে থেকেই মুখ হাঁ করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। এরপর আর কোনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসুবিধা হলো না। তাঁর হাত-পা মালিশ করতে লাগল রবার্ট। একটু একটু করে স্বাভাবিক রঙ ফিরল মিস্টার ক্লিফোর্ডের চামড়ায়। কাঁপুনিও কিছুটা কমল তাঁর।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল বেনিটা আর রবার্ট।

দশ মিনিট পর উঠে বসলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে একবার দেখছেন বেনিটাকে, পরেরবার রবার্টকে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে যুলু দু'জন। জড়িয়ে ধরেছে একে-অপরকে। ভয়ে কাঁপছে দু'জনই। বার বার তাকাচ্ছে স্তূপীকৃত পর্তুগিজদের-কঙ্কালগুলোর দিকে। আহাজারি করছে নিচু কণ্ঠে, 'আকাশের কালো মানুষ! বাঁচাও আমাদেরকে! হাড় আর ভূতের এই গুহায় আসতে চাইনি আমরা। সাদা মানুষরা আমাদেরকে জোর করে নিয়ে এসেছে। তুমি না বাঁচালে আমরা শেষ!'

'কে কথা বলে?' অত্যন্ত দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'জেকব মেয়ার? বেনিটা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই? তোর সঙ্গে এই লোকটা কে?'

'ওর নাম রবার্ট সিমার।'

'রবার্ট সিমার?' মনে করতে পারলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'কিন্তু...'

'ও মরেনি, বাবা। পত্রিকায় ভুল খবর ছেপেছিল।...রবার্ট, যুলু দুটোকে চুপ করতে বলো তো।'

রবার্ট বলায় কিছুটা কমল দুই যুলুর আহাজারি।

'জেকব মেয়ার কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। 'ও কি বেঁচে আছে না মারা গেছে?'

'জানি না,' জবাব দিল বেনিটা। 'তবে জানতে হবে।' রবার্টের দিকে তাকাল সে। 'একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি আমরা, রবার্ট। এই গুহার বাইরেই আছে পাগলটা। ওই দিকে,' আঙুল তুলে প্রথম বাঁকটার দিকে ইশারা করল সে, 'পাথর আর মাটি দিয়ে কোনোরকমে একটা দেয়াল তুলেছি আমরা বাপ-মেয়ে মিলে। দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুলুকে নিয়ে ওটা ভেঙে ফেলো তুমি। তারপর বাইরে গিয়ে ধরো পাগলটাকে। সাবধানে থেকো, ওর কাছে রাইফেল আছে।'

'কে এই পাগল?' জিজ্ঞেস করল রবার্ট। 'তোমাদের সঙ্গে এল কীভাবে? পাগলের কাছে রাইফেলই বা গেল কীভাবে?'

'ওর নাম জেকব মেয়ার। বাবার পার্টনার। এবার চিনতে পেরেছ?'

'চিনেছি মানে! ওর কথা জীবনেও ভুলতে পারবো না আমি। তা, মেয়ার পাগল হলো কীভাবে?'

'ওই কুয়াটায়,' তর্জনীর ইশারায় দেখাল বেনিটা। 'একবার নেমেছিল সে। বিষাক্ত গ্যাস ঢুকে যায় তখন ওর নাকেমুখে। তারপর থেকে কেমন এলোমেলো আচরণ করছে সে। আমাকে দেখলেই সম্মোহন করতে চায়। আর...আর...' ইতস্তত করতে লাগল বেনিটা।

'আর কী?' রবার্টের মুখে মেঘ জমছে। 'প্রেম করতে চায়?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল বেনিটা। 'বার বার আমাকে সম্মোহনের প্রস্তাব দেয় মেয়ার। আমি প্রত্যাখ্যান করি। তখন বাবাকে খুন করার হুমকি দেয় পাগলটা। ওর ভয়েই এখানে এসে আশ্রয় নেই আমরা।'

'বাহ্!' তীব্র ব্যঙ্গ রবার্টের কণ্ঠে। 'আগের চেয়ে অনেক ভদ্র হয়েছে লোকটা। এখন ওকে শুধু ভদ্র বললে ভুল হবে। বলতে হবে ভদ্রলোকদের সর্দার!' উঠে দাঁড়াল সে। 'ঠিক আছে, দেখি কী ব্যবস্থা করা যায় এই ভদ্রলোকটার।'

'রবার্ট, শোনো,' পিছু ডাকল বেনিটা। 'মেয়ার বাড়াবাড়ি কিছু না করলে তুমিও কিছু করতে যেয়ো না। ওর...ওর মাথাটা আসলেই খারাপ। সে নাকি একটা ভূতও দেখেছে এই গুহার ভেতরে। এবার বোঝো অবস্থা।'

'উল্টাপাল্টা কিছু করলে আরও ভূত দেখবে সে,' চোয়াল শক্ত করল রবার্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই যুলুকে নিয়ে বাঁকের কাছে এসে থামল রবার্ট। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে সরাতে লাগল পাথরের টুকরো, সিমেন্টের চাঁই, আলগা মাটি। তিনজনে মিলে কাজটা করতে খুব বেশি সময় লাগল না।

কাজ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, এমন সময় রবার্ট বলল, 'শোনো তোমরা। বাইরে একটা খারাপ লোক আছে। আমাদের শত্রু। ওকে ধরতে হবে। তোমাদের সাহায্য দরকার। কিন্তু মনে রেখো, আমাকে সাহায্য করা পর্যন্তই—অতি উৎসাহী হয়ে তার চেয়ে বেশি কিছু করতে যেয়ো না আবার। ঠিক আছে?'

খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল দুই যুলু। গুহা থেকে বের হতে পারলে একজন কেন, এক ডজন শত্রুকেও ধরতে রাজি ওরা।

বাইরের আলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আলোটা চোখে সইয়ে নিল রবার্ট। তারপর কোটের পকেট থেকে বের করল রিভলভার। খেয়াল করল, কখন যেন একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে বেনিটা। একদিকের দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন। ইশারা করে যুলু দু'জনকে পিছু নেওয়ার আদেশ দিল রবার্ট।

খুব ধীরে ধীরে, পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা তিনজন। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে বেনিটা। ঢোক গিলছে ঘন ঘন। মেয়ার যদি রবার্ট আর দুই যুলুর উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়ে থাকে, বিনা দ্বিধায় গুলি করবে।

কাটল কিছুক্ষণ। সামনের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে রবার্টরা। হঠাৎ গর্জে উঠল একটা রাইফেল। আর সহ্য করতে পারল না বেনিটা। পড়ি-কি-মরি করে ছুটল। বাঁক ঘুরে হাজির হলো গুহামুখের কাছে। বাইরের দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে আপনা থেকে কমে এল ওর গতি। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছে রবার্ট আর মেয়ার। গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। ওদের দু'জনকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুলু দু'জন। মেয়ারকে ধরার জন্য নিচু হচ্ছে ওরা, কিন্তু রবার্টের শার্ট ধরে টান দিয়ে ফেলায় লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরমুহূর্তেই। গড়াতে গড়াতে রবার্ট আর মেয়ার এক যুলুর গায়ে এসে পড়ল, লাফিয়ে সরে যেতে গিয়ে আরেক যুলুকে মাটিতে ফেলে দিল লোকটা।

পড়ে গিয়ে ভালোই হলো–রবার্টকে মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছিল মেয়ার, পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল দুই যুলু। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রবার্ট, মেয়ারের নাকে-মুখে এক ঘুসি মেরে নিস্তেজ করে দিল লোকটাকে।

'তারপর?' দু'হাত আর হাঁটু থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল রবার্ট। 'ভদ্রলোকদের সর্দারের কী খবর? আমাকে দেখে কে চমকে গিয়েছিল বলুন তো? আপনি নাকি আপনার রাইফেল? গুলিটা আর এক ইঞ্চি বামে দিয়ে গেলে...' বেনিটাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'সময়মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছি। নইলে গুহার ভূতের সংখ্যা আরেকটা বাড়ত।'

রবার্টের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মেয়ারের উদ্দেশে তাকাল বেনিটা। বিশালদেহী দুই যুলু লোহার মতো কঠিন হাত দিয়ে ধরে আছে লোকটাকে। রবার্টের ঘুসিতে মেয়ারের ঠোঁট থেতলে গেছে, রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ ধারায়। ওর মুখ মলিন, ধূলি-ধূসরিত; কিন্তু চোখ-জোড়া আগের মতোই জ্বলজ্বলে আর নিষ্ঠুর। পাগলামি আর ঘৃণা জড়াজড়ি করে আছে দৃষ্টিতে।

'আমি চিনি তোকে,' হঠাৎ ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়ার। 'তুই আরেকটা ভূত! তুই হচ্ছিস রবার্ট সিমারের ভূত! পানিতে ডুবে মরেছিলি না তুই? ভূত বলেই আমার গুলি লাগল না তোর গায়ে।'

'ঠিক ধরেছেন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক মেয়ার,' ব্যঙ্গ করল রবার্ট। 'আমি একটা ভূত। একটা দড়ি নিয়ে এসো তো, বেনিটা। ভদ্রলোকটাকে বেঁধে ফেলতে হবে। আবার কখন কোন ভদ্রতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে বসেন তিনি ঠিক নেই।'

গুহার বাইরে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো মেয়ারকে। ভালোমতো সার্চ করা হলো ওকে। কোমরে একটা পিস্তল গুঁজে রেখেছিল সে, অস্ত্রটা বের করে আনল এক যুলু। দিল রবার্টের হাতে।

'বাহ্! আমাদের ভদ্রলোক দেখি যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন!' আবার ব্যঙ্গ করল রবার্ট।

'পানি!' কাতর গলায় বলল মেয়ার। 'আমাকে একটু পানি দাও! এ-ক'দিন গাছের পাতা চুষে শিশির খেয়েছি আমি।'

মায়া হলো বেনিটার। এক টিন পানি এনে দিল সে। টিনটা মেয়ারের ঠোঁটের কাছে বাঁকা করে ধরল এক যুলু। প্রচণ্ড-তৃষ্ণার্তের মতো পান করল মেয়ার।

রবার্ট, বেনিটা আর দুই যুলু এরপর ফিরে গেল গুহায়। ধরাধরি করে খুব সাবধানে বাইরে নিয়ে এল মিস্টার ক্লিফোর্ডকে। মাটিতে, একটা পাথরের ছায়ায়, কম্বল বিছিয়ে সেটার উপর শুইয়ে দিল তাঁকে। আলো-বাতাসের স্পর্শে আরও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

তাঁকে দেখামাত্র মেয়ারের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। আবার চেঁচাল সে, 'বুড়ো শকুন, এখানে আসার পর পরই তোকে খুন করা উচিত ছিল আমার। তা হলে তোর মেয়েটাকেও দখল করতে পারতাম, আর সব সোনাও আমার হতো। এই সিমার ভূতটাও হাজির হতে পারত না এখানে!'

'ভদ্রলোক!' মেয়ারের কথা শুনে রেগে গেল রবার্ট। 'তোমার মুখটা বন্ধ রাখো। আর বেনিটার নামও উচ্চারণ করবে না এরপর। করলে তোমাকে যুলু দুটোর হাতে তুলে দেবো। ওদের বাপ-দাদারা জ্যান্ত মানুষের চামড়া ছিলতে খুব পছন্দ করত, কায়দাটা ভুলে যায়নি ওরাও।'

চুপ করে গেল মেয়ার। ওকে আরও পানি আর কিছুটা মাংস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেতে দিল বেনিটা। বুভুক্ষুর মতো সব সাবাড় করল মেয়ার।

'মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে?' মেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রবার্ট। 'শোনো তা হলে, একটা সুখবর দেই তোমাকে। পর্তুগিজদের গুপ্তধন পাওয়া গেছে। অর্ধেক সোনা তোমার প্রাপ্য। দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, নিয়ে কেটে পড়ো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। পরেরবার দক্ষিণ-আফ্রিকার যেখানেই তোমাকে দেখবো গুলি করে মারবো।'

'মর্ শালা মিথ্যুক কোথাকার!' চেঁচাল মেয়ার। 'বাহানা দিয়ে আমাকে তাড়াতে চাস এখান থেকে? যেন আমাকে একলা পায় মাকালাঙ্গা কিংবা মাটাবিলিরা আর বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে? তোর সোনা নিয়ে তুই যা যেদিকে খুশি। আমি এখানেই থাকবো।'

'কী! আমি মিথ্যুক!' রাগ সামলাতে পারল না রবার্ট। 'এই, ওর বাঁধন খুলে দাও। তারপর নিয়ে চলো গুহার ভেতরে। আমি মিথ্যা বলছি না সত্যি বলছি নিজের চোখেই দেখবে পাগলটা।'

'কোথায় নিয়ে যাবি বললি?' মেয়ারের মলিন চেহারা আরও মলিন হলো। 'গুহার ভেতরে? মরে গেলেও যাবো না আমি। ওখানে ভূত আছে। গাধার দল, এই সামান্য ব্যাপারটাও মাথায় ঢোকেনি তোদের? ভূত না থাকলে এতদিন বাইরে বসে বসে কি আঙুল চুষতাম আমি? কবেই দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকে খুন করতাম বুড়ো সাপটাকে। যতবার গেছি ওই দেয়ালের সামনে, ততবার দেখেছি ভূতটাকে। চোখ বড় বড় করে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল ভূতটা।'

'দারুণ তো!' ঠাট্টা করল রবার্ট। 'জীবনে প্রথম শুনলাম ভূত মানুষের কাজে লাগে!...এই, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? খোলো পাগলটার বাঁধন। নিয়ে চলো ভেতরে।'

মোমবাতি জ্বালল বেনিটা। মেয়ারকে দু'দিক থেকে শক্ত করে চেপে ধরল দুই যুবক। অন্য সময় হলে কুস্তি করার চেষ্টা করত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়ার, কিন্তু না খেয়ে না ঘুমিয়ে দুর্বল আর ক্লান্ত সে; তাই সুবোধ বালকের মতো হাঁটতে লাগল। ওকে নিয়ে সবার আগে রইল দুই যুলু। মাঝখানে রবার্ট, একেবারে পিছনে বেনিটা।

কিন্তু গুহামুখে পা দেওয়ামাত্র শুরু হলো ধস্তাধস্তি। কিছুতেই ভিতরে ঢুকবে না মেয়ার। চিৎকার করে বলতে লাগল সে, 'আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র এসব। এর পরিণতি ভালো হবে না...'। যুলু দু'জনকে লাথি মেরে ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত ওকে মারতে মারতে নিয়ে চলল দুই যুলু।

'কাজটা নিষ্ঠুরের মতো হয়ে যাচ্ছে, রবার্ট,' মেয়ারের জন্য খারাপ লাগল বেনিটার।

'হোক নিষ্ঠুরের মতো। মেয়ারের পাওনা এসব। সোনা সোনা করে এতদিন পাগল হয়ে ছিল সে, আজ দু'চোখ ভরে দেখুক সোনা কী।'

টেনে-হিঁচড়ে মেয়ারকে ঢোকানো হলো গুহার ভিতরে। বেদিটার কাছে পৌঁছানোমাত্র ওর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হতে লাগল। ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেছে ওর, শরীরটা হয়েছে লোহার মতো শক্ত। দেখে রবার্টেরও একটু খারাপ লাগল। কিন্তু যুলু দু'জন আগের মতোই অবিচল—এক ধাক্কায় মেয়ারকে নামাল গোপন প্যাসেজের সিঁড়িতে। একই রকমভাবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে হাজির করল গুপ্তধন-প্রকোষ্ঠে।

'দেখো,' বলেই নিজের হান্টিং-নাইফটা বের করল রবার্ট, কেটে ফেলল একটা ব্যাগের সেলাই। সোনার পুতি আর সোনার তালের একটা স্রোত যেন বের হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

'তারপর?' মেয়ারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবার্ট। 'বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কী মনে হয় আপনার? মিথ্যে বলেছি আমি?'

বহু-আকাঙ্ক্ষিত সোনা দেখে মেয়ারের মাথা ভালো হয়ে গেল, সব ভয়-ভীতি উবে গেল কর্পূরের মতো। প্রথমে ওর মুখটা হলো হাঁ, তারপর হাঁ-টা বন্ধ হলো, এরপর আবার হাঁ হলো সে এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবশেষে হা হা করে হাসতে লাগল একটানা।

'সুন্দর! চমৎকার! অভিনব! দারুণ!' হাসছে আর বলছে মেয়ার। 'যা ভেবেছিলাম তারচেয়েও বেশি। বস্তা আর বস্তা! সোনা আর সোনা! রাজা হয়ে যাবো আমি!' হঠাৎ মুখটা মলিন হলো ওর। 'না, না, সবই মিথ্যে। আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা ধোঁকা দিচ্ছ আমাকে। যুলু দুটোকে আমার হাত ছাড়তে বলো। আমি ছুঁয়ে দেখি সব সোনা, সব বস্তা।'

'ঠিক আছে, ছেড়ে দাও ওকে,' কোটের পকেট থেকে রিভলভার বের করে মেয়ারের দিকে তাক করল রবার্ট। 'ওকে কভার করছি আমি। উল্টাপাল্টা কিছু করলে...'

মেয়ারের হাত দুটো ছেড়ে দিল যুলু দু'জন। মুক্ত হয়েই এক লাফ দিল মেয়ার। গিয়ে পড়ল রবার্ট যে-বস্তাটা কেটেছে সেটার উপর। বেশ কয়েকবার চুমু খেল বস্তাটাকে—যেন বস্তাটা ওর প্রেমিকা, হারিয়ে গিয়েছিল কয়েক যুগ আগে, আজ এইমাত্র দেখা হলো।

আঁজলা ভরে পানি তোলার মতো করে শীর্ণ কাঁপা-কাঁপা দু'হাতে মাটি থেকে সোনার পুঁতি আর সোনার তাল তুলল মেয়ার। ধীরে ধীরে চোখের সামনে নিয়ে আসছে দু'হাত। চোখের যত কাছে আনছে তত বাড়ছে ওর কাঁপুনি। দেখেও শান্তি পাচ্ছে না সে, তাই নাকের কাছে নিয়ে শুঁকতে লাগল। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গিতে বলল হঠাৎ, 'সোনা, সোনা, সোনা! লাখ লাখ পাউন্ড সোনা! আমি এখন রাজা! আমি পৃথিবীর রাজা! এবার আমি প্রতিশোধ নেবো!' রবার্টের দিকে তাকাল সে। 'তুমি ভূত বা মানুষ যেটাই হও, মন দিয়ে শোনো আমার কথা। এসো আপোষ করে ফেলি আমরা। তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলাম, সেটা আর করবো না এখন। এই মেয়েটাকে দখল করে ভোগ করতে চেয়েছিলাম, সেটাও বাদ। ইচ্ছে হলে ওকে নিয়ে নিতে পারো তুমি। কিন্তু এই মুহূর্তে চলে যেতে হবে যেখানে খুশি লাগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানে। আর···আর···' সোনার বস্তাগুলোর দিকে তাকাল সে। 'সব সোনা দিয়ে যাবে আমাকে। বুঝেছ?' কথা শেষ করে হাতের সোনার-পুঁতি আর সোনার-তালগুলো মাথার উপর ছেড়ে দিল সে। ওর চুল-কপাল-ঘাড় গড়িয়ে ওগুলো এসে পড়ল মাটিতে। আবার তুলে নিল মেয়ার, আবার ছাড়ল মাথায়—যেন গোসল করছে সোনা দিয়ে।

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল রবার্ট। কিন্তু মেয়ারের চেহারার দিকে তাকিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হলো সে। হঠাৎ পাল্টে গেছে লোকটার চেহারা।

রোদে পোড়া বাদামি চেহারাটা ছাই-রঙা হয়ে গেছে হঠাৎ। বড় বড় হয়ে গেছে দু'চোখ—যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এখুনি। সোনার কথা পুরোপুরি ভুলে গেছে লোকটা। হাত তুলে ঠেকানোর চেষ্টা করছে অদৃশ্য কাউকে বা কিছু একটাকে। থর থর করে কাঁপছে সে। প্রচণ্ড আতঙ্কে খাড়া হয়ে গেছে মাথার চুল। বসে থাকা অবস্থাতেই পিছনে বাড়তে লাগল সে। কাজটা করতে গিয়ে বার বার উল্টে পড়ছে মাটিতে। নিজের অজান্তেই একসময় গিয়ে হাজির হলো মেঝের গর্তটার কাছে। আরেকটু পিছনে বাড়লেই ঢুকে যাবে গর্তে, নীচে পড়ে মরবে। দৌড় দিল এক যুলু। এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল মেয়ারকে।

যুলু লোকটার ধাক্কা খেয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়ার। আবার পিছাচ্ছে। ঘরটা বেশি বড় নয়, কিছুদূর গিয়েই মেয়ারের পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে। কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলল সে। কিছু একটা বলতে চাইল বেনিটা ডা ফেরেইরার জুতোর ছাপগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে, পারল না। ওর ঠোঁট নড়ছে ক্রমাগত, কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের হচ্ছে না। ওর চোখ দুটো উল্টে গেল হঠাৎ, অদৃশ্য হলো মণি, এখন কেবল সাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। কপাল বেয়ে টপটপ করে ঝরছে ঘাম। একটা চিৎকার উঠে এল ওর গলা বেয়ে, কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখ দিয়ে বের হলো চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। জ্ঞান হারিয়ে কাটা-গাছের-মতো মাটিতে পড়ে গেল সে উপুড় হয়ে। স্থির হয়ে গেল জড় পদার্থের মতো।

মেয়ারকে পড়ে যেতে দেখে চিৎকার দিয়ে গুপ্তধন-প্রকোষ্ঠ কাঁপিয়ে ফেলল দুই যুলু। ছুটল যত জোরে সম্ভব। এক মুহূর্তে পার হলো প্যাসেজ। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল আরও একটা মুহূর্ত। তারপর আর শোনা গেল না ওদের ছুটন্ত পদশব্দ।

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল রবার্ট। এবার ছুটল সে-ও। এক দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো মেয়ারের কাছে। চিৎ করল লোকটাকে। হাত দিল লোকটার বুকের বামপাশে। বন্ধ চোখের পাতা খুলে দেখল।

'মরে গেছে,' বলল সে। 'অনাহার, মস্তিষ্কের উত্তেজনা আর হার্ট-অ্যাটাকের ফলাফল।'

'হয়তো,' আসল ঘটনা কী হতে পারে অনুমান করে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল বেনিটা।

এক সপ্তাহ পর।

ওয়্যাগন দুটো বোঝাই করে ফেলা হয়েছে সোনার বস্তাগুলো দিয়ে। একটা ওয়্যাগনের ভিতরে, সোনার বস্তাগুলোর উপর, পিঠের নীচে জোড়া-কম্বল দিয়ে আরাম করে শুয়ে আছেন মিস্টার ক্লিফোর্ড। অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রুই ক্রান্ট্যের উদ্দেশে রওয়ানা হবে ওরা। ব্যামব্যাটসি গ্রামের বড় দরজাটা খুলে দেওয়া হয়েছে ওদের জন্য। ওয়্যাগন দুটোর পাশে একজন-দু'জন করে জড়ো হচ্ছে গ্রামবাসীরা—নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবাই। বিদায় জানাবে তাদের "ত্রাণকর্ত্রীকে"।

খুব খারাপ লাগছে বেনিটার। গ্রামবাসীদের মাত্র কয়েকজনকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেনে সে। তারপরও সবাই কেমন আপন হয়ে গেছে এ-ক'দিনেই। দেবী জ্ঞানে ওরা ভক্তি করে বেনিটাকে, "জ্যান্ত ডাইনি" মনে করে পূজা করে। সে চলে যাবে শুনে ওরাও মন খারাপ করে আছে ক'দিন ধরে।

আর এই জায়গাটা। মনে হচ্ছে ইংল্যান্ডের চেয়েও আপন। রুই ক্রান্টযের চেয়েও আকর্ষণীয়। স্বপ্নের মতো কোমল আর সুন্দর। পর্বতের উপত্যকায়, পাহাড়ের ঢালে, যাম্বেযির তীরে, আর ঘন-নীল আকাশের নীচে ব্যামব্যাটসি যেন ভূস্বর্গ।

উদাস দৃষ্টিতে তিন নম্বর দেয়ালটা দেখছিল বেনিটা। এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল রবার্ট। জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ, বেনিটা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'আমরা কি এখনই রওনা হবো?'

'হ্যাঁ।'

'চলো শেষবারের মতো ঘুরে আসি ওপর থেকে। শেষবার...'

রাজি হয়ে গেল রবার্ট। 'চলো।'

গুহাটার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল ওরা। সঙ্গে আনা মোমবাতি জ্বালল। ঢুকল ভিতরে।

বেনিটা যে-পাথরের দেয়ালটা বানিয়েছিল সেটার কয়েক টুকরো পাথর পড়ে আছে এককোনায়। দূরে দেখা যাচ্ছে তিন হাজার বছরের পুরানো বেদিটা। সন্ন্যাসী মার্কোর কবরটা এখন আর হাঁ হয়ে নেই, জেকব মেয়ারকে মার্কোর পাশে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। সাদা মর্মরের যিশু ক্রসে ভর দিয়ে একদৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছেন গুহার ভিতরের ঘটনাবলী। রবার্টের একক প্রচেষ্টায় পর্তুগিজদের কঙ্কালগুলোর ঠাঁই হয়েছে গুপ্তধন-প্রকোষ্ঠে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গোপন দরজা, যাতে যে-কেউ যখন-তখন ঢুকে গিয়ে পর্তুগিজদের "শান্তির" ব্যাঘাত না-ঘটাতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুহার স্থির বাতাসে একটা দীর্ঘশ্বাস রেখে রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল বেনিটা।

বেরিয়ে আসামাত্র চমকে উঠতে হলো। দূরে একটা পাথরের উপর পাথরের মতোই স্থির হয়ে বসে আছে মলিমো। একদৃষ্টিতে দেখছে ওদেরকে।

কাছে এগিয়ে গেল রবার্ট আর বেনিটা।

'যাও, চলে যাও, শ্বেত-কুমারী,' অদ্ভুত ফিসফিসে কণ্ঠে বলল মলিমো, ওর দু'চোখের কোণে চিকচিক করছে অশ্রু, 'সম্ভব হলে কোনো একদিন ফিরে এসে দেখে যেয়ো তোমার প্রজাদের। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না কোনোদিন। যে-সোনা এত কষ্ট করে খুঁজে বের করেছ, যে-সোনা এত কষ্ট করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ, তাতে গরীব-দুঃখীরও অধিকার আছে। তুমি আজ ধনী। কিন্তু তাই বলে ভুলে যেয়ো না গরীবদের কথা। ওদেরকে খেতে দিয়ো, পরতে দিয়ো। আর মনে রেখো, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে ভালোবাসা। সেটা কিন্তু লুকানো আছে তোমার মনের ভেতরেই। যদি কোনোদিন খুঁজে পাও, এত সুখী হবে যে, আর কখনও ছুটতে হবে না সামান্য সোনার পেছনে।' কথা শেষ করে হাত তুলল মলিমো। তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশটার দিকে।

ঝাপসা চোখে উপরে তাকাল রবার্ট আর বেনিটা।

ছোট ছোট গোলাপি মেঘ ভেসে আসছে একের পর এক। থামছে না, বাতাসের গালিচায় চড়ে চলে যাচ্ছে দূরে কোথাও। হারিয়ে যাচ্ছে একসময়।

রবার্ট আর বেনিটার মনে হলো, মেঘগুলো রূপালী-ডানার একদল পরী। আশা আর ভালোবাসার বিজয়-পতাকা ওড়ানোর জন্য স্বর্গ ছেড়ে নেমে এসেছে পৃথিবীতে।

BanglaBook.org

***